পুবের কলম

৯ অক্টোবর, ২০২৪ | বুধবার | ২২ আশ্বিন, ১৪৩১ | ৫ রবিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি

ডা. আতিকুর রহমান প্রতিষ্ঠিত
শান্তিনিকেতন নার্সিংহোম
ডা. আরিফা সুলতানা
MBBS (Kol), CBET (WB), M.Sc. (London)
ডা. রিমা সুলতানা
MBBS(Kol), MS (Gen Surgery), Attach with SSKM Hospital, Kolkata

Vol : 11, Issue : 277 • Puber Kalom • Kolkata • 9 October, 2024 • Wednesday • RNI NO. WBBEN/2014/55316 • Phone No.: 033 3508 4574/3508 2693 • www.puberkalom.com | 10 Pages | ₹ 5

ভয়েস এডুকেশনাল এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট পরিচালিত ...

ভয়েস পাবলিক স্কুল

10 YEARS

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য [তৃতীয় থেকে নবম শ্রেণি]

ফর্ম পূরণ চলছে (Offline & Online) :

- অনলাইনে ফর্ম পূরণ করা যাবে www.voicepublicschool.org ওয়েবসাইট থেকে।
- অফলাইনে ফর্ম পাওয়া যাচ্ছে রাজ্যের ১০টি জেলায় ২৯০+ কেন্দ্র থেকে।
- ফর্ম পূরণের শেষ তারিখ : অফলাইনে - ০৬ অক্টোবর ২০২৪।
  : অনলাইনে - ১৩ অক্টোবর ২০২৪।
- ফর্মের মূল্য : অফলাইনে - ২০০ টাকা, অনলাইনে - ২৫০ টাকা।
- ফলাফল প্রকাশিত হবে : ২৯ অক্টোবর ২০২৪, মঙ্গলবার দুপুর ২টোয়।
- ফলাফল জানা যাবে www.voicepublicschool.org এই website -এ 'নোটিস বোর্ড' থেকে।
- সফল পরীক্ষার্থীদের অভিভাবক/অভিভাবিকা সাক্ষাৎকার ও ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে - ০২ নভেম্বর ২০২৪, শনিবার থেকে।

ভর্তি পরীক্ষা
২০ অক্টোবর
২০২৪, রবিবার

: ফর্ম পাওয়ার জন্য ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন :

মুর্শিদাবাদ - 9732334225 | 7586050708 | 9732811865 | 8597345752
নদিয়া - 7029139192 | 9732811865 | 9734333555 | 7586050708
মালদা, উঃ ও দঃ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার - 8336970104 | 8695596793 | 9564721180 | 9800758628 | 9732883356
কলকাতা, দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলী, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর - 8100268650 | 9153489589 | 7363944777 | 9735818082

স্কুলের বৈশিষ্ট্য

মুর্শিদাবাদ | নদীয়া | বীরভূম
মালদা | উত্তর দিনাজপুর
উত্তর ২৪ পরগনা | কলকাতা

রেজিস্টার্ড অফিস : 9732334225
সেন্ট্রাল অফিস : 8100268650

হরিয়ানার জিন্দ জেলার জুলানা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ছয় হাজার ভোটে জয়ের পর কুস্তিগির ভিনেশ ফোগাট।

ভোট ফলাফল ১-১

হরিয়ানায় বিজেপি, জম্মু-কাশ্মীরে 'ইন্ডিয়া'

নয়াদিল্লি • ৮ অক্টোবর

মঙ্গলবার দুই রাজ্যে ভোটের ফলপ্রকাশ হল। হরিয়ানায় জয়ের হ্যাটট্রিক করল বিজেপি। তবে, জম্মু-কাশ্মীরে ভালো ফল করেছে কংগ্রেস-এনসি জোট। জাতীয় নির্বাচন কমিশন সূত্রে পাওয়া শেষ খবর অনুযায়ী, হরিয়ানায় বিজেপি ৪৮টি আসনে জয়ী হয়েছে। আর কংগ্রেস জয়ী হয়েছে ৩৭টি আসনে। আর অন্যান্যরা জয় পেয়েছে ৩টি আসনে। জাতীয় লোকদল (আইএনএলডি) পেয়েছে ২টি আসন। তবে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম-আদমি পার্টি (আপ) একটি আসনও পায়নি। আপ আশাবাদী ছিল, কেজরিওয়ালের জেলে যাওয়া তাদের হয়তো ভোটবাক্সে ফায়দা দেবে। কিন্তু, তা হয়নি। হরিয়ানা সম্পূর্ণভাবে হতাশ করেছে আপকে। তবে, কংগ্রেস তথা বিরোধীদের অক্সিজেন দিয়েছে জম্মু-কাশ্মীর। এখানে বিজেপি চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখেনি। তারপরও অবশ্য এখানে ভালো ফল করেছে কংগ্রেস-এনসি জোট। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত উপত্যকায় কংগ্রেস-এনসি জোটের ঝুলিতে গিয়েছে ৪৯টি আসন। আর বিজেপি পেয়েছে ২৯টি আসন। পিডিপি পেয়েছে ৩টি আসন। অন্যান্যরা ৯ আসনে জয় পেয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই ফলাফলে হতাশ পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি। এনসি সুপ্রিমো ফারুক আবদুল্লাহ ইতিমধ্যেই ঘোষণা করে দিয়েছেন ওমর আবদুল্লাহই হবেন জম্মু-কাশ্মীরের নয়া মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখ্য, দুই রাজ্যেই বিধানসভা আসন ৯০।

BENGAL PUBLIC SCHOOL (H.S)

CONTROLLED & GOVERNED BY : 'HAZI MIR ABUL FAYZE TRUST'
A MUSLIM MISSIONARY INSTITUTION • CONTACT NO.: 7318873017 & 7318873018
ADMISSION TEST RESULT-2025 • MERIT LIST FOR COUNSELLING (V TO IX)

CLASS	QUALIFIED ROLL NO									
V (BOYS)	9	146	227	246	541	999	1198	1442	1611	1676
	11	148	229	247	548	1000	1199	1444	1613	1682
	12	178	230	248	630	1001	1202	1445	1614	1687
	13	180	231	270	679	1002	1279	1488	1615	1767
	15	188	232	405	815	1004	1291	1489	1618	1769
	28	219	233	413	847	1005	1314	1533	1621	1770
	33	220	234	426	854	1006	1336	1576	1622	1808
	34	221	235	427	871	1071	1352	1600	1624	1827
	35	222	236	494	881	1117	1387	1605	1633	1890
	36	223	237	519	886	1184	1389	1606	1665	1903
	105	224	242	533	893	1190	1406	1607	1670	1911
	120	225	243	538	898	1191	1426	1610	1675	1923
V (GIRLS)	21	279	290	528	1174	1277	1386	1494	1666	1695
	30	280	310	534	1175	1331	1388	1562	1667	1763
	51	281	402	816	1176	1349	1390	1577	1674	1764
	75	282	404	836	1177	1350	1393	1612	1677	1765
	125	283	409	849	1178	1351	1419	1626	1683	1966
	126	284	411	887	1211	1379	1420	1629	1684	1967
	128	285	423	889	1212	1380	1422	1630	1685	1980
	179	286	428	895	1213	1382	1429	1632	1693	2000
	278	289	441	1003	1228	1383	1492	1664	1694	2001
VI (BOYS)	39	128	206	212	603	1091	1500	1773	1971	2004
	53	129	207	215	604	1189	1572	1774	1972	2006
	54	138	208	295	761	1225	1604	1968	1977	2007
	55	176	209	296	762	1310	1604	1970	1985	2008
	59	203	210	417	775	1317	1771	1973	1986	2011
	62	204	211	446	848	1376	1772	1958	1998	2026
VI (GIRLS)	71	287	298	907	1209	1345	1760	1937	2089	2156
	74	288	408	1008	1290	1495	1785	1982	2141	2157
	271	291	415	1009	1311	1727	1907	1983	2142	2165
	272	297	757	1095	1312	1728	1915	2036	2147	2166

CLASS	QUALIFIED ROLL NO									
VII (BOYS)	182	249	257	265	412	853	1193	1378	1842	2097
	201	250	259	266	429	975	1282	1407	1901	2098
	202	251	260	267	430	977	1286	1423	1909	2153
	216	252	261	268	450	978	1299	1437	1934	2205
	217	254	262	269	539	1100	1308	1583	1935	2256
	218	255	263	299	543	1118	1309	1659	1950	2291
	228	256	264	301	852	1185	1377	1721	2044	2301
VII (GIRLS)	177	277	752	839	1230	1394	1755	2018	2054	2160
	189	292	754	840	1231	1395	1912	2031	2055	2204
	273	293	756	936	1232	1575	1920	2025	2093	2266
	275	294	832	976	1281	1580	1921	2050	2144	2302
	276	532	837	1110	1292	1754	2017	2053	2150	2305
VIII (BOYS)	23	174	972	1411	1905	1925	1961	2021	2049	2130
	40	175	1116	1498	1906	1931	1966	2024	2058	2136
	172	829	1401	1534	1917	1933	1976	2034	2104	2155
	173	878	1409	1581	1924	1939	1997	2040	2111	2351
VIII (GIRLS)	127	973	1399	1733	1942	1964	2030	2101	2119	2304
	130	974	1400	1913	1946	1979	2032	2103	2123	2311
	187	1122	1402	1926	1947	2009	2037	2108	2257	2394
	971	1396	1403	1930	1951	2020	2043	2115	2297	2401
IX (BOYS)	61	542	1256	1303	1598	1844	1886	2046	2138	2437
	166	547	1259	1436	1639	1845	1887	2056	2259	2455
	184	813	1274	1579	1746	1855	1919	2081	2300	2469
	535	1196	1284	1594	1748	1858	1938	2091	2404	2493
	540	1233	1285	1595	1758	1861	1959	2110	2421	2495
IX (GIRLS)	64	843	1073	1294	1302	1563	1899	1996	2107	2152
	103	844	1133	1295	1305	1566	1900	2002	2109	2163
	347	845	1229	1296	1306	1889	1936	2022	2112	2299
	755	872	1247	1297	1313	1891	1987	2039	2113	2344
	833	920	1278	1298	1537	1895	1993	2100	2121	2348

Hills Academy

(Sherpur, Khargram, Murshidabad)
ADVERTISEMENT
RECRUITMENT FOR ASSISTANT TEACHER

Hills Academy is a fully English medium co-ed School following CBSE Curriculum. Hills Academy invites Applications for the post of Assistant Teacher in Bengali, Science and Mathematics.
The candidates may mail their Bio-data in the mentioned E-mail Id or can submit it in the Hills Academy Office.
Email Id- hillsacademy2022@gmail.com

BENGAL PUBLIC SCHOOL (H.S)

আবাসিক শিক্ষক চাই

গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা, (শারীরশিক্ষা-শিক্ষক ও শিক্ষিকা) বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষক চাই। দরখাস্ত জমা দিন অথবা ই-মেল করুন—

E-mail:
bengalpublicschool.hs@gmail.com
Whatsapp - 7318873017

মণিপুরে ফের বহু আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

ইম্ফল, ৮ অক্টোবর: গত তিন ধরে দক্ষিণ মণিপুরের পার্বত্য অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করল নিরাপত্তাবাহিনী। গত শুক্রবার থেকে চুড়াচাঁদপুর, থৌবাল এবং কাকচিং জেলায় এই তল্লাশি অভিযান চালায় সেনাবাহিনী, অসম রাইফেলস ও পুলিশের যৌথবাহিনী। উদ্ধার হওয়া অস্ত্রের তালিকায় রয়েছে মর্টার, অত্যাধুনিক রাইফেল, গ্রেনেডের মতো আরও নানান অস্ত্র।

শুক্রবার থেকেই অভিযান শুরু করে সেনা-পুলিশের যৌথ দল। তিন দিন ধরে তিন জেলায় একাধিক অভিযান চলে। সেনাবাহিনী সূত্রে খবর, প্রথম অভিযানে চুড়াচাঁদপুরের জঙ্গল থেকে ম্যাগাজিন, পাঁচটি সিঙ্গল ব্যারেল রাইফেল, একটি ৯ এমএম পিস্তল এবং পাঁচটি দূরপাল্লার মর্টার উদ্ধার হয়েছে। শনিবার আর এক দফা অভিযানে কাকচিং থেকে তিনটি কার্বাইন মেশিনগান, একটি ৯ এমএম পিস্তল, দু'টি সিঙ্গেল ব্যারেল বন্দুক, হ্যান্ড গ্রেনেড-সহ আরও নানা আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। থৌবালেও উদ্ধার হয়েছে কার্বাইন মেশিনগান, ৩২ এমএম পিস্তল এবং বেশ কিছু গ্রেনেড। উদ্ধারকৃত সমস্ত অস্ত্র হস্তান্তর করা হয়েছে মণিপুর পুলিশের কাছে।

২০২৩ সালের মে মাসে মেইতেই ও কুকি জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে উত্তাল হয়েছিল মণিপুর। ঘটনার জেরে মৃত্যু হয় ২০০'র বেশি মানুষের। পরিস্থিতি সামাল দিতে সেনা নামানোর পাশাপাশি গোটা রাজ্যে লাগু করা হয়েছিল আফস্পা। তার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর চলতি অক্টোবর মাসে পুনরায় সেই মেয়াদ বাড়ানো হয়।

তাজের সৌন্দর্য

➤ তিনের পাতার পর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও লিখেছিলেন, তাজমহলের সৌন্দর্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মুইজ্জুও সেটাই বললেন। যতই বর্ণনা শুনুন না কেন তাজমহল প্রকৃতপক্ষে কতটা সুন্দর তা নিজের চোখে না দেখলে বোঝা যায় না। বিশ্বের এই সপ্তমাশ্চর্যকে একবার চোখের দেখা দেখতে হাজার হাজার বিদেশি এদেশে আসেন।

কারচুপির জয়

➤ তিনের পাতার পর

এখন আগের সঙ্গে কংগ্রেসের জোট হলে এই দুই শতাংশ ভোট কংগ্রেসের পক্ষেই যেত। সেক্ষেত্রে জয়ের রাস্তা সহজ হত কংগ্রেসের পক্ষে। সূত্রের খবর, কংগ্রেসের একটি গোষ্ঠী এই জোট চায়নি।

অন্যদিকে, এই নিয়ে টানা তিনবার জিতে হ্যাটট্রিক করল বিজেপি। রাজনৈতিক মহলের মতে, বেশ কয়েকটি বিষয় খেলা ঘুরিয়ে দিতে সাহায্য করেছে বিজেপিকে। এবার ওবিসি ভোটব্যাঙ্ককে বেশি করে ফোকাস করেছে পদ্ম শিবির। রাজ্যে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশই ওবিসি। অন্যদিকে, রাজ্যের মোট জনসংখ্যার মাত্র ২৫ শতাংশ উচ্চবর্ণের (আপার কাস্ট) জাঠ। পরিসংখ্যান বলছে, ওবিসি ভোট ব্যাঙ্কের ৭৫ শতাংশই এবার নিজেদের ঝুলিতে পুরতে সক্ষম হয়েছে বিজেপি।

মনোহর লাল খট্টারকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে মোক্ষম সময়ে নায়েব সিং সাইনিকে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসিয়ে ওবিসিদের বড় বার্তা দিয়েছিল গেরুয়া শিবির। তার সুফল পেয়েছে বিজেপি। এ ছাড়াও তপশিলি ভোটারদের কাছে টানতে 'লাখপতি ড্রোন দিদি' স্কিম নিয়েছিল গেরুয়া শিবির। যার বেশিরভাগ মহিলাই ছিল দলিত। ফলে রাজ্যের দলিত, ওবিসিদের বড় অংশের ভোট বিজেপির ঝুলিতে গিয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

জয়োল্লাস। শ্রীনগরে ন্যাশনাল কনফারেন্সের কর্মী-সমর্থকরা মেতেছেন জয়ের আনন্দে।

নরসিংহানন্দের আপত্তিকর ভাষণ পোস্ট উলটে জুবায়েরের বিরুদ্ধে এফআইআর

গাজিয়াবাদ, ৮ অক্টোবর: নবী সা. সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করেছিলেন গাজিয়াবাদের দাসনা মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ইয়াতি নরসিংহানন্দ। তাঁর মন্তব্যের সেই ভিডিয়ো পোস্ট করেন জনপ্রিয় ফ্যাক্ট চেকার মুহাম্মদ জুবায়ের। এই ভিডিয়ো পোস্ট করার জন্য জুবায়েরের বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে এফআইআর।

ইউপির গাজিয়াবাদে কবি নগর পুলিশ স্টেশনে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) নেতা উদিতা তিয়াগীর অভিযোগের ভিত্তিতে জুবায়েরের বিরুদ্ধে দায়ের হয় এফআইআর। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ধারা ১৯৬, ২২৮, ২৯৯, ৩৫৬ (৩), এবং ৩৫১(২) এর অধীনে অভিযোগে দায়ের হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।

অভিযোগে হায়দরাবাদের সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়াইসি এবং জমিয়তে উলেমা-ই-হিন্দের প্রধান আরশাদ মাদানির নাম রয়েছে বলে জানা

গিয়েছে। নবী সা.-কে নিয়ে নরসিংহানন্দের অবমাননাকর মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন এই দু'জন। দেশের বিভিন্ন স্থানে নরসিংহানন্দের বিরুদ্ধে একাধিক এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। এই প্রথম নয়, এর আগেও ইসলাম নিয়ে এবং মুসলিম ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের নিয়ে বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য করেন ইয়াতি।

গত ২৯ সেপ্টেম্বর এক ভাষণে ইয়াতি বলেন, 'হিন্দুদের উচিত রাবণের বদলে নবী মুহাম্মদ সা.-এর কুশপুতুল পোড়ানো।' জুবায়েরের বিরুদ্ধে দায়ের করা এফআইআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর সামাজিক মিডিয়া পোস্টের কারণে দেশে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগে আরও বলা হয়েছে জুবায়ের মানুষের মনে উসকানি দেওয়ার জন্যই নরসিংহানন্দের পুরাতন ভিডিয়োগুলিও পোস্ট করেছেন। কট্টর হিন্দুত্ববাদীরা অবশ্য ইয়াতির বিরুদ্ধে মুখ না খুলে জুবায়েরকে দোষী প্রমাণ করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে। তবে সোশ্যাল সাইটে অনেকেই জনপ্রিয় এই ফ্যাক্টচেকারের পাশে দাঁড়িয়েছে। একইসঙ্গে তারা ইউপি পুলিশের সমালোচনায় মুখর হয়েছে। অনেকেই বলেছেন, জুবায়েরকে বিজেপি এবং ইউপি পুলিশ লাগাতার হয়রানি করছে এবং ভয় দেখাচ্ছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি। যার বিরুদ্ধে সকলের সরব হওয়ার কথা ছিল, তাকে নিয়ে গেরুয়াপন্থীরা কোনও মন্তব্য করছে না। ফলে দিন দিন সাহস বাড়ছে এই ধরনের বিদ্বেষী ধর্মগুরুদের। গেরুয়া দলগুলি বহু সময় এদের দিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক জমি তৈরি করে। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে তাদেরই 'ফ্রিঞ্জ এলিমেন্ট' বলে সাময়িকভাবে দায় এড়ায়। নূপুর শর্মার সময়ও গেরুয়া দলের এমনই ভূমিকা দেখেছিল গোটা দেশ।

পুলিশের পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ

দিল্লির ফ্ল্যাট থেকে কেরলীয় মুসলিম ছাত্রদের উচ্ছেদ

নয়াদিল্লি ৮ অক্টোবর: দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের জাকির হুসেন কলেজে অধ্যয়নরত কেরালার একদল মুসলিম ছাত্রকে দিল্লির উত্তর-পূর্বে লক্ষ্মীনগরে তাদের ভাড়া করা ফ্ল্যাট থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করা হয়েছে। এলাকার বাসিন্দারা তাদের উপর শারীরিক নির্যাতনও করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। শিক্ষার্থীরা ঘটনাটি নিয়ে পুলিশের পক্ষপাতিত্বে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। কয়েক সপ্তাহ ধরে তৃতীয় তলার ফ্ল্যাটটিতে থাকা ছাত্ররা তাদের কলেজের বন্ধুদের সেখানে আমন্ত্রণ জানালে বিতর্ক শুরু হয়। এই ফ্ল্যাটে কেন বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে অন্য বাসিন্দারা সে প্রশ্ন তোলে। বন্ধুদের এখনই ফ্ল্যাট থেকে চলে যেতে বলা হলে উত্তেজনা বেড়ে যায়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যখন একজন মহিলা বাসিন্দা এবং তার পুরুষ বন্ধু কুরান নামে এক ছাত্রকে মারধর করে এবং রাতে তাদের বিল্ডিং ছেড়ে যেতে বাধ্য করে।

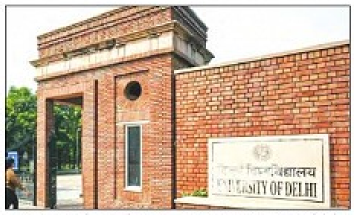

প্রাথমিকভাবে, মহিলা ছাত্রদের হয়রানির অভিযোগ করেছিলেন কিন্তু পরে তার দাবি পরিবর্তন করেছিলেন, যা ভিডিওর প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত করা যায়নি। কুরানের অভিযোগ, ইসলাম বিরোধী মনোভাব এই ঘটনায় একটি ভূমিকা পালন করেছে। এই এলাকায় ঘর ভাড়া নেওয়ার সময় তারা মুসলিম বলে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। ছাত্র কোরআন বলে যে, 'আমরা যখন ২ অক্টোবর ভবনে ফিরে আসি, তখন প্রতিবেশীরা আমাদের উপর হামলা করে এবং আমাদের চলে যাওয়ার জন্য জোর করে। বন্ধু সোহল আমিন এবং সুফিয়ান হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করলেও তাদের মারধর করা হয়। ভিডিয়ো ফুটেজে দেখা যাচ্ছে একজন প্রতিবেশী সোহলকে শ্বাসরোধ করার চেষ্টা করছেন, যিনি দাবি করেছেন যে তাকে বেশ কয়েকজন লোক মারাত্মকভাবে মারধর করেছে। একজন আক্রমণকারী অভিযোগ করে যে তুমি দফতর মুসলিমদের বিল্ডিং ভাড়া দেওয়া বা সম্পত্তি কেনা থেকে নিষেধ করেছে। বিষয়টি পুলিশকে জানানো হলে শিক্ষার্থীরা মনে করে তাদের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করা হয়েছে। তাদের একটি পুলিশ গাড়িতে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং জড়িত মহিলাকে একটি ব্যক্তিগত গাড়িতে আসার অনুমতি দেওয়া হয়। মুসলিম লীগের রাজ্যসভার সাংসদের হস্তক্ষেপের পর পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি হয়েছে। সাংসদ ছাত্রদের সহায়তা করার জন্য তার ব্যক্তিগত সহকারীকে পাঠিয়েছিলেন, যা পুলিশকে শেষ পর্যন্ত ঝগড়ার ভিডিয়ো প্রমাণ পর্যালোচনা করতে প্ররোচিত করেছিল। তবে হামলাকারীরা ঘটনার সময় ইসলাম বিরোধী ভাষা ব্যবহারের কথা অস্বীকার করেছে। বাড়িওয়ালার সমর্থন থাকা সত্ত্বেও, ছাত্ররা শেষ পর্যন্ত আরও সংঘর্ষ এড়াতে ফ্ল্যাটটি খালি করতে বাধ্য হয়। বাড়িওয়ালা তাদের চলে যাওয়ার জন্য দুই সপ্তাহের নোটিশ দিয়েছেন। ফলে শারীরিক ও আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়া শিক্ষার্থীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ঘটনায় বিচলিত এক ছাত্র বলেন, এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে দিল্লিতে আবাসন খোঁজার ক্ষেত্রে মুসলিমরা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে তা স্পষ্ট।

মুখ্যমন্ত্রী ওমর?

➤ তিনের পাতার পর

ওই আইনের ২০২৩ সালের সংশোধনী অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং জম্মু-কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল একযোগে ৫ জন অনির্বাচিত বিধায়ককে বেছে নিতে পারবেন। তার মধ্যে কাশ্মীরি পণ্ডিত এবং পাক-অধিকৃত কাশ্মীর থেকে আসা উদ্বাস্তুদের প্রতিনিধি থাকবেন। এমন পরিস্থিতিতে ৯৫ আসনের জন্য ম্যাজিক ফিগার ৪৮। ফলে বিধানসভা ত্রিশঙ্কু হলে উপরাজ্যপাল মনোজ সিংহ বিজেপিকে ক্ষমতা পাইয়ে দিতে তৎপর হতে পারেন বলে অভিযোগ উঠেছিল বিরোধীদের তরফে। কিন্তু আপের এক জয়ীকে ধরলে 'ইন্ডিয়া'র বিধায়ক সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ৫০-এ। এই পরিস্থিতিতে এনসির তরফে মঙ্গলবার বিকেলে ঘোষণা করা হয়েছে, ওমরই নতুন মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন। এনসি সুপ্রিমো ফারুক আবদুল্লাহ বলেন, 'রায় দিয়ে দিয়েছে মানুষ। ওরা প্রমাণ করে দিয়েছে যে ৩৭০ অনুচ্ছেদ তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়নি।' এরপরই তিনি বলেন, 'ওমর আবদুল্লাহই হবেন মুখ্যমন্ত্রী।' উল্লেখ্য, এনসির ওমর আবদুল্লাহ শ্রীনগরের দু'টি আসন গান্ডেরওয়াল এবং বুদগামে দাঁড়িয়েছিলেন। দু'টিতেই জিতেছেন তিনি।

স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের অনেকে বলছেন, বিজেপি এত চেষ্টা করেও সেভাবে দাগ কাটতে পারল না। জম্মুতে ছাড়া বিজেপির কার্যত কোনও সাফল্য নেই। ৩৭০ তুলে দেওয়ার পর থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহরা দাবি করেছিলেন, কাশ্মীরে পাথরবাজি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মানুষ উন্নয়নে শরিক হতে চাইছে। এ ছাড়াও নির্বাচন কমিশন যেভাবে ভোটার তালিকায় নাম তোলার ক্ষেত্রে নিয়ম 'শিথিল' করেছিল, ভিনরাজ্য থেকে কাশ্মীরে কাজে যাওয়া ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী ও পড়ুয়াদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছিল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। বিধানসভায় আসন পুনর্বিন্যাস করে রাজনৈতিক লাভের চেষ্টা করা হয়েছিল। বিরোধীদের অভিযোগ ছিল, রাজনৈতিক ফায়দার জন্যই কাশ্মীরের জনবিন্যাস বদলে দেওয়া হচ্ছে। এরপরও অবশ্য কংগ্রেস-এনসি জোট শেষহাসি হাসল। যদিও বিজেপি নেতা অমিত মালব্যের দাবি, জম্মুতে জেতা ২৯টি আসনের মধ্যে বিজেপি একাই ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পেয়েছে।

সরকারকে আরও সক্রিয় হতে আর্জি মুসলিম সংগঠনগুলির

➤ তিনের পাতার পর

আর এজন্য বহু ওবিসি-এ মুসলিম ছেলেমেয়ে চাকরি ও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিতে ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হয়। রাজ্য সরকারের উকিল কপিল সিব্বাল এভাবে সময়ক্ষেপ করায় মুসলিম সমাজে তরুণ শিক্ষার্থী ও চাকরি প্রার্থীদের মধ্যে যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে, তা বলা বাহুল্য।

সুপ্রিম কোর্টে ওবিসি মামলার শুনানি এখন হতে পারে আগামী ১৫ অক্টোবর, ২০২৪ বলে জানা গেছে। ফলে চাকরি ও শিক্ষাক্ষেত্রে ওবিসি-এ মুসলিমদের যে ব্যাপক ক্ষতি হয়ে চলেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এ দিকে কলকাতা হাইকোর্টে সেই একই বেঞ্চে (জাস্টিস রাজশেখর মান্থা ও জাস্টিস তপোব্রত চক্রবর্তীর বেঞ্চ) 'আত্মদীপ' ও অমলবাবু আরও একটি মামলা দায়ের করেছেন, যার শুনানি হয়েছে ৭ অক্টোবর, ২০২৪। এই মামলায় মূলত অভিযোগ করা হয় যে, হাইকোর্ট ওবিসি-এ'র প্রার্থীদের সংরক্ষণ বাতিল করলেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাঁকুড়ার অঙ্গনওয়াড়ি নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। বিচারপতি মান্থা ও বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী তাঁদের রায়ে বলেছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ও প্রশাসনকে নজর রাখতে হবে যেন হাইকোর্টের রায় অমান্য করে এই ধরনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা না হয়। রাজ্য সরকার ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনজীবীরা বিচারপতিদের কাছে হলফনামা দিয়েছেন, এই ধরনের কোনও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়ে থাকলে তা বাতিল করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে সুপ্রিম কোর্টের রায় প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত ওবিসি-এ-কে অন্তর্ভুক্ত করে আর কোনও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে না।

হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের ওবিসি মামলা সম্পর্কে মুসলিম সমাজের সচেতন অংশ বলেছেন যে, উভয় আদালতেই এই মামলাটি আরও সতর্কতার সঙ্গে ও যোগ্য আইনজীবীদের দিয়ে লড়াই করার প্রয়োজন রয়েছে। দেখা যাচ্ছে, সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টে গেরুয়াপন্থী বাঘা বাঘা উকিলরা তাঁদের মক্কেলের পক্ষে সওয়াল করছেন।

অন্যদিকে, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট জেনারেল পর্যায়ের আইনজীবীদের সওয়াল করা উচিত। কিন্তু তাদের অনুপস্থিতি লক্ষ করা গেছে। যেহেতু ওবিসি-এ মামলার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সমাজের শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নতি জড়িত রয়েছে, তাই আরও সঠিক ও তৎপরভাবে এই মামলায় মনোযোগ দেওয়া উচিত বলে মনে করছেন বিভিন্ন মুসলিম সংগঠন ও সংস্থা।

বিজেপির ফলাফলে গর্বিত

➤ তিনের পাতার পর

হওয়ার পর এক্স হ্যান্ডলে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, 'জম্মু ও কাশ্মীরের এই নির্বাচন খুবই স্পেশাল ছিল। সংবিধান ৩৭০ অনুচ্ছেদ প্রত্যাহারের পর প্রথম নির্বাচন হল সেখানে। ভোটদানের হার এবার উল্লেখযোগ্য। এর অর্থ মানুষ গণতন্ত্রে আস্থা রেখেছে। এজন্য জম্মু ও কাশ্মীরের ভোটারদের প্রশংসা করেন তিনি। এক্স হ্যান্ডলে তিনি লেখেন, 'জম্মু ও কাশ্মীরের বিজেপির পারফরম্যান্সে আমি গর্বিত। যাঁরা বিজেপির উপর আস্থা রেখেছেন, তাঁদের ধন্যবাদ। আমি সবাইকে নিশ্চিত করে বলতে চাই, জম্মু ও কাশ্মীরের উন্নয়নে কাজ করে যাব আমরা।'

অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, এই ভোটের ফলাফল থেকে স্পষ্ট, জম্মু-কাশ্মীরে গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। শাহর কথায়, 'জম্মু ও কাশ্মীরে স্বচ্ছ ও শান্তিপূর্ণ বিধানসভা নির্বাচনের সফল আয়োজনের মাধ্যমে গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবিত হয়েছে।'

দুর্গাপুজোয় ৪ দিন ছুটি বাংলাদেশে

ঢাকা, ৮ অক্টোবর: আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার পতনের পর এ বছর দুর্গাপুজোয় সরকারি অনুদান বাড়িয়েছে বাংলাদেশের ড. ইউনূস সরকার। এবার বাড়ল ছুটিও। বাংলাদেশে এবার পুজোর চারদিনই সরকারি অফিস বন্ধ থাকছে। মঙ্গলবার সকালে প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের পরামর্শদাতা মাহফুজ আলম ঢাকায় ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে গিয়ে সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। দুর্গাপুজোয় বাংলাদেশে একদিন সরকারি ছুটি থাকে। দশমীতে বন্ধ থাকে সরকারি অফিস। এবার দশমী পড়েছে রবিবার। তার আগে শুক্র ও শনিবার বাংলাদেশে সরকারি অফিস বন্ধ থাকে। তার আগেরদিন অর্থাৎ, বৃহস্পতিবারও ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। সেই হিসাবে এবার সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত অফিস বন্ধ থাকবে। প্রধান উপদেষ্টার তরফে মাহফুজ আলম ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে গিয়ে ঘোষণা করেন, মঙ্গলবারই সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করে সপ্তমী অর্থাৎ ১০ অক্টোবরও অফিস ছুটি ঘোষণা করা হবে। দুর্গাপুজোকে ঘিরে ঢাকায় কোনো নিরাপত্তা ঝুঁকি নেই বলে জানিয়েছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার মইনুল হাসান। মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে দুর্গাপুজোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ডিএমপি কমিশনার এ কথা বলেন। মইনুল হাসান বলেন, শারদীয় দুর্গাপুজো হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জন্য অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। দুর্গাপুজো হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের হলেও এর আনন্দ বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ উদযাপন করে থাকেন। তাকারাহ সারাদেশে এ পুজো যেন শান্তিপূর্ণ ও যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে উদযাপন করতে পারে, সেজন্য আমরা বিভিন্ন সমন্বয় সভা করেছি। ডিএমপি কমিশনার বলেন, ঢাকা মহানগরের প্রতিটি পুজোমণ্ডপে বিশেষ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রত্যেকটা পুজোমণ্ডপে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন, থানা পুলিশের মাধ্যমে নিজস্ব টহল ও চেকপোস্টের ব্যবস্থাসহ সাদা পোশাকে ডিবি পুলিশ মোতায়েন থাকছে। একইসঙ্গে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যসহ র‍্যাবের সদস্যরা টহল ও অন্যান্য নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করবে বলেও জানান ডিএমপি কমিশনার।

দুর্গাপুজো উপলক্ষে কোনো অসাধু চক্র যেন দুর্ঘটনা ঘটাতে না পারে সে জন্য সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন বিশিষ্ট বক্তা ও আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের প্রধান শায়খ আহমাদুল্লাহ। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক পোস্টে দেশবাসীর প্রতি এ আহ্বান জানান তিনি। শায়খ আহমাদুল্লাহ লিখেছেন, 'দুর্গাপুজোয় কোনো অসাধু চক্র যেন কোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটাতে না পারে, এ বিষয়ে সবার সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

ইছাপুর মেটাল ও স্টিল ফ্যাক্টরিকে মিসাইলের যন্ত্রাংশ তৈরিতে ইসরাইলের বরাত নিয়ে চাঞ্চল্য

আসিফ রেজা আনসারী

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই ফিলিস্তিনের জমি জোর করে দখল করছে যায়নবাদী ইসরাইল। ফিলিস্তিনিদের নিজভূমে পরবাসী করে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিদিনই হাজার হাজার নারী, শিশু,সহ অসংখ্য ফিলিস্তিনিকে বোমা,গুলির মাধ্যমে হত্যা করা হচ্ছে। কিন্তু গত এক বছর ধরে লাগাতার গাজায় হামলা চালাচ্ছে ইসরাইল। এই ঘটনার মধ্যেই উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে লেবানন, ইরান ও ইসরাইলের মধ্যে। খবরে প্রকাশ, গাজা,সহ বিভিন্ন জায়গায় হামলার সময় মাটির নিচে থাকা হামাসের বাঙ্কার গুঁড়িয়ে দিতে ব্যর্থ হচ্ছে ইসরাইলি ক্ষেপণাস্ত্র। শক্ত মাটি ভেদ করার আগেই ভেঙে যাচ্ছে মিসাইলের খোল। আর এই সমস্যার সমাধান খুঁজতে নাকি কলকাতার দ্বারস্থ হয়েছে তেল আভিভ। অভিযোগ, কলকাতার উপকণ্ঠে ইছাপুরের মেটাল ও স্টিল ফ্যাক্টরিকে মিসাইলের যন্ত্রাংশ তৈরির বরাত দেওয়া হচ্ছে। এরই বিরোধিতায় সরব হল বামফ্রন্টের শরিক দল ফরওয়ার্ড ব্লক। নেতাজি ও গান্ধিজি বরাবরই ফিলিস্তিনের জনগণের স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন, ভারত সরকার যাতে এখনও দেশের সেই পুরানো নীতিতে অটল থাকে সেই দাবি তুলেছে দলের নেতৃত্ব।

শান্তি রক্ষায় চুক্তি বাতিলের দাবি ফরওয়ার্ড ব্লকের

গাজায় চলমান ইসরাইলি হামলার বর্ষপূর্তিতে যুদ্ধবিরোধী কলকাতায় বামফ্রন্টের ডাকে মিছিল হয় সোমবার বিকালে। ফিলিস্তিনে সাম্রাজ্যবাদী মদতপুষ্ট ইসরাইলি বাহিনীর একবছর ধরে লাগাতার আক্রমণ ও গণহত্যার প্রতিবাদেই বামপন্থী দলসমূহের ডাকে এই যুদ্ধ বিরোধী মিছিল হয় ধর্মতলা থেকে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস পর্যন্ত। সেই মিছিলে বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু ছাড়াও ছিলেন আরএসপির মনোজ ভট্টাচার্য, তপন হোড়, সিপিমের রামচন্দ্র ডোম প্রমুখ।

ফরওয়ার্ড ব্লক জানিয়েছে, ইছাপুরের মেটাল ও স্টিল ফ্যাক্টরি যদি ইসরাইলের জন্য অস্ত্র তৈরির বরাত পেয়ে থাকে তাহলে সেটা অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। বাতিল না হলে ফ্যাক্টরির ধরনায় বসবে ফরওয়ার্ড ব্লক। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত দলটির দাবি, ভারত ও তার জনগণ ফিলিস্তিনের মানুষের পাশে বরাবর ছিল, আছে ও থাকবে। তাই এই ভয়াবহ যুদ্ধ বন্ধে ভারতকে অবিলম্বে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। যুদ্ধ যাতে না হয় তার উদ্যোগের পক্ষেই আওয়াজ তোলেন দলের নেতা নরেন চট্টোপাধ্যায়।

ঘর ভাড়া

কলকাতার নিউটাউনে বিশ্ব বাংলা গেট এবং সি.এন.সি.আই হাসপাতালের কাছাকাছি অল্প খরচে থাকার ব্যবস্থা।

ফোন-7003461936

কাজ চাই

বিল্ডিং-এর যাবতীয় কাজ করি। যেমন, ফার্নিচার, রং, ফ্লোরিং ইত্যাদি।

যোগাযোগ- 9831624998

Urgent Requirement

Post-Marketing Manager. Qualification -Graduation and above. Salary upto- 30k/Month. Experience -Minimum 1 yr to ..Maximum Experience in Hospital field .Extra Allowance- TA and Fooding.

HAYAT MEDICARE

Alinagar, Farakka, Murshidabad,W.B

Contact HR

6290610574

পুবের কলম
নতুন ইউটিউব চ্যানেল সম্প্রতি কি আপনার নজরে পড়েছে?
আপডেটেড খবর দেখতে নজর রাখুন
https://www.youtube.com/puberkalom

৯ অক্টোবর, ২০২৪ | বুধবার | ২২ আশ্বিন, ১৪৩১ | ৫ রবিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি

পুবের কলম

Vol : 11, Issue : 277 • Puber Kalom • Kolkata • 9 October, 2024 • Wednesday • RNI NO. WBBEN/2014/55316 • Phone No.: 033 3508 4574/3508 2693 • www.puberkalom.com | 10 Pages | ₹ 5

প্রতিদিন কয়েক লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে দিন আপনার বার্তা। স্বল্প খরচে পুবের কলম পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন। পেয়ে যান আপনার মনের মতো পাত্র-পাত্রী।

দুই রাজ্যেই মিলল না সমীক্ষা ● হরিয়ানায় জয়ের হ্যাটট্রিক বিজেপির

জম্মু-কাশ্মীর
(সংখ্যাগরিষ্ঠতা - ৪৬)

৪৯	২৯	৩	৯
কংগ্রেস+এনসি	বিজেপি	পিডিপি	অন্যান্য

জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর?

শ্রীনগর ● ৮ অক্টোবর

৩৭০ রদের পর এই প্রথম বিধানসভা নির্বাচন হল জম্মু-কাশ্মীরে। আর তাতেই বড় ব্যবধানে হারতে হল বিজেপিকে। বলা চলে, কাশ্মীরের মন জিততে ব্যর্থ হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ৯০ বিধানসভা আসন বিশিষ্ট কাশ্মীরে কংগ্রেস-এনসি জোট ৪৯ আসনে জয়ী হয়েছে। আর বিজেপি জয়ী হয়েছে ২৯ আসনে। মেহবুবা মুফতির পিডিপি জয়ী ৩ আসনে। এনসি সুপ্রিমো ওমর আবদুল্লাহ দাবি করেছেন, তাঁর ছেলে ওমর আবদুল্লাহকেই মুখ্যমন্ত্রী করতে হবে।

এ দিকে, হরিয়ানার পাশাপাশি জম্মু-কাশ্মীরের ক্ষেত্রেও বুথফেরত সমীক্ষা ভুল প্রমাণিত হল। হরিয়ানার সমস্ত সমীক্ষাতেই এগিয়ে রাখা হয়েছিল কংগ্রেসকে। কিন্তু, তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। অন্যদিকে, কাশ্মীরে ভোটের ফলাফল ত্রিশঙ্কু হবে বলে সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু, দেখা গিয়েছে, কংগ্রেস-এনসি জোট অনায়াসেই ম্যাজিক ফিগার টপকে গিয়েছে। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, এনসি জয়ী হয়েছে ৪৩ আসনে। আর কংগ্রেস জিতেছে ৬টি আসনে। যদিও ৩২টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল কংগ্রেস। সাজ্জাদ লোনের পিপলস কনফারেন্স, আম আদমি পার্টি (আপ) ও সিপিএম একটি করে আসনে জয়ী হয়েছে। নির্দল প্রার্থীরা সাতটিতে জয়ী হয়েছেন। তবে, কাশ্মীরে ভোটে জিততে চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখেনি বিজেপি। ফলাফল ত্রিশঙ্কু হলে তার রণকৌশল আগাম তৈরি করে রেখে ছিল তারা। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীরে ৯০ আসনে সরাসরি ভোট হলেও কিন্তু ২০১৯-এর জম্মু-কাশ্মীর পুনর্গঠন আইন এবং

➤ এরপর দু'য়ের পাতায়

‘গণতন্ত্রের নয় কারচুপির জয়’
হার স্বীকারে নারাজ কংগ্রেস

চণ্ডীগড় ● ৮ অক্টোবর

হরিয়ানায় দলের পরাজয় মানতে নারাজ কংগ্রেস। এমনিতেই সমস্ত বুথফেরত সমীক্ষায় এগিয়ে রাখা হয়েছিল কংগ্রেসকে। এমনকী অতিপ্রবল পন্থপন্থী সমীক্ষা সংস্থাগুলিও এগিয়ে রেখেছিল কংগ্রেসকে। কিন্তু মঙ্গলবার চূড়ান্ত ফল ঘোষণা হতেই দেখা গেল উলটপুরাণ। ভোট গণনার শুরুর দিকে কংগ্রেস এগিয়ে থাকলেও বেলা যত গড়িয়েছে কংগ্রেসকে টেক্কা দিয়ে ক্রমশ এগিয়ে গিয়েছে বিজেপি। দিনের শেষে শেষহাসি হাসল সেই বিজেপিই। যদিও এই ভোটের ফল মানতে নারাজ কংগ্রেস। তাদের দাবি খুব কম করে হলেও ৫০ আসনে তাদের জয় নিশ্চিত ছিল। ভোটের এই ফলাফল নিয়ে কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া— ‘গণতন্ত্রের হার, সিস্টেমের জয়’। টানা তিনবার বিজেপির এই জয়ে বিস্ময়প্রকাশ করে কংগ্রেস নেতা পবন খেরা, জয়রাম রমেশ প্রমুখরা হরিয়ানায় ভোটের ফলাফলকে ‘অগ্রহণযোগ্য’ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, জনগণের ইচ্ছার উপর সিস্টেমের বিজয় এই ভোটে প্রতিফলিত হয়েছে। খেরা বলেন, ইভিএম নিয়ে হিসার, মহেন্দ্রগড় এবং পানিপথ জেলা থেকে ক্রমাগত অভিযোগ এসেছে। এই ইভিএম মেশিনগুলিতে ব্যাটারির চার্জ ছিল ৯৯ শতাংশ। এই এলাকাগুলিতে কংগ্রেস পরাজিত হয়েছে। এই মেশিনগুলিতে কারচুপি হয়েছে। অন্যদিকে, যেসব ইভিএমের ব্যাটারি চার্জ ৬০-৭০ শতাংশ মতো ছিল সেখানে আমরা জয়ী হয়েছি। যার অর্থ, এই মেশিনগুলিতে কোনও কারচুপি করা হয়নি। এই সমস্ত অভিযোগ নিয়ে আমরা নির্বাচন কমিশনে যাব। এটা গণতন্ত্রের জয় নয়, কারচুপির জয়, এটা আমরা মেনে নিতে পারি না।’ জয়রাম রমেশও দাবি করেছেন, কংগ্রেসের জয়কে কারচুপি করে ছিনিয়ে নিয়েছে বিজেপি।

এই ফলাফলগুলি হরিয়ানার বাস্তব চিত্রকে প্রতিফলিত করে না। এই ফলাফলগুলি অপ্রত্যাশিত এবং বিপরীতমুখী। আজ হরিয়ানায় আমরা যা দেখেছি তা গণতন্ত্রের বিপর্যয়, সত্যিকারের নির্বাচনী বিজয় নয়।

উল্লেখ্য, এ দিন ভোটগণনা নিয়ে একাধিক অভিযোগ তুলেছে কংগ্রেস। নির্বাচন কমিশনেও নালিশ জানিয়েছিল তারা। তাদের অভিযোগ ছিল, নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে ডেটা সময়মতো আপডেট করা হচ্ছে না। বিজেপি সবসময় কমিশনের উপর অযথা চাপ প্রয়োগ করে গিয়েছে। কমপক্ষে তিনটি জেলায় ইভিএম ত্রুটির বিষয়ে গুরুতর অভিযোগ এসেছে। এই অভিযোগগুলি একত্রিত করে শীঘ্রই জাতীয় নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হবে।

কংগ্রেসের তরফে আরও বলা হয়েছে, কমপক্ষে ১২-১৪টি আসন রয়েছে যেখানে প্রার্থীরা গুরুতর প্রশ্ন তুলেছেন। গণনা প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা এবং ইভিএমের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের আধিকারিকদের উপর অস্বাভাবিক চাপ দিয়েছিল বিজেপি। হরিয়ানায় ‘ডাবল-ইঞ্জিন’ সরকার ছিল। তাই প্রশাসনের উপর চাপটা ডাবল ইঞ্জিনের ছিল। শুরু থেকে অনেক বড় ব্যবধানে এগিয়ে ছিল এমন অনেক কংগ্রেস প্রার্থীই দিনের শেষে ডাবল ইঞ্জিনের চাপে ৫০, ১০০, ২৫০ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছে। যদিও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তরফে অবশ্য কংগ্রেসের এইসব অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। তারা রমেশের দাবিকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে। তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আসন সংখ্যায় বিজেপির তুলনায় পিছিয়ে থাকলেও ভোট শতাংশের হিসাবে কংগ্রেস প্রায় তুল্যমূল্য। হরিয়ানায় এবার কংগ্রেসের ঝুলিতে গিয়েছে প্রায় ৩৯.১ শতাংশ ভোট। আর বিজেপি পেয়েছে প্রায় ৩৯.৯ শতাংশ। অর্থাৎ, দু'দলের ভোটের ব্যবধান এক শতাংশেরও কম। আর আপ পেয়েছে মাত্র ২ শতাংশের মতো ভোট।

➤ এরপর দু'য়ের পাতায়

হরিয়ানা
(সংখ্যাগরিষ্ঠতা - ৪৬)

৪৮	৩৭	২	৩
বিজেপি	কংগ্রেস+	আইএনএলডি+	অন্যান্য

এক নজরে...

- এবার হরিয়ানায় বিজেপি পেয়েছে প্রায় ৩৯.৯ শতাংশ ভোট।
- কংগ্রেসে পেয়েছে প্রায় ৩৯.১ শতাংশ ভোট।
- দুই দলের ভোট ব্যবধান ১ শতাংশেরও কম।

প্রথম কিস্তির টাকা জমার ডেডলাইন দিল হজ কমিটি

নয়াদিল্লি ● ৮ অক্টোবর

২০২৫ সালের হজযাত্রীদের জন্য বিস্তারিত নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে ভারতীয় হজ কমিটি। এই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ২০২৫ সালের নির্বাচিত হজযাত্রীদের হজের জন্য প্রথম কিস্তির জন্য ১,৩০,৩০০ টাকা করে জমা দিতে হবে। এই অর্থ জমা দেওয়ার সময়সীমা ৮ অক্টোবর থেকে ২১ অক্টোবরের মধ্যে নির্ধারিত হয়েছে। গতবার প্রথম কিস্তিতে ৮২ হাজার টাকা জমা দিতে বলা হয়েছিল। তা এক ধাক্কায় প্রায় ৫০ হাজার টাকার কাছাকাছি বাড়ানো হল। কী কারণে এই বৃদ্ধি, তা অবশ্য স্পষ্ট করা হয়নি। তবে রাজ্য হজ কমিটির কার্যনির্বাহী আধিকারিক মুহাম্মদ নকী জানিয়েছেন ২০২৫ সালের হজ গাইডে বলা হয়েছে প্রথম কিস্তিতে ১ লাখ ৩০ হাজার জমা করতে হবে। এ বছরও ভারতীয় হজযাত্রীদের পবিত্র ভূমি মক্কায় আজিজিয়াতে রাখা হবে।

এই মোট অর্থের মধ্যে ১,২৮,০০০ টাকা আগাম যাতায়াত খরচ হিসেবে নেওয়া হবে, ৩০০ টাকা অবশ্য অ-ফেরতযোগ্য প্রসেসিং ফি এবং ২,০০০ টাকা অন্যান্য সম্পর্কিত খরচের জন্য নেওয়া হবে। হজযাত্রীরা ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড, নেট ব্যাঙ্কিং, ইউপিআই বা ‘হজ সুবিধা’ অ্যাপের মাধ্যমে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার যেকোনও শাখায় নগদ জমা করে অর্থ প্রদান করতে পারবেন।

২০২৫ সালের হজের মোট খরচ, ভারতীয় হজ কমিটির অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। অর্থ প্রদানের সময় যাত্রীদের ব্যাঙ্ক রেফারেন্স নম্বর প্রদান করতে হবে। প্রথম কিস্তির অর্থ জমা দেওয়ার পর, হজযাত্রীদের হজ আবেদনপত্র, অর্থ প্রদানের রসিদ এবং চিকিৎসা পরীক্ষার ও ফিটনেস শংসাপত্র সংশ্লিষ্ট হজ কমিটিতে ২৩ অক্টোবরের মধ্যে জমা দিতে হবে। হজ কমিটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা লিয়াকত আলি আফাকি সঠিক সময় অর্থ প্রদান এবং নথি জমা দেওয়ার সময়সূচি মেনে চলার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন। সময়সীমা পূরণে ব্যর্থ হলে হজযাত্রীর হজযাত্রা বাতিল করা হবে।

আগামী বছরে হজের জন্য ভারতীয় হজ কমিটির মাধ্যমে ১.২ লক্ষাধিক মুসলিম নির্বাচিত হয়েছেন, যাদের

হজ ২০২৫

নির্বাচনের প্রক্রিয়া সোমবার লটারির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। ২০২৫-এর হজের জন্য হজ কমিটির কোটা ১,২২,৫১৮। যেখানে মোট ১,৫১,৯১৮টি সঠিক আবেদন জমা পড়েছিল বলে হজ কমিটির এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। যাঁরা আগামী বছরে হজে যাবেন, তাঁদের একটি কম্পিউটারাইজড লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত করা হয়েছে।

হজ কমিটির সিইও লিয়াকত আলি আফাকি জানিয়েছেন, ৬৫ বছর বা তার উর্ধ্বে ১৪,৭২৮ জন হজযাত্রী এবং ৩,৭১৭ জন ‘মেহরাম’ (পুরুষ সঙ্গী) ছাড়া মহিলা হজযাত্রী লটারি ছাড়াই নির্বাচিত হয়েছেন।

নামাযের সময়সূচি

ফজর	৪.১০
ফজর শেষ	৫.৩১
যোহর	১১.৪৬
আসর	৩.৩৮
মাগরিব	৫.২২
এশা	৬.৩১

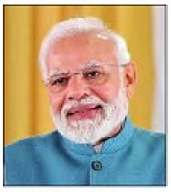

বিজেপির ফলাফলে গর্বিত: মোদি

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর: ১০ বছর পর জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচন। সেই নির্বাচনে জিতে সরকার গড়তে চলেছে ন্যাশনাল কনফারেন্স ও কংগ্রেসের জোট। তাদের জোট পেয়েছে ৪৯টি আসন। বিজেপি পেয়েছে ২৯টি আসন। জম্মু ও কাশ্মীরে বিজেপির ফলাফলে ‘গর্বিত’ বলে জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একইসঙ্গে ভালো ফল করার জন্য ন্যাশনাল কনফারেন্সকে ধন্যবাদ জানালেন তিনি। মঙ্গলবার জম্মু ও কাশ্মীরের ফল ঘোষণা

➤ এরপর দু'য়ের পাতায়

হাইকোর্ট-সুপ্রিম কোর্টে তৎপর ‘বিশেষপন্থী’ আইনজীবীরা
সরকারকে আরও সক্রিয় হতে আর্জি মুসলিম সংগঠনগুলির

আহমদ আবদুল্লাহ

বাংলায় মুসলিমরা যে শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে পিছিয়ে, তা ২০০৬ সালে সাচার কমিটির রিপোর্টে প্রমাণিত হয়েছিল। প্রথমে বামফ্রন্ট সরকার এই পিছিয়ে থাকার কথা অস্বীকার করলেও পরে যখন বলা হয় যে এখানে সব সরকারি তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যবহৃত হয়েছে, তখন তারা চুপ করে যায়। তবে বামফ্রন্ট প্রথমে না না করলেও শেষ পর্যন্ত ওবিসি-এ'র মাধ্যমে নিদারুণ পিছিয়েপড়া কয়েকটি মুসলিম গোষ্ঠীর মধ্যে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। তার আগে অবশ্য খ্যাতনামা দু'টি সংস্থার দ্বারা তারা উল্লেখিত জনগোষ্ঠীগুলির আর্থ-সামাজিক অবস্থার সমীক্ষা করে নিয়েছিল। কিন্তু নির্দিষ্ট ওই জনগোষ্ঠীগুলি ছিল মুসলিম সমাজের এক অতি ক্ষুদ্র অংশ। এর দ্বারা পশ্চাদপদ বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়ের উন্নয়ন কিংবা সমানতালে এগিয়ে আসা মোটেই সম্ভব ছিল না। পালা পরিবর্তনের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় এসে মুসলিম সমাজের এক বৃহত্তর অংশের অনুন্নয়নের প্রতি লক্ষ্য রেখে ওবিসি-এ'র পরিধি বৃদ্ধি করেন। অস্বীকার করার উপায় নেই এই সংরক্ষণের ফলে মুসলিমরা উচ্চশিক্ষায় এবং চাকরিতে সুযোগ পাচ্ছিল। পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমদের সংখ্যা ৩ কোটি ৫০ লক্ষ। ফলে সংখ্যানুপাত থেকে অনেক দূরে থাকলেও ধীরে ধীরে মুসলিমরা চাকরি ও শিক্ষা ক্ষেত্রে এগিয়ে আসছিল।

এই বিষয়টি সহ্য করতে পারছিল না গেরুয়া বাহিনী। তারা চাইছিল, মুসলিমরা চিরকাল পশ্চিমবঙ্গে সস্তা শ্রমিক এবং বাইরে গিয়ে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কোনওক্রমে অস্তিত্ব বজায় রাখুক। তাই অনুষ্ঠানে ভারাক্রান্ত মুসলিমদের পাশে দাঁড়ানোর বদলে তারা চেষ্টা করতে থাকে কী করে বাংলার মুসলিমদের কাছ থেকে এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা কেড়ে নিয়ে তাদের ফের অন্ধকার কূপে ঢুকিয়ে দেওয়া

ওবিসি মামলা

যায়। ‘আত্মদীপ’ নামে একটি গেরুয়াপন্থী এনজিও এবং অমল চন্দ্র দাস এই ওবিসি-এ সংরক্ষণ বাতিলের জন্য উঠে পড়ে লাগেন। তারা কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। মামলাটি বেশকিছু বছর ঠান্ডা ঘরে পড়েছিল। তা সক্রিয় হয়ে ওঠে লোকসভা ভোটের সময়। সেইসময় কলকাতা হাইকোর্ট এক রায় দিয়ে ২০১০ সালের পর যাদের সংরক্ষণ দেওয়া হয়েছিল তা বাতিল করে দেয়। ফলে মুসলিমদের ওবিসি-এ সার্টিফিকেট থাকা সত্ত্বেও তাদের তরুণ ছাত্রছাত্রী ও চাকরিপ্রার্থীরা বঞ্চিত হতে থাকে। আর এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে রাজ্য সরকার। সেইসঙ্গে মুসলিম সমাজের আরও কিছু শিক্ষিত ও তরুণদের সংগঠন এই মামলায় পার্টি হন। কিন্তু প্রথমদিন শুনানির পর সুপ্রিম কোর্ট পরবর্তী যে দিনগুলি বরাদ্দ করেছিল, তাতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মূল নেতৃত্ব দেওয়া হয় প্রখ্যাত আইনজীবী কপিল সিব্বালকে। কিন্তু কপিল সিব্বাল সুপ্রিম কোর্টে আরও প্রস্তুতি প্রয়োজন বলে ২-৩ বার সময় প্রার্থনা করেন। ফলস্বরূপ এই গুরুত্বপূর্ণ মামলাটির শুনানি পিছিয়ে যেতে থাকে।

➤ এরপর দু'য়ের পাতায়

নবী সা. কে জানুন

রাসূল সা.-র জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলি ও শিক্ষা সম্বলিত পুবের কলম সীরাত-উন-নবী ২০২৪
আর মাত্র কিছু কপি অবশিষ্ট আছে, শীঘ্রই সংগ্রহ করুন

মূল্য ৪০/-

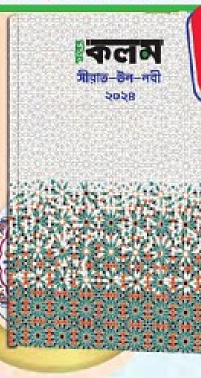

প্রবন্ধ ও নিবন্ধ

- মহানবী সা.-এর ন্যায়-নীতি ও মানবতাবোধ **সৈয়দ আলী আহসান**
- বাঙালি মুসলমানের সীরাত চর্চা **মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম**
- সীরাত চর্চা: সাহাবায়ে কেরাম ও আমরা: **মুহাম্মদ ত্বহা হুসাইন**
- মানবিকতার ক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ সা.-এর অবদান: **আহমদ হাসান ইমরান**
- রাসূল সা.-কে নিবেদিত কাজী নজরুলের কবিতা: **ড. মঈনুল হাসান**
- মহানবী সা.-এর প্রতি দরূদ পাঠের গুরুত্ব ও তাৎপর্য **আবদুর রাকিব নদভী**
- হাদিস ও সুন্নাহ্ **মুহাম্মদ আসাদ**
- বিশ্বনবী সা.-কে আমরা যেভাবে গ্রহণ করব **জালালউদ্দিন মণ্ডল**
- মুহাম্মদ সা.-এর কয়েকটি পছন্দ-অপছন্দ: **মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন**
- নবী সা.-এর শানে অমুসলিম কবিদের অসাধারণ কিছু উর্দু শের
- পবিত্র কুরআনের আলোকে রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর পরিচয় **মহিউদ্দিন সরকার**
- বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্বনবী সা.-এর বাস্তবতা: **তাহেরুল হক**
- হযরত মুহাম্মদ সা. মহামানবের আদর্শ গুণাবলী **কাজী সামসুল আলম**
- আধুনিক সমাজে কিশোর-যুবকদের রোলমডেল **গোলাম রাশিদ**
- সমাজ নির্মাণে মহানবী সা.-এর শিক্ষা ও আদর্শ **নাসির ওয়াদেন**
- কুসংস্কার দূর করে এনেছিলেন আলোর দিশা **ড. কুমারেশ চক্রবর্তী**
- পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব এবং মহানবী সা.-এর শিক্ষা **সেখ জাহির আব্বাস**
- প্রিয়নবী মুহাম্মদ সা.-এর কথা ও কাজ **ড. গিয়াসউদ্দিন আমেদ**
- কাজী নজরুলের নাতে রাসূল **সোমঋতা মল্লিক**
- আজান পীর: এক রাসূল-অনুসারী ব্যক্তিত্বের কথা **ড. তানিয়া বেগম**

যাঁরা এই মননশীল ও মূল্যবান সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চান, তাঁরা আপনার নিজ এলাকার এজেন্ট বা হকার ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। অথবা সরাসরি ‘পুবের কলম’ দফতরের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারেন। ৫-বি, রজন স্ট্রিট, কলকাতা-১৭ 033-35082693 / 9831619876

শব্দের ক্ষমতা নেই তাজের সৌন্দর্য প্রকাশ করার
মুঘলদের তৈরি বিশ্বের ৭ম আশ্চর্য দেখে বিস্মিত মুইজ্জু

আগ্রা ● ৮ অক্টোবর

স্ত্রী মমতাজমহলের স্মৃতিতে তাজমহল নির্মাণ করেছিলেন মুঘল সম্রাট শাহজাহান। একে ভালোবাসার আশ্চর্য নিদর্শন হিসেবে দেখা হয়। মঙ্গলবার নিজের স্ত্রীকে নিয়ে সেই ‘প্রেমের প্রাসাদ’ দেখতে গেলেন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মুইজ্জু। সম্প্রতি তাজমহলের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে নানা অভিযোগ উঠছে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে। জল চুঁইয়ে পড়তে দেখা গেছে ছাদ থেকে। একশ্রেণির উগ্রবাদী তাজমহলকে ‘তেজো মহালয়া’ বা একটি মন্দির হিসেবে দাবি করেছে। তাই একে ভেঙে ফেলে মন্দির নির্মাণের দাবিও উঠেছে উগ্রবাদীদের পক্ষ থেকে। কিন্তু এটি সপ্তম আশ্চর্যের একটি। এর সৌন্দর্য মানুষমাত্রই অনুভব করতে পারে। তাই ভারতে এসে আগ্রার তাজমহল দেখতে ছুটে গেলেন মুইজ্জু। এর আগে মালদ্বীপের যত প্রেসিডেন্ট এসেছেন, তাঁরাও গেছেন তাজমহল দেখতে। তা-ই নয়, বারাক ওবামা থেকে বড় বড় রাষ্ট্রপ্রধান যখনই এদেশে সফরে আসেন, তাদের গন্তব্য তালিকায় থাকে সপ্তদশ শতকে নির্মিত এই ইন্দো-পারসীয় স্থাপত্যটি।

প্রথম সফরে ভারত সরকারের কাছে একগুচ্ছ ‘উপহার’ পেয়ে এমনিতেই খুশি মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ মুইজ্জু। মঙ্গলবার সস্ত্রীক তাজমহল দর্শন করে আরও উৎফুল্ল তিনি। তাজের দর্শনার্থীদের খাতায় মুইজ্জু লেখেন, এই সৌধের সৌন্দর্য বর্ণনা করা যায় না। কোনও শব্দের ক্ষমতা নেই তাকে প্রকাশ করার।

আগে থাকতেই কথা ছিল মঙ্গলবার সকালে তিনি মুঘল সম্রাট শাহজাহানের তৈরি এই স্মৃতিসৌধ দেখতে আসবেন। সেইমতো এ দিন সকাল ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত সাধারণ পর্যটকদের জন্য বন্ধ ছিল তাজমহলের দরজা। আগ্রার বায়ুসেনা বিমানবন্দরে সস্ত্রীক প্রেসিডেন্ট মুইজ্জুকে স্বাগত জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যোগেন্দ্র উপাধ্যায়।

⏩ তাজমহলের সামনে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ মুইজ্জু ও তাঁর সহধর্মিনী সাজিদা মুহাম্মদ।

➤ এরপর দু'য়ের পাতায়

কলম
বর্ষ ১১ • সংখ্যা ২৭৭ • বুধবার • ২২ আশ্বিন, ১৪৩১ • ৯ অক্টোবর, ২০২৪

কেন এই বৈষম্য

ব্রিটিশ আমল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কারাগারে বৈষম্য চলছে। জাত বৈষম্য। সুপ্রিম কোর্ট এই জাত বৈষম্য বন্ধ করার নির্দেশ জারি করেছে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল যে কারাগারে ঔপনিবেশিক প্রথা ও ব্যবস্থার অবসান ঘটানো। এই জন্য সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের প্রয়োজন ছিল। আদালত বিভিন্ন রাজ্যের জেল ম্যানুয়ালগুলিতে নির্দিষ্ট নিয়ম এবং যেভাবে বর্ণভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাসের দায়িত্ব বরাদ্দ, বন্দিদের শ্রেণিবিভাগ এবং কিছু সামাজিক গোষ্ঠীর সঙ্গে 'অভ্যাসগত অপরাধী' হিসাবে আচরণ করার ক্ষেত্রে যে ভূমিকা পালন করে আসা হয় তার সঙ্গে বিশদভাবে মোকাবিলা করেছে। লক্ষণীয় যে স্বাধীনতার পর থেকে কারা কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য সরকারগুলি এই দিকগুলি সম্পর্কে খুব কম দৃষ্টি দিয়েছে। মনে হত যেন কারাগার ব্যবস্থা সংবিধানের মূল দর্শনের নাগালের বাইরে চলে গেছে। একটি সমান সমাজের সূচনা, সব ধরনের বৈষম্যের অবসান, যে-কোনও আকারে অস্পৃশ্যতার নিষেধাজ্ঞা এবং এর বিলুপ্তি প্রয়োজন। শ্রম এবং শোষণ দুই-ই চলে। সাংবাদিক সুকন্যা শান্তর রিট আবেদনের জবাবে, আদালত এই সাংবিধানিক উদ্দেশ্যগুলির পটভূমিতে কারাগারে বিতর্কিত নিয়ম এবং অনুশীলনগুলি বিশ্লেষণ করেছে। আদালত এই জাতীয় বিধানগুলিকে অসাংবিধানিক বলে রায় দিয়েছে এবং তিন মাসের মধ্যে কারাগারের ম্যানুয়াল সংশোধনের নির্দেশ দিয়েছে। এই ধরনের নিয়ম ও অনুশীলনের ইতিহাসের সন্ধান করে আদালত অনেক ন্যায্যতার সঙ্গে উল্লেখ করেছে যে, 'তাদের সামগ্রিক পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, ঔপনিবেশিক প্রশাসকরা কারাগার প্রশাসনের শ্রম, খাদ্য এবং বন্দিদের চিকিৎসার সঙ্গে জাত এই বর্ণকে যুক্ত করেছিল।'

জাতিগত শ্রেণিবিন্যাসে কথিত নিচু বলা সম্প্রদায়ের বন্দীদের জন্য শুধু কাজ এবং অনুমিতভাবে দূষিত পেশা বরাদ্দ করা হয়নি, কেউ কেউ কারাগারের মধ্যে তাদের 'বংশগত বাণিজ্য' চালাত। আদালত তা খুঁজে পেয়েছে। অন্যদিকে, উচ্চতর স্থানের কয়েকজনের জাতিগত সুযোগ-সুবিধা সংরক্ষণ করা হয়েছিল। খুব কম লোকই এই পর্যবেক্ষণের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করতে পারে যে ''একটি পেশাকে 'অমর্যাদাকর বা নীচু' হিসাবে বিবেচনা করা হয়, তা বর্ণপ্রথা এবং অস্পৃশ্যতার একটি দিক।'' 'উপযুক্ত বর্ণ' থেকে বন্দিদের দ্বারা খাবার রান্না করা উচিত— এমন বিধান এবং নিয়ম যা 'মেথর শ্রেণি' থেকে আসা ব্যক্তিদের নির্দেশিত কাজগুলি যেমন ম্যানুয়াল ঝাড়ু দেওয়া এবং ঘর পরিষ্কার করার কাজ অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সাংবিধানিক নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করেছে। শ্রমের বণ্টন শুধুমাত্র জন্মের ভিত্তিতে হতে পারে না। এই ধরনের নিয়ম মর্যাদার অধিকার এবং জোরপূর্বক শ্রম ও শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার লঙ্ঘন করে। আদালত 'অভ্যাসগত অপরাধী'-এর অস্পষ্ট সংজ্ঞাগুলিকে দূর করার পক্ষেও সমর্থন দিয়েছে। কারণ তারা পুরো উপজাতিদের অপরাধমূলক প্রবণতাকে দায়ী করে বলে মনে হয়, যদিও 'অপরাধী উপজাতিদের' অবহিত করার ধারণাটি দীর্ঘদিন ধরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারগুলির এই রায়ের প্রতিক্রিয়া জানানোর এবং কারা প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্কিত তাদের আইন ও প্রবিধানগুলি পুনঃবিবেচনা করার এবং এমন একটি প্রতিষ্ঠানে পদ্ধতিগত বৈষম্যের অবসান করার সময় এসেছে যা কোনও ধরনের প্রতিরোধকে শৃঙ্খলাহীন হিসাবে বিবেচনা করতে পারে।

সমাজে এখনও জাতভিত্তিক জীবিকা বিভাজনের কারণে তফসিলি জাতি, জনজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মানুষদের প্রতি দিন কাজের সময় অনেক বেশি উত্তাপ সহ্য করতে হয়।

বইয়ের দুনিয়া

উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী: একটি মূল্যায়ন

আলিমুজ্জমান

লেখক আলতাফ পারভেজ 'সোহরাওয়ার্দী ও বাংলায় মুসলমানের রাষ্ট্রসাধনা' গ্রন্থের প্রবেশিকায় লিখেছেন, 'আমরা এখানে কেবল রাজনীতিবিদ সোহরাওয়ার্দীকে তাঁর সময়ের পাটাতনে শনাক্ত করতে চেয়েছি। তবে সোহরাওয়ার্দীর বিবরণ তখনকার বাংলার মুসলমানের রাজনৈতিক সক্রিয়তার বড় এক খণ্ডাংশ মাত্র। এই গ্রন্থ তাই একই সঙ্গে বাংলার মুসলমানের রাষ্ট্রসাধনার ধরনকেও বুঝতে চেষ্টা করেছে।'

দেশভাগের আগে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৪৬-এর 'দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'-এর জন্য বিতর্কিত মানুষ হিসেবে বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছেন পশ্চিম বাংলায়। বাংলাভাগ পর্যন্ত তিনি ছিলেন অখণ্ড বাংলার শেষ প্রিমিয়ার। মৃত্যুর প্রায় ৬০ বছর (মৃত্যু ১৯৬৩ সালে) পেরিয়ে পশ্চিম বাংলায় আজও তিনি একপ্রকার ব্রাত্য। কোনও মূল্যায়ন হয়নি তাঁর। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মতো উপমহাদেশের একজন নেতার রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিক্রিয়া নিয়ে লেখা গ্রন্থপাঠে আগ্রহীর সংখ্যা নেহাতই যে কম হবে না— সেই বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আর বাড়তি পাওনা— লেখক যখন দক্ষিণ এশীয়-বিশেষজ্ঞ এবং বিশিষ্ট কলামিস্ট আলতাফ পারভেজ।

গ্রন্থটি ৫৫০ পৃষ্ঠার। সূচিপত্রে পরিচ্ছেদ ২৯টি। প্রতিটি অধ্যায় সতর্কতার সঙ্গে লেখক নির্মাণ করেছেন তথ্যসংস্কারে। শুধু ইতিহাস-সচেতন পাঠকরাই যে এতে রসদ খুঁজে পেয়েছেন তা-ই নয়, যে-কোনও ধরনের পাঠকের কাছেই বিষয়টি বুঝতে খুব সহজ হয়েছে। এ-কথা সত্যি, বাংলাদেশে তাঁর উপর বেশ কয়েকটি গ্রন্থের হদিস মিললেও কলকাতা একদম নীরব। যদিও এই আলোচকের সোহরাওয়ার্দী পরিবারের ওপর 'সোহরাওয়ার্দী পরিবার: ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার' নামে একটি গ্রন্থ রয়েছে। আলতাফ পারভেজের গ্রন্থটি একান্তই হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কলকাতায় রাজনৈতিক উত্থান, কর্মজীবন ও পরবর্তীতে উপমহাদেশের একজন নেতা হয়ে ওঠা থেকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেতার ভূমিকা এবং মৃত্যু পর্যন্ত আলোচিত। এক কথায় বলা যেতে পারে, তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে এই গ্রন্থ নির্মিত। কিন্তু গ্রন্থের নামকরণে কেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী না বলে শুধু 'সোহরাওয়ার্দী' বলা হল— সেটা আমার কাছে খটকা লেগেছে। কারণ 'সোহরাওয়ার্দী' তাঁদের পারিবারিক পদবি। এখানে কোনও একক সোহরাওয়ার্দীকে বোঝায় না। কিন্তু এটাও ঠিক উপমহাদেশে তিনি 'সোহরাওয়ার্দী' নামেই সমধিক পরিচিত। 'সোহরাওয়ার্দী ও বাংলায় মুসলমানের রাষ্ট্রসাধনা' পাঠ করার সময় এস ওয়াজেদ আলি লিখিত ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত 'আকবরের রাষ্ট্র-সাধনা'র কথা মনে হচ্ছিল বার বার। নামকরণের সময় এস ওয়াজেদ আলির দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন কি না— জানা নেই। দক্ষ লেখক আলতাফ পারভেজের গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় শুরুও হয়েছে নাটকীয়ভাবে— 'ফল্গু থেকে ভাগীরথীর দিকে' নামকরণের মধ্য দিয়ে। ১৯২২ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে বিহারের গয়া শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৩৭তম অধিবেশন। এই গ্রন্থের শেষ হয়েছে ২৯ অধ্যায়ে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জির মাধ্যমে। গয়া অধিবেশনের সময়ে মুসলিম লিগ দলটির অবস্থান ছিল ভারতীয় রাজনীতিতে একটি দুর্বল দল হিসেবে। যেমনভাবে সেই সময়ের সংখ্যাধিক্য সংখ্যালঘু মুসলমানের দলও বটে, কংগ্রেসের নেতৃত্বে চলছিল 'অসহযোগ আন্দোলন'। মুসলমানরা তুরস্কের ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামে সংহতি জানিয়ে যুক্ত হয়েছে খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে। এই সময় অর্থাৎ ১৯২২ সালে খিলাফত কমিটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন মেদিনীপুরের এক কুলীন সোহরাওয়ার্দী পরিবারের ৩১ বছরের যুবক হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। সদ্য বিলেত ফেরত একজন উজ্জ্বল ব্যারিস্টার; সামনে তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের হাতছানি। সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ভারতীয় রাজনীতির অন্যতম অসাম্প্রদায়িক পুরোধা চিত্তরঞ্জন দাশের। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি কংগ্রেসে টেনে নেন এই তরুণ ব্যারিস্টারকে।

কেবল ভাগীরথী নয়, পরবর্তীতে তিনি পাঠকদের শুনিয়েছেন গঙ্গার মূল প্রবাহ পদ্মাপারের বৃত্তান্ত এবং বিশেষ মুন্সিয়ানার সঙ্গে একের পর এক অধ্যায়ে বিবরণ দিয়েছেন, কীভাবে শহীদ সোহরাওয়ার্দী ধীরে ধীরে উপমহাদেশের একজন রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেছেন। রাজনৈতিক বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সেই মনোরম বিবরণ শেষ হয়েছে বাংলাদেশ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে।

সোহরাওয়ার্দী-পুনঃপাঠে প্রধান সমস্যা হল— ইতিমধ্যে বর্ণিত বিবরণগুলোতে ভয়াবহ রকমের আবেগ ও বিদ্বেষের মিশ্রণ ঘটে আছে। কেউ কেউ মুসলমান জাতীয়তাবাদের চোখ দিয়ে সোহরাওয়ার্দীকে দেখেছেন। বিপরীত দিকে, নিন্দুকদের কাছে তিনি অপরাধী। তাছাড়া সোহরাওয়ার্দীকে নিয়ে লেখা-জোখা প্রকৃতই অপ্রতুল। তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের কোনও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ নেই আজও। তাঁর রাজনীতির পরিসর যে সুদূর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পর্যন্ত— সেটা 'রাজনীতিসচেতন' বলে কথিত বাংলার পাঠকের কাছে আজও অজানা। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সব মিলিয়ে রাজনৈতিক স্থিতিকাল প্রায় চার দশক, ১৯২১-১৯৬০ সাল পর্যন্ত। এর মধ্যে কলকাতায় বসে রাজনীতি করেছেন প্রায় ২৭-২৮ বছর। বাকি সময় তাঁর কেটেছে পাকিস্তানের রাজনীতিতে। অবিভক্ত বাংলায় মুসলমানের রাষ্ট্রসাধনায় ছিলেন শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হক, খাজা নাজিমউদ্দীন ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী— এই তিন জাতীয় নেতার মধ্যে সবচেয়ে বিতর্কিত অবশ্যই হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

সপ্তম অধ্যায়ে আলোচিত 'বাংলায় মন্বন্তরের দিনগুলো' খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। লেখক বাংলায় দুর্ভিক্ষ নিয়ে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন, 'বাংলা ১৩৫০ সাল ছিল বলে একে পঞ্চাশের মন্বন্তরও বলা হয়। তবে পঞ্চাশের মন্বন্তর বা ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ যে নামেই বলা হোক — এই দুর্ভিক্ষ ওই বছর শুরু হয়নি। তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও ওই বছর শেষ হয়নি। দুর্ভিক্ষের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে রাজনীতিবিদ ও গবেষকদের মাঝে ভিন্নমত রয়েছে সামান্যই। কেবল তুমুল তর্ক হয় আজও এই দুর্ভিক্ষের কারণ ও দায়-দায়িত্ব নিয়ে। পঞ্চাশের মন্বন্তর তাৎক্ষণিকভাবে ইতিহাসবিদদের ছিয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের (বাংলা ১১৭৬ সন) কথাও মনে করিয়ে দিচ্ছিল। তখন সবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার দেওয়ানিভার গ্রহণ করেছিল। প্রায় পৌনে দুশো বছর পর সেই একই ঔপনিবেশিক শক্তির বিদায় বেলায় একই অবস্থা তৈরি হয় বাংলায়।' লেখক আরও বলেছেন, এই দুর্ভিক্ষের পেছনে প্রকৃতির দুর্যোগ ও যুদ্ধ দুই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলেও তখনকার ভারতের কেন্দ্রীয় এবং বাংলার প্রাদেশিক ক্ষমতা-সম্পর্কও তাতে বড় ভূমিকা রেখেছিল। সোহরাওয়ার্দী বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেন ১৯৪৩ সালের ২৪ এপ্রিল। ততদিনে দুর্ভিক্ষ প্রায় পুরো থাবা বিস্তার করে ফেলেছে। তারপরও সোহরাওয়ার্দীর ভূমিকা এই দুর্ভিক্ষের আলোচনায় চলে আসে প্রবলভাবে। তাঁর দুর্ভিক্ষকালীন ভূমিকার অন্যতম উচ্চকিত এক সমালোচক ছিলেন প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। 'ফজলুল হক-সোহরাওয়ার্দী চির প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষত-বিক্ষত' অধ্যায়ে দুই নেতার প্রতিদ্বন্দ্বিতার উল্লেখ পাওয়া যায়, নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিসভার বেসামরিক সরবরাহ বিষয়ক মন্ত্রী হিসেবে দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় সোহরাওয়ার্দীকে 'ব্যর্থ' উল্লেখ করে ফজলুল হক ও শ্যামাপ্রসাদ অনেক সমালোচনা করেছেন। এই নিয়ে ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বরে কলকাতায় কয়েকটি বিক্ষোভ মিছিল হয়। এর পেছনে ফজলুল হকের ইন্ধন ছিল বলে মনে করা হয়। এসব মিছিল যতটা নাজিমউদ্দীন সরকারের বিরুদ্ধে ছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে।

'মুসলিম লিগের গড়ে ওঠা, বেড়ে ওঠা' শীর্ষক অধ্যায়ে লেখক সঙ্গতভাবেই জানিয়েছেন, সোহরাওয়ার্দী যখন মুসলিম লিগের রাজনীতিতে যোগ দেন সেই সময়ে এই দলের বয়স প্রায় তিন দশক হয়ে গিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই লেখকের মনে প্রশ্ন জেগেছে, কেন তিনি আগে থেকে লিগে সক্রিয় হননি। এই প্রশ্নের উত্তরও তিনি খুঁজেছেন পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে। রাজনৈতিক অভিভাবক হিসেবে চিত্তরঞ্জন দাশকে তিনি স্বীকৃতি দিয়েছিলেন— একইসঙ্গে কংগ্রেস দলে কাজ করেছেন। পরবর্তীতেও তাঁদের দেখা যায় 'স্বরাজ' দলে একইসঙ্গে। কলকাতা কর্পোরেশনে চিত্তরঞ্জন ছিলেন মেয়র, ডেপুটি মেয়র সোহরাওয়ার্দী। ১৯২৫ সালে চিত্তরঞ্জনের অকস্মাৎ মৃত্যুতে বাংলার রাজনীতিতে সোহরাওয়ার্দীর রাজনীতির ধারা আস্তে আস্তে পাল্টে যায়। সোহরাওয়ার্দীর মুসলিম লিগে অভিষেক ঘটে ১৯৩৬ সালে। অখণ্ড ভারতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক জীবনে সবচেয়ে আলোচিত দু'টি সময়, দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসের অন্যতম কলঙ্ক ১৯৪৬-এর কলকাতা দাঙ্গা, স্থানীয় দৈনিক 'দ্য স্টেটসম্যান' যাকে বলেছিল 'দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'। লেখক এই সময়কালের ঘটনার বিবরণ ধরে রেখেছেন, অধ্যায় ১৩-তে 'কলকাতা রায়টে সোহরাওয়ার্দী ও মুসলমান নেতৃত্ব' শিরোনামে।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির কয়েক মাস পূর্বে ১৯৪৭ সালের ২৭ এপ্রিল দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সোহরাওয়ার্দী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে 'অখণ্ড স্বাধীন বাংলা'র ধারণা তুলে ধরেন। ১৪ নং অধ্যায়ে সোহরাওয়ার্দীর 'যুক্তবঙ্গের ব্যর্থ সাধনা' শিরোনামে নানা তথ্য-উপাত্ত দিয়ে বিষয়টি সুস্পষ্ট ভাবে আলোচনা করেছেন লেখক। তিনি লিখেছেন, 'সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিমের যুক্ত বাংলার প্রস্তাবে শরৎ বসু ও কিরণশঙ্কর রায়ের মতো হিন্দু নেতাদের সমর্থন সত্ত্বেও খোদ প্রাদেশিক মুসলিম লিগের একাংশের জোরালো সমর্থন ছিল না তাতে।' অখণ্ড বাংলার শেষ প্রিমিয়ার ছিলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। বাংলা ভাগ হলে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হন প্রফুল্ল ঘোষ ও পাকিস্তানের পূর্ব অংশের দায়িত্ব পান জিন্নাহর পছন্দের খাজা নাজিমউদ্দীন। পাকিস্তান সৃষ্টির পরবর্তীতে সোহরাওয়ার্দীর অবস্থান নিয়ে তাঁরই মামাতো বোন শায়েস্তা ইকরামুল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে লেখক ২৫৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, 'গণপরিষদে সদস্যপদ বাতিল ও পূর্ববঙ্গে প্রবেশ নিষেধাজ্ঞার ভেতর দিয়ে পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম বড় সংগঠক সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তান সৃষ্টির দুই বছরের মধ্যে দেশটির দুইদিকে দু'ভাবে অবাঞ্ছিত হয়ে গেলেন।' ১৯৪৯ সালের ৫ মার্চ শহীদ সোহরাওয়ার্দী পশ্চিম পাকিস্তানে এলেন কলকাতার পাঠ একেবারে চুকিয়ে। নিজস্ব সব কিছু, বসতবাড়ির প্রিয় সব সংগ্রহ সেখানে রেখে এসেছিলেন। সেসব নিয়ে আক্ষেপ না করেই পাকিস্তানের রাজনীতিতে আরেক দফা নিজেকে সঁপে দিলেন সোহরাওয়ার্দী (পৃ-২৫৯)। পাকিস্তানে এসে শুরু হল তাঁর 'নতুন' রাজনৈতিক জীবন।

আলতাফ পারভেজের এই গ্রন্থ থেকে জানা যায়, সোহরাওয়ার্দী গজল এবং চিত্রকলার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। এই কথা হয়তো অনেকের জানা না থাকারই কথা। রাওয়ালপিন্ডি মামলা চলাকালে তিনি জেলখানার একজন ওয়ার্ডারকে দিয়ে ফয়েজ আহমদ ফয়েজের জেলখানায় লেখা গজলগুলো গাইয়ে তা রেকর্ড করে রাখতেন পরে শুনবেন বলে। সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে কবি ফয়েজ আহমদ ও পাকিস্তানের সংস্কৃতি জগতের অনেকের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা ছিল। পাকিস্তানের চিত্রশিল্পী সৈয়দ আহমেদ সাদেকিনকে 'আবিষ্কার' করে জনসমক্ষে পরিচিত করার প্রথম কাজটি করেছিলেন সোহরাওয়ার্দীই। এত কিছুর পরও শহীদ সোহরাওয়ার্দী বাংলার রাজনৈতিক সাহিত্যে বিস্ময়করভাবে উদাসীনতার শিকার। এই বই কি সেই ঔদাসিকতা ঘোচাতে পারবে!

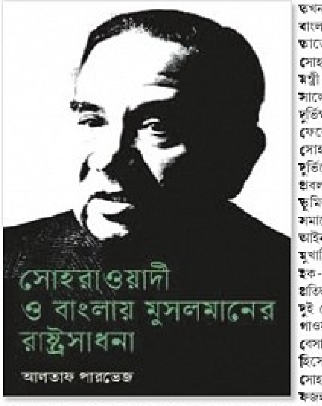

সোহরাওয়ার্দী ও বাংলায় মুসলমানের রাষ্ট্রসাধনা
- আলতাফ পারভেজ
- প্রকাশক- বাতিঘর, বাংলাদেশ
- মূল্য- ৮০০ টাকা

বাংলা উপন্যাস যাপিত জীবনের সাতকাহন

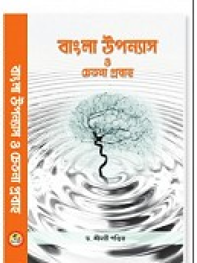

উনিশ শতকের মধ্যভাগেই বাংলা উপন্যাসের যাত্রা শুরু হয়েছিল। ওই সময় পর্বে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র প্রমুখ ঔপন্যাসিক বাংলা উপন্যাসকে সাবলীল প্রকাশভঙ্গি উপহার দেন। তৎকালীন সময়ের চেনা ছক এবং সমাজের প্রতিবিম্ব ধরা পড়ে সমসাময়িক সাহিত্যে। বাংলা উপন্যাসও তার ব্যতিক্রম ছিল না। অর্থাৎ একটি গল্পপ্রধান কাহিনির সহজ সমাধানের লক্ষ্যেই ঔপন্যাসিক সচেষ্ট থাকতেন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে মানব-মনের পরিবর্তন ঘটল। এই পরিবর্তন ঘটেছিল একটা বৃহৎ প্রেক্ষাপটজুড়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ববর্তী মানবমনের এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন ঘটে উপন্যাসে, কথনবিশ্বে। পাশ্চাত্য উপন্যাসে যার পূর্বাভাস প্রথম ধরা পড়ে। বাংলা উপন্যাসে মনন প্রবাহের ঢেউ লাগে বিশ শতকের প্রথম দশকে। আধুনিক মনোবিশ্লেষণ, ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্ব সহ বিভিন্ন অনুষঙ্গ বাংলা ও ইউরোপীয় উপন্যাসকে এক নতুন মাত্রা দান করে। মৃত্যুচিন্তা কিংবা মৃত্যুইচ্ছা—এই সময়ের মানুষকে অহরহ কীটের মতো দংশন করে। ফলে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জর্জরিত ব্যক্তি মানুষকে বহিরাগত বা 'আউটসাইডার 'বলে মনে হয়। আমরা যদি গত শতকের বিভিন্ন ঘটনাপুঞ্জের দিকে আলোকপাত করি, তাহলে সহজেই বুঝতে পারি যে, বিশ শতক উদ্বেগের কাল, বিশ শতকের মানুষ তাই উদ্বিগ্ন। জীবনকে শিল্পের মতো সাজাতে গিয়ে পেল জীবন যন্ত্রণার শিল্প। চেতনাসম্পন্ন মানুষ উপলব্ধি করল চৈতন্যের সংকট। ভার্জিনিয়া উল্ফ-এর সেই বিখ্যাত উক্তি: "On or about December 1910 human character change". উইলিয়াম জয়েস তাঁর 'Principle of Psychology' গ্রন্থে প্রথম চেতনা প্রবাহ বা 'Stream of Consciousness' নামটি প্রথম ব্যবহার করেন। বাংলা উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুরঙ্গ (১৯১৬) দিয়ে এই চেতনা প্রবাহ রীতির যাত্রা শুরু। এরপর এই রীতির উপন্যাস লেখা থেকে লেখকরা বিরত থাকলেন। কথাসাহিত্যিক গোপাল হালদার-এর 'একদা' (১৯৩০) থেকে আবার বাঁক বদলে পথ চলা শুরু। এরপর আর তাঁকে পিছু ফিরতে হয়নি। গোপাল হালদার, বুদ্ধদেব বসু, সতীনাথ ভাদুড়ী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ কুমার ঘোষ, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ ঔপন্যাসিক চেতনা প্রবাহ রীতির উপন্যাস রচনায় বিশেষ যত্নবান হয়েছিলেন। ওই সময় পর্বের বিভিন্ন উপন্যাসের আখ্যান এবং কথন বিশ্বজুড়েই উদ্ভাসিত হয়েছে ব্যক্তি মানুষের আত্মিক-সংকট, জীবনের দ্বান্দ্বিক জটিলতার বিচিত্র অনুপুঙ্খ। এই গ্রন্থে লেখক আলোচনার পরিধির কথা মাথায় রেখে বিষয়টিকে একটি বিশেষ সময়ের কাঠামোতে বেঁধেছেন। ১৯১৬ থেকে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে লেখা বাংলা চেতনা প্রবাহমূলক উপন্যাসগুলির বিস্তারিত আলোচনায় লেখক মনোযোগ দিয়েছেন। সমসাময়িক পাঠক সমাজ, সাহিত্যের আগ্রহী পড়ুয়ারা এই গ্রন্থ পাঠে আলোকিত হবেন আশা করছি।

আলোচক: ইস্তেখাব আলম

বাংলা উপন্যাস ও চেতনা প্রবাহ
- ড. শ্রীমতী পণ্ডিত
- অমিত্রাক্ষর পাবলিশার্স
- মূল্য- ৪০০ টাকা

পুবের কলম-এর সীরাত সংখ্যা উঠে এসেছে নবী-জীবনের নানা দিক

পুবের কলম-এর 'সীরাত-উন-নবী সংখ্যা ২০২৪' কয়েকদিন আগে হাতে পেলাম। সুন্দর নয়নাভিরাম প্রচ্ছদ। নবী দিবস এলে মনে হয় কবে সীরাত-উন-নবী সংখ্যা হাতে পাব। চিন্তা-চেতনাহীন মানুষ ঊষর সাহারার ন্যায়। ভারতীয় সমাজ বহুত্ববাদী সমাজ। ইসলাম অভিযোজনমূলক সহনশীল ধর্ম। পারস্পরিক চিন্তা-চেতনার প্রসার ও ব্যাপ্তির মধ্যে এই সহনশীলতা নিহিত। আজ সেক্যুলার ভারতে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ইতিহাস, দর্শন ও সংস্কৃতিকে জানার বিষয়টি বড় সংকুচিত হয়ে আসছে। ভাব সংঘাতকে সংকুচিত করে, সমাজে সুস্থিতি নিয়ে আসে। এই সুস্থিতির বার্তা বহন করে আনে বাৎসরিক সীরাত-উন-নবী সংখ্যা — যার মূলে রয়েছেন সম্পাদক আহমদ হাসান ইমরান। সংঘাতময় বিশেষ পরিবেশ তথা ভারতে এর উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। যথার্থ সময়ে এর প্রকাশ দেশ ও সমাজে সার্থকতা বহন করে আনবে।

স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গীয় মুসলমান সমাজ বেশ নাজুক ও ভঙ্গুর। সাংস্কৃতিক নেতৃত্বহীনতা এই সমাজের নিত্যসঙ্গী। সময় পেরিয়ে ১৯৮০-এর দশক হতে পরিবর্তন শুরু হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক ছিল বাঙালি মুসলমানদের নবজাগরণের যুগ, ঠিক তেমনি একবিংশ শতাব্দীর একের দশকে দৈনিক কলম-এর আবির্ভাব অনুরূপ এক জাগরণের যুগ। আধুনিক শিক্ষার উত্তরোত্তর উন্নয়ন, সবুজ বিপ্লবের কল্যাণে পশ্চিম বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে এক মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হতে চলেছে। কলমকে কেন্দ্র করে উদ্ভব হতে চলেছে এক যথার্থ লেখক-গোষ্ঠী, যার পাদপ্রদীপে আছেন জনাব আহমদ হাসান ইমরান। তিনি বর্তমান সময়ে ইতিহাসের পাতায় এক জীবন্ত কিংবদন্তী। স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে নাসিরউদ্দিন সাহেব সম্পাদিত 'সওগাত' যেমন স্মরণীয়, তেমনি স্বাধীনতা-উত্তর আহমদ হাসান ইমরান সম্পাদিত 'কলম' সমান স্মরণীয়।

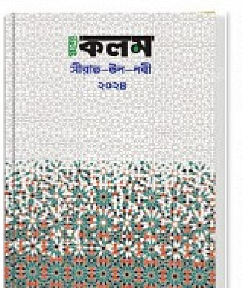

এই সংখ্যার মূল আকর্ষণ হল সম্পাদকীয়, যেখানে আহমদ হাসান ইমরান এক নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থার কথা বলেছেন। শক্তি সাম্যের ভিত্তিতে এই নয়া বিশ্বব্যবস্থা গড়ে উঠবে না। বিশ্বব্যবস্থা গড়ে উঠবে ন্যায় ও সত্যের ভিত্তিতে। অন্যায় ও জুলুমকে পরাজিত করে এক আজাদ পৃথিবী গড়ে তুলতে হবে। ভাবনাটি আজকের দিনে বড় প্রাসঙ্গিক ও সত্য। নবী হযরত মুহাম্মদ সা. দাস প্রথার উচ্ছেদ ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে গেছেন বহু শতাব্দী আগে। তিনি যা বলেছেন— তা তিনি বাস্তবায়ন করেছেন। মহানবী সা.-এর জীবনদর্শন ও কর্মদর্শন ছিল এক সূত্রে গাঁথা। শতাব্দী পেরিয়ে তাঁর জীবনদর্শন ও শিক্ষা আজ দেশ-কাল ভেদে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক ও গৃহীত। তাঁর চিন্তা-ভাবনা নতুন যুগের পাথেয়। এইখানেই রয়েছে সীরাত-উন-নবী চর্চার গুরুত্ব, উপযোগিতা ও প্রাসঙ্গিকতা।

বর্তমান বিশ্বে রাজনৈতিক দর্শনের অভিনব বিষয় হল মানবতাবাদ। যে দর্শন ও তত্ত্বের প্রকৃত রূপকার ছিলেন তিনি নিজেই। আজ মানবতাবাদ একটি মুখরোচক চর্চা, কিন্তু বাস্তবায়নে ফল শূন্য। প্রবন্ধের ডালি নিয়ে সাজানো এবারের সংকলনটি খুব মূল্যবান। মহানবী মুহাম্মদ সা.-এর ন্যায়নীতি ও মানবতাবাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন সৈয়দ আলী আহসান ও আহমদ হাসান ইমরান।

কাব্য-কবিতা ও সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়ে কবি-সাহিত্যিকরা হৃদয়ের ভালোবাসা ও অর্ঘ্য অর্পণ করেন প্রিয় নবী মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি। হযরত মুহাম্মদ সা. মুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণ ও লিপিবদ্ধ করণের মধ্য দিয়ে প্রকৃত ইতিহাস লেখার প্রবণতা বৃদ্ধি পায় পৃথিবীতে। পরাধীন ভারতে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সেই মধ্যযুগ থেকে সীরাত-চর্চা করে আসছেন। এই সংখ্যায় রয়েছে বেশকিছু মূল্যবান প্রবন্ধ। এছাড়া গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লিখেছেন ড. তানিয়া বেগম। আজান পীরের অজানা কাহিনী লিপিবদ্ধ করে ইতিহাসের দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

এবার কবিতা প্রসঙ্গে আসি। আমার একটি কবিতা এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। নাম সিজদা। অভিমত প্রদানকারী হিসাবে আমি আমার কবিতার মূল্যায়ন করতে পারি না। অন্যরা তা করবেন। প্রতিটা কবিতার বিষয়বস্তু খুবই প্রাসঙ্গিক ও অর্থবহ হয়েছে। তালিম হোসেন, ফররুখ আহমেদ, কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার কোনও তুলনা হয় না। তবুও বলব, ভালোবাসা যখন গভীর হয় তখন হৃদয় উৎসারিত অভিসারের শব্দগুলি বড় ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে। প্রকাশিত কবিতাগুলি সেই কথার সাক্ষ্য দেয়। সুন্দর মর্মস্পর্শী কবিতা লিখেছেন শামিম আকতার শিউলি, তৈমুর খান, সামিমা মল্লিক, শেখ সিরাজ, মতিউর রহমান, বিলকিস আহমেদ, সামসুজ জামান, শেখ তোফাজ্জল হোসেন, সা'আদুল ইসলাম,আনোয়ার হোসেন, মইনুল হক, অঞ্জু মনোয়ারা আনসারী ও তৌহিদ আলম শেখ। কবিতার প্রতি ফারুক আহমেদকে আরও বেশি যত্ন নিতে হবে।

আলোচক: ড. কুতুবউদ্দিন বিশ্বাস

জাগোবাংলা-র অনন্য উৎসব সংখ্যা

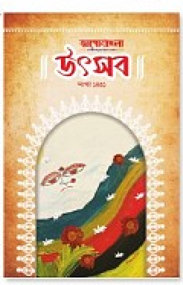

ভাব ও ভাষা সমৃদ্ধ সাহিত্য রসে টুইটুম্বুর অন্যতম সেরা এ বছরের জাগোবাংলা উৎসব সংখ্যা। প্রচ্ছদে দাগ কেটে গিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় প্রচ্ছদ যোগেন চৌধুরী, তৃতীয় প্রচ্ছদ শমীন্দ্রনাথ মজুমদার। বিশেষ কলাম লিখেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা সর্বদা নারীর ক্ষমতায়নের ধাত্রীভূমি শিরোনামে বলিষ্ঠ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নারীর ক্ষমতায়ন ও মর্যাদা প্রদানে পশ্চিমবাংলাই সেরা। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 'কেন এই আইনটা করলাম? কেন? কেন? কেন?' দুর্দান্ত নিবন্ধটি পাঠ নিলে সমৃদ্ধ হবে মনের আকাশ। জাগোবাংলার সম্পাদক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, বার্তা সম্পাদক অভিজিৎ ঘোষ। উৎসব সংখ্যা সম্পাদনা করেছেন প্রীতিকণা পালরায়। সম্পাদক মহাশয়াকে কুর্নিশ জানতেই হবে এতো সুন্দর উৎসব সংখ্যা উপহার হিসেবে পাঠক দরবারে হাজির করার জন্য। উৎসব সংখ্যার বিন্যাসে ছিলেন নাজির হোসেন লস্কর। লেখবন্দি সময় তুলে ধরেছেন অশোক মজুমদার। প্রবন্ধ, শব্দবাংলা, রম্যরচনার, উপন্যাস, গল্প, কবিতা, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য, ভ্রমণ, খেলা বিভাগ নিয়ে ৪১৬ পৃষ্ঠার জাগোবাংলা উৎসব সংখ্যা, সবমিলিয়ে চমকে দেওয়ার মতো আয়োজন।

প্রবন্ধ বিভাগে কে নেই? জয়ন্ত ঘোষাল থেকে সুদীপ রাহা, সবার উজ্জ্বল উপস্থিতিতে সমৃদ্ধ প্রবন্ধ বিভাগে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার বিকাশ নিয়ে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধটির উপস্থাপক ব্রাত্য বসু। রাজ্যে আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্তরিক উদ্যোগের নীল নকশা এখানে পরিবেশিত। এছাড়াও প্রবন্ধ লিখেছেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম, জয়প্রকাশ মজুমদার, মইনুল হাসান প্রমুখ। উপন্যাস লিখেছেন দেবাশিস পাঠক। উপন্যাসের নাম 'তখন শাহজাহান'। গল্প বিভাগে দাগ কেটে গিয়েছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়, পার্থসারথি গুহ প্রমুখ। কবিতা বিভাগে রয়েছেন সুবোধ সরকার, ইন্দ্রনীল সেন, অশ্রুরঞ্জন চক্রবর্তী প্রমুখ।

আলোচক: ফারুক আহমেদ

হতাশ হবেন না, শীঘ্রই বিজয় আসবে: খালেদ মেশাল

'ফিনিক্স পাখির মতো জেগে উঠবে হামাস'

গাজা, ৮ অক্টোবর: ইসরাইলের বিরুদ্ধে টানা এক বছর ধরে বুক চিতিয়ে লড়ছে হামাস। পবিত্র আল-আকসাকে মুক্ত করতে ও ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার দাবিতে হামাসের প্রতিরোধ অব্যাহত রয়েছে। এক বছর ধরে গাজায় ইসরাইলের হামলা সত্ত্বেও এখনও টিকে রয়েছে হামাস। ফিলিস্তিনিদের অধিকার রক্ষায় শত শত হামাস মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেছেন এবং ভবিষ্যতেও আরও করতে রাজি। এমন সময়ে গাজার প্রভাবশালী নেতা খালেদ মেশাল বলেছেন, যুদ্ধে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী 'হামাস ফিনিক্স পাখির মতো ধ্বংসস্তূপ থেকে পুনরায় জেগে উঠবে'। হামাস এখনও যোদ্ধা নিয়োগ ও অস্ত্র উৎপাদন করে যাচ্ছে বলেও জানান তিনি। ১৯৯৬ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত হামাসের সর্বোচ্চ নেতা ছিলেন খালেদ মেশাল। ১৯৯৭ সালে ইসরাইল তাকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যার চেষ্টা করলেও বেঁচে যান তিনি। প্রায় তিন দশক ধরে গুরুত্বপূর্ণ

হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর প্রাক্তন চেয়ারম্যান খালেদ মেশাল।

ভূমিকা পালনের কারণে মেশাল এখনও হামাসের প্রভাবশালী নেতা। বর্তমানে তাকে হামাসের কূটনৈতিক মুখপাত্র হিসেবে দেখা হয়। হামাসের প্রাক্তন এই প্রধান বলেন, 'ফিলিস্তিনি ইতিহাস কয়েকটি চক্র নিয়ে গঠিত। আমরা এক একটি পর্যায় দিয়ে যাই যেখানে আমরা শহিদদের হারাই এবং সামরিক সক্ষমতার কিছু অংশ হারাই। কিন্তু আল্লাহর রহমতে, ফিলিস্তিনি চেতনা ফিনিক্স পাখির মতো পুনরায় উজ্জীবিত হয়।' মেশাল জানান, এখনও ইসরাইলি সৈন্যদের বিরুদ্ধে গুপ্ত হামলা চালাতে সক্ষম হামাস যোদ্ধারা। সোমবার সকালে গাজা থেকে ইসরাইলের দিকে চারটি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে হামাস। খালেদ বলেন, 'আমরা আমাদের গোলাবারুদ ও অস্ত্রের একটি অংশ হারিয়েছি। তবে হামাস এখনও তরুণদের নিয়োগ করছে ও অস্ত্র উৎপাদন অব্যাহত রেখেছে।' ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা বিষয়ক প্রোগ্রাম ডিরেক্টর জুস্ট আর হিল্টারম্যান বলেন, 'হামাস এখনও বেশ শক্তি নিয়েই টিকে আছে এবং এখনও পাল্টা হামলা করছে। হয়তো কোনও এক সময় তারা আবার গাজায় ক্ষমতায় ফিরে আসবে। যুদ্ধ পরবর্তী গাজার কী হবে, সেটা নিয়ে ইসরাইল কোনও পরিকল্পনা প্রকাশ করেনি। আর এটিই হামাসকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে।' ইসরাইলের চালানো গণহত্যা নিয়ে হামাস নেতা খালেদ মেশাল আরও বলেছেন, 'গাজায় ইসরাইল যা ঘটাচ্ছে, তা শুধু হলোকাস্টের সঙ্গেই তুলনীয়। ইসরাইলিদের বিরুদ্ধে শীঘ্রই বিজয় আসবে।' তিনি দাবি করেন, গাজায় ইসরাইল তার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েই লেবাননে যুদ্ধের নতুন ফ্রন্ট খুলেছে। এ সময় তিনি আরও দাবি করেন, ইসরাইল জর্ডন ও মিশরের বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র করছে। মেশালের কথায়, যদিও ইসরাইল ইরান ও হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে কিছুটা অগ্রগতি অর্জন করেছে, কিন্তু তারপরও সামগ্রিকভাবে তারা পরাজিত হয়েছে। এ সময় তিনি ফিলিস্তিনিদের আশ্বস্ত করে বলেছেন, 'আপনারা হতাশ হবেন না, আমরা শীঘ্রই বিজয়ী হব।'

ইসরাইলকে বছরজুড়ে অস্ত্র সহায়তা যুক্তরাষ্ট্রের

■ টানা এক বছর ধরে অবরুদ্ধ গাজায় বর্বর হামলা চালাচ্ছে যায়নবাদীরা। আর ইসরাইলকে বেশিরভাগ অস্ত্রের জোগান দিয়ে আসছে যুক্তরাষ্ট্র। গত বছরের ৭ অক্টোবর যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ইসরাইলকে রেকর্ড পরিমাণ সামরিক সহায়তা দিয়েছে দেশটি। যুক্তরাষ্ট্রের ব্রাউন ইউনিভার্সিটি জানায়, যুদ্ধ শুরুর পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলকে ১,৭৯০ কোটি ডলার পরিমাণ সামরিক সহায়তা পাঠিয়েছে। ইসরাইলের আয়রন ডোম ও ডেভিডস স্লিং মিসাইল প্রতিরক্ষাকে ফের শক্তিশালী করার জন্য ৪০০ কোটি ডলারের নগদ অর্থ সহায়তা দিয়েছে ওয়াশিংটন। এ দিকে, গত এক বছরে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সামরিক অভিযান চালানোর জন্য অতিরিক্ত ৪৮৬ কোটি ডলার বরাদ্দ করা হয়েছে। এর আগে ২৩ সেপ্টেম্বর এক ঘোষণায় ইসরাইলকে আরও ৮৭০ কোটি ডলারের সামরিক সহায়তা প্যাকেজ দেওয়ার ঘোষণা করে যুক্তরাষ্ট্র। আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও মার্কিন অস্ত্র ব্যবহার করে গাজায় অবিরত গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরাইল। এক বছরে গাজায় হামাসের ৪০ হাজারেরও বেশি লক্ষ্যবস্তুতে বোমা হামলা চালিয়েছে দখলদার সেনা। এই হিসাবটি বের করেছেন হার্ভার্ডের জন এফ কেনেডি স্কুল অফ গভর্নমেন্টের অধ্যাপক লিন্ডা জে বিলমস।

উত্তর ইসরাইলের দিকে উড়ে যাচ্ছে হিজবুল্লাহর রকেট।

প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সম্মিলিত হামলায় বেকায়দায় ইসরাইল

তেল আবিব, ৮ অক্টোবর: হিজবুল্লাহ, হামাস ও আনসারুল্লাহর সম্মিলিত হামলায় গত ২৪ ঘণ্টায় বারংবার কেঁপে উঠেছে ইসরাইলের মাটি। উত্তর ইসরাইলের বিভিন্ন সামরিক-অসামরিক স্থাপনাকে লক্ষ্য করে জোরদার হামলা চালিয়েছে প্রতিরোধ যোদ্ধারা। হিজবুল্লাহ একাই ১৭৫টি রকেট ছুড়েছে ইসরাইলে। এ দিকে ইসরাইলের মধ্যাঞ্চলে দু'টি ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইয়েমেনের আনসারুল্লাহ। সোমবার ইরান সমর্থিত গোষ্ঠীটি জানায়, মধ্যাঞ্চলের জাফা শহরে দু'টি ক্ষেপণাস্ত্র মারা হয়েছে। আনসারুল্লাহর সামরিক মুখপাত্র জেনারেল ইয়াহিয়া সারি বলেছেন, তেল আবিবে দু'টি সামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা করা হয়েছে। ইসরাইলের এলিয়াত শহরেও একাধিক ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইয়েমেনের প্রতিরোধ বাহিনী। ইসরাইলের দাবি, বেশিরভাগ হামলাই আকাশে প্রতিহত করেছে তাদের সেনা। এ দিকে লেবানন ও গাজায় ইসরাইলি হামলার পাল্টা জবাব দিয়েছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাস।

ইসরাইলে ১৭৫ রকেট ছুড়ল হিজবুল্লাহ

হামাস-হিজবুল্লাহ-আনসারুল্লাহ মিলিত হামলায় বড় ধরনের ক্ষতি না হলেও অনেকটাই বেকায়দায় পড়েছে ইসরাইল। কারণ একই সময়ে তিন দেশকে সামলাতে হচ্ছে তাদের। এ দিকে, লেবাননের বৈরুতে বিমান হামলা চালিয়ে হিজবুল্লাহর সদর দফতরের কমান্ডার সুহেল হুসেইনকে হত্যার দাবি করেছে ইসরাইল। ইসরাইলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে, হুসেইনি ইরান থেকে অস্ত্র স্থানান্তর ও হিজবুল্লাহর বিভিন্ন ইউনিটে অস্ত্র বিতরণের কাজে যুক্ত ছিলেন। তিনি যুদ্ধের অপারেশনাল প্ল্যান-সহ সংগঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলোর বাজেট ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। হুসেইনি হিজবুল্লাহর সিনিয়র সামরিক নেতৃত্ব কাউন্সিল জিহাদ কাউন্সিলের সদস্যও ছিলেন। উল্লেখ্য, গাজার ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে গতবছর থেকে প্রায়ই ইসরাইলে হামলা চালাচ্ছে ইরান সমর্থিত হিজবুল্লাহ ও আনসারুল্লাহ। প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হত্যা করতে লেবানন, ইরাক, গাজা ও ইয়েমেন বিমান হামলা অব্যাহত রেখেছে ইহুদি বাহিনী। সম্প্রতি লেবাননে হিজবুল্লাহকে লক্ষ্য করে বড় পরিসরে হামলা চালায় দখলদার সেনা। এতে লেবাননে এখনও পর্যন্ত দুই হাজারেরও বেশি সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছে।

গণহত্যার জন্য ইসরাইলকে মূল্য দিতে হবে: এরদোগান

আঙ্কারা, ৮ অক্টোবর: গাজায় 'গণহত্যা' চালানোর জন্য ইসরাইলকে চরম মূল্য দিতে হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোগান। ৭ অক্টোবর গাজায় ইসরাইলের শুরু করা যুদ্ধের ১ বছর পূর্তিতে ইসরাইলের সমালোচনা করেছেন তুর্কি প্রেসিডেন্ট। এক্সে এরদোগান লিখেছেন, 'এটা ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে দ্রুতই হোক বা দেরিতে, ইসরাইলকে এ গণহত্যার মূল্য দিতে হবে। এক বছর ধরে এটা চলেছে। এখনও তা অব্যাহত রয়েছে।' তিনি আরও লেখেন, 'মানবতার অভিন্ন জোট যেভাবে নাৎসি নেতা অ্যাডলফ হিটলারকে থামিয়ে দিয়েছিল, ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু ও তাঁর হত্যাকাণ্ডের নেটওয়ার্ককেও একইভাবে থামিয়ে দেওয়া হবে।' গাজার হামাস-নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তথ্যমতে, এক বছরে ইসরাইলের হামলায় গাজার অন্তত ৪১ হাজার ৯০৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগই নারী ও শিশু। একই সময়ে আহত হয়েছেন ৯৭ হাজার ৩০৩ জন। বিগত ২৪ ঘণ্টায় ইসরাইলি হামলায় গাজায় শহিদ হয়েছেন ৩৯ জন। ইসরাইলের হামলায় গাজার অধিকাংশ মানুষই এখন বাস্তুচ্যুত। প্রাণ বাঁচাতে একাধিকবার তাঁদের গাজার এক মাথা থেকে অন্য মাথায় ছুটে বেড়াতে হচ্ছে। উপত্যকার বেশিরভাগ বাড়িঘর ও অবকাঠামো ধ্বংস হয়ে গেছে। গাজায় ১ বছরেরও বেশি সময় ধরে গণহত্যা চালিয়ে যাওয়া ইসরাইল এবার লেবাননে বর্বর হামলা শুরু করেছে।

দ্রুত হোক বা দেরিতে, ইসরাইলকে এ গণহত্যার মূল্য দিতে হবে। এক বছর ধরে এটা চলেছে। এখনও তা অব্যাহত রয়েছে।'
—এরদোগান

লেবাননের রাজধানী বৈরুতের কাফাত এলাকায় ইসরাইলি বিমান হামলায় ধ্বংসের ছবি।

শিশুদের নাম নাসরুল্লাহ রাখার হিড়িক ইরাকে

বাগদাদ, ৮ অক্টোবর: লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর দীর্ঘদিনের প্রধান হাসান নাসরুল্লাহ গত মাসের শেষ দিকে ইসরাইলি হামলায় নিহত হন। এই মৃত্যুতে তাঁর জনপ্রিয়তা বিন্দুমাত্র ম্লান হয়নি, বরং এই লেবানিজ নেতার প্রতি সম্মান জানাতে ইরাকের পিতা-মাতারা তাদের শিশুদের নাম নাসরুল্লাহ রাখছেন। ইরাকের স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, নাসরাল্লাহর মৃত্যুর পর থেকে এ পর্যন্ত অন্তত ১০০ জন নবজাতকের নাম 'হাসান নাসরুল্লাহ' রাখা হয়েছে। হিজবুল্লাহ নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ইরাকের বিভিন্ন অঞ্চলের অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানদের এই নামে নামকরণ করেছেন। ধারণা করা হচ্ছে, আগামী দিনগুলোতে এই সংখ্যা আরও বাড়বে। ১৯৬০ সালে জন্মগ্রহণকারী নাসরুল্লাহ ১৯৮২ সালে হিজবুল্লাহতে যোগদান করেন এবং তার কর্মদক্ষতা, নিষ্ঠার মাধ্যমে অতি দ্রুত নেতৃত্বের শীর্ষ পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৯২ সালে ইসরাইলি হামলায় তাঁর পূর্বসূরি আব্বাস আল-মুসাভি নিহত হলে সংগঠনটির তৃতীয় মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এই শিয়া নেতা। দীর্ঘ ৩২ বছর ধরে তিনি হিজবুল্লাহর নেতৃত্ব দিয়েছেন।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে মেশিন লার্নিং বিষয়ে গবেষণা

পদার্থবিদ্যায় নোবেল হপফিল্ড ও হিন্টনের

স্টকহোম, ৮ অক্টোবর: ২০২৪ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী জন জে হপফিল্ড এবং কানাডার বিজ্ঞানী জিওফ্রে ই হিন্টন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে মেশিন লার্নিং বিষয়ে গবেষণার স্বীকৃতি হিসেবে এই দু'জনকে যৌথভাবে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দিয়েছে রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্স। একাডেমি জানিয়েছে, 'কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্কের সঙ্গে মেশিন লার্নিং সক্ষম করে তোলার বুনিয়াদি আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের জন্য' তাদেরকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্স জানায়, 'হপফিল্ড এমন একটি কাঠামো তৈরি করেছেন যা তথ্য সংরক্ষণ এবং পুনর্গঠন করতে পারে। আর হিন্টন এমন একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন যা স্বাধীনভাবে ডেটার বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করতে সক্ষম এবং যা বর্তমানে ব্যবহৃত বৃহৎ নিউরাল নেটওয়ার্কগুলোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।' গত বছর পদার্থবিদ্যায় যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন র পিয়ের অগস্টিনি, হাঙ্গেরির ফেরেঙ্ক ক্রাউৎজ এবং ফ্রান্সের অ্যানে এলহুইলার। পদার্থবিদ্যায় ২০২৩ সালের নোবেলজয়ী তিন বিজ্ঞানীরই গবেষণার বিষয় ছিল অভিন্ন- ইলেকট্রন গতিবিদ্যা। রয়েল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্স, প্রতিবছর পদার্থবিজ্ঞানের মাধ্যমে মানবতার স্বার্থে অসামান্য অবদান রাখা বিজ্ঞানীদের পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দিয়ে থাকে। ১৯০১ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ১১৭ বার পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল দেওয়া হয়েছে। সবমিলিয়ে ২২৪ জন পদার্থবিদ এই পুরস্কার পেয়েছেন। এরমধ্যে জন বার্ডিন একমাত্র ব্যক্তি যিনি দু'বার এই পুরস্কার জিতেছেন। এর আগে সোমবার চিকিৎসাশাস্ত্রে অনবদ্য অবদানের জন্য ভিক্টর অ্যামব্রোস ও গ্যারি রুভকুনকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। মাইক্রোআরএনএর কার্যক্রম আবিষ্কারের জন্য এই পুরস্কার পান তারা।

লেবাননে ওষুধ পাঠাচ্ছে চিন

বেজিং, ৮ অক্টোবর: যুদ্ধপীড়িত লেবাননে জরুরিভাবে ওষুধ সামগ্রী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে চিন। লেবাননের অনুরোধে সাড়া দিয়ে চিন এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। মঙ্গলবার চিনের বৈদেশিক ত্রাণ সহায়তা সংস্থার এ তথ্য জানায়। বর্তমানে লেবাননে ইসরাইলের হামলার ফলে দেশটিতে মানবিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। বহু মানুষ ওষুধ ও খাদ্যের অভাবে রয়েছেন। এ সময় মানবিক দিক বিবেচনায় নিয়ে চিন লেবাননে জরুরি ওষুধ সামগ্রী পাঠানোর কথা ঘোষণা করল। চায়না ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন এজেন্সির মুখপাত্র লিং মিং এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ইসরাইল ও হিজবুল্লাহর মধ্যে ব্যাপকভাবে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর লেবাননে হতাহতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। লেবানন সরকারের অনুরোধের প্রতি সাড়া দিয়ে জরুরি ওষুধ সামগ্রী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংস্থাটি।

পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না ইমরান

পঞ্জাব, ৮ অক্টোবর: জেলবন্দি পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবি, পরিবারের সদস্য ও আইনজীবীদের সাক্ষাতে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে পঞ্জাব রাজ্য সরকার। আগামী ১০ দিন, অর্থাৎ ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত কার্যকর থাকবে এই নিষেধাজ্ঞা। এ দিকে, পিটিআইয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সরকারের এই আদেশের বিরুদ্ধে আদালতে আপিল করবেন পিটিআই আইনজীবীরা। সোমবার পঞ্জাব রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া বলা হয়, 'পিটিআইয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমানে কারাবন্দি ইমরান খানের সঙ্গে ৮ অক্টোবর থেকে ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবি, পরিবারের লোকজন এবং আইনজীবীরা দেখা করতে পারবেন না। সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে এই আদেশ জারি করা হয়েছে।' পাকিস্তানের প্রধান বিরোধী দল পিটিআই গত আগস্ট মাস থেকেই ইমরান খানের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন করছে। এ দিকে আগামী ১৫ ও ১৬ অক্টোবর বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জোট ও আন্তঃসরকার সংস্থা সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের (এসসিও) সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এসসিও'র এবারের আয়োজক দেশ পাকিস্তান। গত রবিবার পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নাকভি বলেছিলেন, পিটিআইয়ের

পাকিস্তান

কর্মী-সমর্থকরা এসসিও সম্মেলনকে ঘিরে উত্তেজনা সৃষ্টির পরিকল্পনা করছে এবং সম্মেলন নির্বিঘ্ন করতে হলে সরকারের জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। তার পরের দিনই এই বিবৃতি জারি করে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী মরিয়ম নওয়াজের নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার। প্রসঙ্গত, পার্লামেন্টের বিরোধী দলীয় সদস্যদের অনাস্থা ভোটে ২০২২ সালে ক্ষমতা হারানোর পর ২০২৩ সালের আগস্ট মাসে গ্রেফতার হন ইমরান খান। বর্তমানে পঞ্জাবের আদিয়ালা কারাগারে রয়েছেন তিনি।

দ্বিতীয় মেয়াদে তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট একনায়ক কাইস

তিউনিস, ৮ অক্টোবর: একতরফা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে দ্বিতীয় মেয়াদে তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন একনায়ক নেতা কাইস সাঈদ। সোমবার দেশটির নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে এ ফলাফল ঘোষণা করে। রাজধানী তিউনিসে এক সংবাদ সম্মেলনে, তিউনিসিয়ার নির্বাচন কমিশন প্রধান ফারুক বাউসকার জানান, নির্বাচনে মাত্র ২৮ দশমিক ৮ শতাংশ ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। এতে ৯০ দশমিক ৬৯ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হন সাঈদ। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আজিমুন পার্টির কারাবন্দি নেতা আইয়ুব জাম্মেল পান মাত্র ৭ দশমিক ৩৫ শতাংশ ভোট। অপর

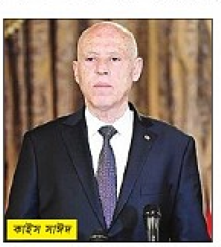

কাইস সাঈদ

প্রার্থী, সাঈদের ঘনিষ্ঠ জুহাইর মাগজাউই পান মাত্র ১ দশমিক ৯৭ শতাংশ ভোট। ২০১৯ সালে 'আরব বসন্ত'-এর জেরে অস্থিতিশীল তিউনিসিয়ায় প্রথমবারের মতো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন কাইস সাঈদ। তবে ২০২১ সালে তিনি বিতর্কিতভাবে দেশের ক্ষমতা দখল করেন। অর্থনৈতিক সংকট ও কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাবে দেশ যখন বিপর্যস্ত, তখন প্রধানমন্ত্রী হিশাম মেসিসিকে বরখাস্ত করে স্বঘোষিত অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন সাঈদ। এরপর তিনি পার্লামেন্ট ভেঙে দেন এবং রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতার ও বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রণে এনে নিজের অবস্থান আরও সুদৃঢ় করেন। সাঈদ এরপর থেকে ডিক্রি জারি করে দেশ শাসন করে আসছেন। বিরোধী দলগুলোর বিক্ষোভকে তিনি গুরুত্ব দেননি। বরং সংবিধান সংশোধন করে প্রেসিডেন্ট পদকে আরও শক্তিশালী করেন। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর অংশগ্রহণ ছাড়াই তিনি সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করেন। ২০২২ সালে একটি নতুন বিতর্কিত সংবিধান প্রণয়ন করেন, যা প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করে এবং পার্লামেন্টকে দুর্বল করে দেয়। এসব ঘটনায় তিউনিসিয়ার রাজনীতি ও অর্থনীতি গভীর সংকটে পতিত হয়। বর্তমানে দেশটিতে বেকারত্বের হার ১৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে ও প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করছে। এমন প্রেক্ষাপটে দ্বিতীয় মেয়াদে সাঈদের ক্ষমতাগ্রহণ তিউনিসিয়ার গণতন্ত্রের জন্য ভালো সংবাদ নয়।

এবার বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাচ্ছে শ্রীলঙ্কা

কলম্বো, ৮ অক্টোবর: আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) পর এবার বিশ্বের বৃহত্তম ঋণদাতা সংস্থা বিশ্বব্যাঙ্ক থেকেও ঋণ পাচ্ছে অর্থনৈতিক সংকটে থাকা শ্রীলঙ্কা। সোমবার এক বিবৃতিতে বিশ্বব্যাঙ্ক ঘোষণা করেছে, শীঘ্রই শ্রীলঙ্কাকে ২০ কোটি ডলার ঋণ দেওয়া হবে। বলা হয়েছে, দক্ষিণ এশিয়ার এই দ্বীপরাষ্ট্রের অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী ও গতিশীল করতে এই ঋণ দেওয়া হচ্ছে। ওয়াকিফহাল মহলের ধারণা, শ্রীলঙ্কার নতুন প্রেসিডেন্ট অনুরা কুমারা নিশানায়েকের তদবির ও তৎপরতার কারণে সম্ভব হয়েছে এই ঋণপ্রাপ্তি। সদ্যসমাপ্ত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে গত ২২ সেপ্টেম্বর শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন দেশটির বামপন্থি নেতা অনুরা কুমারা নিশানায়েকে। তিনি ক্ষমতা গ্রহণের ১৬ দিনের মধ্যে ঋণ প্রদানের এই ঘোষণা এলো বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে। বিশ্বব্যাঙ্কের এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে এক বিবৃতিতে নিশানায়েকে বলেন, 'দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, প্রবৃদ্ধি ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা দিতে এই ঋণের অর্থ কার্যকর ভূমিকা রাখবে।' ২০২১ সালের মাঝামাঝি থেকে স্মরণকালের ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকট শুরু হয় শ্রীলঙ্কায়। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, ডলারের সংকটের কারণে খাদ্য-জ্বালানি-ওষুধের মতো অতিজরুরি পণ্য আমদানি করার মতো অর্থও ছিল না দেশটির।

ইংরেজি মাদ্রাসায় চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকরাও সাম্মানিক পাবেন: দফতর

সেখ কুতুবউদ্দিন

পুজোর ছুটির পরই অর্থ দফতরের ছাড়পত্র মিলতে পারে। আর অর্থ দফতরের ছাড়পত্র মিললেই ইংরেজি মাধ্যম মাদ্রাসার অস্থায়ী শিক্ষকদের ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের এক শীর্ষ আধিকারিক 'পুবের কলম'কে জানান,

> ইংরেজি মাদ্রাসায় স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগে গাফিলতি পিএসসি'র।
> — মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের এক শীর্ষ কর্তা

ইংরেজি মাধ্যম মাদ্রাসা চালুর সময় স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ হয়েছিল। কিন্তু সেই শিক্ষক পর্যাপ্ত নয়। তবে মাদ্রাসাগুলিতে যাতে পঠন-পাঠনে কোনও অসুবিধা না হয়, তার জন্য অস্থায়ীভাবে শিক্ষক দেওয়া হয়েছে। আগামীতে স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ হবে। কিন্তু কবে স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ হবে, প্রশ্ন মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের। ইংরেজি মডেল মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগ প্রসঙ্গে পিএসসির চেয়ারম্যান মহুয়া ব্যানার্জিকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ইংরেজি মাধ্যম মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি আমার জানা নেই। জেনে ২১ অক্টোবরের পরে বলব।

মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর, বীরভূম, হুগলি, কলকাতা, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর মিলে মোট

> ইংরেজি মাধ্যম মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে জানা নেই, জেনে বলব।
> — মহুয়া ব্যানার্জি, চেয়ারম্যান, পিএসসি

ইংরেজি মাধ্যম মাদ্রাসা চালু রয়েছে ১২টি। সব সেন্টার মিলে মোট পড়ুয়ার সংখ্যা ৫, ৫০০। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রি প্রাইমারি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পঠন-পাঠন চালু রয়েছে। ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট স্থায়ী শিক্ষক মাত্র ৩৯টি। চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক ১০৮টি। এই শিক্ষকদের সাম্মানিক ১০ মাসের বেশি সময় ধরে আটকে রয়েছে। এই বিষয়ে মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের শীর্ষ আধিকারিক বলেন, ইংরেজি মাধ্যম মাদ্রাসাগুলিতে শিক্ষক কম রয়েছে। নিয়োগের দায়িত্বে রয়েছে পিএসসি। কিন্তু স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগের রিকুইজিশন দেওয়া থাকলেও নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করছে না। তাই অস্থায়ী শিক্ষকদের দিয়ে পঠন-পাঠন চালু রাখা হয়েছে। অস্থায়ী শিক্ষকরা যাতে সাম্মানিক পান, তার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকরা অবশ্যই টাকা পাবেন। একটু দেরি হচ্ছে। অর্থ দফতরে পাঠানো হয়েছে। আশা করি পুজোর ছুটির পরই চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকদের সাম্মানিক প্রদান করা সম্ভব হবে।

রাজ্য সরকার ২০১৪ সালে ইংরেজি মাধ্যম মাদ্রাসা তৈরির কাজ শুরু করে। ২০১৮ সাল পর্যন্ত রাজ্যের ১৪টি মাদ্রাসার মধ্যে ১২টিতে পঠন-পাঠন শুরু হয়। বর্তমানে প্রতিটি মাদ্রাসায় গড়ে প্রায় ৮০০ জন করে ছাত্রছাত্রী রয়েছে। এদের পঠন-পাঠন নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছে।

এ দিকে মাদ্রাসা শিক্ষা দফতর বলছে, নিয়মানুসারে শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্ব পিএসসি-র। এর আগে শিক্ষক নিয়োগও হয়েছে পিএসসি-র মাধ্যমে। বাকি শূন্যপদে নিয়োগের জন্য একাধিকবার পিএসসি-র কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।

পঞ্চমীতে সিনিয়র ডাক্তারদের 'প্রতীকী গণইস্তফা' ব্যাহত হতে পারে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা

প্রতীকী গণইস্তফায় সই করা আর জি করের সিনিয়র চিকিৎসকরা। ছবি-সন্দীপ সাহা

পুবের কলম প্রতিবেদক: জুনিয়র ডাক্তারদের সমর্থন করে পঞ্চমীর দিন (মঙ্গলবার) ১২ ঘণ্টার অনশন পালন করার ঘোষণা আগেই করেছিলেন সিনিয়র ডাক্তাররা। পঞ্চমীর দিন জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনকে সমর্থন করে এবার বড় পদক্ষেপ নিলেন রাজ্যের সরকারি হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজের সিনিয়র ডাক্তাররা। মঙ্গলবার দুপুরের মধ্যে প্রতীকী গণইস্তফা দিলেন আর জি করের ৫০ জন সিনিয়র ডাক্তার। যত সময় গড়ায় গণইস্তফা দেওয়া সিনিয়র ডাক্তারদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বিভাগীয় প্রধানও রয়েছেন।

প্রতীকী গণইস্তফায় সই করা আর জি করের চিকিৎসকরা বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, যে সাত জুনিয়র ডাক্তাররা অনশনে বসেছেন, তাঁদের স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটছে। বিক্ষোভকারী ডাক্তারদের সঙ্গে আলোচনায় বসার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেছিলেন তাঁরা। সিনিয়র ডাক্তারদের বক্তব্য, জুনিয়র ডাক্তারদের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে এবং তাঁদের দাবির সঙ্গে সহমত হয়ে আপাতত 'প্রতীকী গণইস্তফা' দিলেন তাঁরা। প্রয়োজনে আগামী দিনে ব্যক্তিগতভাবে ইস্তফা দেওয়ার কথাও জানান তাঁরা।

উল্লেখ্য, পুজোর সময় ধর্মতলায় জমায়েতে ১৬৩ ধারা অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞা ছিল। তা সত্ত্বেও মঞ্চ বেঁধে অনশনে বসেছিলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। মঙ্গলবার, পঞ্চমীর দিন কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিলের ডাক দিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু দুর্গাপুজোর আবহে দর্শনার্থীদের ভিড়ের মধ্যে মিছিল করার অনুমতি না দেয়নি পুলিশ। অনেক জোরাজুরির পরে মিছিলের অনুমতি পুরোপুরি বাতিল না করে ডাক্তারদের মিছিলের রুট সামান্য কমিয়ে এবং পরিবর্তন করে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। ওই রুটে পুজোর দর্শনার্থীদের কথা মাথায় রেখে। কিন্তু তা মানতে নারাজ হয় জুনিয়র ডাক্তাররা। এবং এর পর পরই সিনিয়র ডাক্তারদের গণইস্তফা দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে আসে। প্রথমে আর জি করের সিনিয়র ডাক্তাররা প্রতীকী গণইস্তফা দেন। পরে ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ এবং অন্যান্য সরকারি হাসপাতালের সিনিয়র ডাক্তাররাও এই গণইস্তফার পথেই হাঁটার প্রস্তুতি নেন।

আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের এক সিনিয়র ডাক্তার ডা. তাপস প্রামাণিক জানান, যে-সমস্ত জুনিয়র ডাক্তার অনশন করছেন, তাঁদের স্বাস্থ্য নিয়ে আমরা চিন্তিত। আমরা চেয়েছিলাম রাজ্য সরকার অনশনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে সদর্থক আলোচনা করুক। প্রয়োজনে এই বিষয়ে সিনিয়র ডাক্তারদের মধ্যস্থতা করার প্রয়োজন হলে তাতেও তাঁরা রাজি। তাপসবাবুর কথায়, জুনিয়র ডাক্তাররা যে দাবিগুলি তুলেছেন, সেগুলি সমস্ত ডাক্তারদেরই দাবি। রোগীদের সুষ্ঠ পরিষেবা দেওয়ার বিষয়ও এই দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে। তাই সরকারের উচিত, এই দাবিগুলি নিয়ে জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে আলোচনায় বসা। সংবেদনশীলতার সঙ্গে তাঁদের দাবিগুলির বিচার করা। আর জি করে প্রায় ২০০ জনের মতো ফ্যাকাল্টি রয়েছেন। সরকার অনশনরত জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতি সহৃদয় না হলে আরও অনেকে গণইস্তফা দেবেন।

কিন্তু সিনিয়র ডাক্তারদের গণইস্তফার জন্য রাজ্যের সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা কি ভেঙে পড়বে না?

এই প্রশ্নের উত্তরে তাপসবাবু জানান, সরকার আলোচনায় বসতে রাজি না হলে, তাঁরা যদি এককভাবে ইস্তফা দেওয়ার পথেও হাঁটেন, সেখানেও ইস্তফা গৃহীত হওয়া একটি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এবং এই সময়ের মধ্যে তাঁরা কখনোই রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া বন্ধ করছেন না। তাই হাসপাতালের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হওয়ার প্রশ্নই উঠছে না।

আর জি করের আরেক সিনিয়র ডাক্তার এ দিন বলেন সিনিয়র ডাক্তাররা রোগীদের প্রতি দায়বদ্ধ। ৯ আগস্টের পর থেকে জুনিয়র ডাক্তাররা যখন কর্মবিরতি পালন করছিলেন, তখন সিনিয়র ডাক্তাররা দ্বিগুণ এমনকী তিন গুণ বেশি কাজ করেছেন। বর্তমানে জুনিয়র ডাক্তাররা কর্মবিরতি তুলে নিয়েছেন। এই সময় তাঁরা অনশন কর্মসূচি পালন করলেও তার মধ্যেও হাসপাতালের ডিউটি করছেন। তাই রাজ্য সরকারের উচিত জুনিয়র ডাক্তারদের তোলা দাবিগুলি সংবেদনশীলতার সঙ্গে বিচার করা। জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে আলোচনায় বসা। আর জি করের এক সিনিয়র ডাক্তার বলেন, ২০০৬-০৭ সালে রিজওয়ানুর ইস্যু নিয়ে পুজোর সময়ই পথে নেমেছিল মানুষ। তাই পুজোর যুক্তি দিয়ে জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন প্রত্যাহার করার আবেদন অমূলক।

তবে এ দিন প্রশ্ন উঠেছে, বিনা নোটিশে ক্যামেরার সামনে সিনিয়র ডাক্তারদের 'প্রতীকী গণইস্তফা' দেওয়ার আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে। শুধু তা-ই নয়, জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতির পরে সিনিয়র ডাক্তাররা ইস্তফা দিলে সরকারি হাসপাতালের ওপর যাঁদের চিকিৎসা নির্ভর করে, তাঁরাই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল। তবে শেষ পর্যন্ত রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপেই সুষ্ঠু সমাধান বেরিয়ে আসার অপেক্ষায় রইলেন সবাই।

মহিলাদের সঙ্গে অশালীন আচরণ, ৬ দিনে গ্রেফতার ৩৩৫

পুবের কলম প্রতিবেদক: ট্রেনে সফর করাকালীন হামেশাই মহিলা যাত্রীদের সঙ্গে অশ্লীল আচরণের অভিযোগ উঠে। স্বাভাবিকভাবেই লোকাল ট্রেনে মহিলা যাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যদিও মহিলা যাত্রীদের নিরাপত্তায় কড়া হতে দেখা গিয়েছে রেল পুলিশকে। ট্রেনে মহিলা যাত্রীদের সঙ্গে অশ্লীল আচরণের জেরে গ্রেফতার করা হল ৩৩৫ জনকে। চলতি মাসের প্রথম ৬ দিনে পূর্ব রেলের চারটি শাখায় মহিলাদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করার অভিযোগে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়েছে। রেল সূত্রে খবর, শিয়ালদহ শাখায় গ্রেফতার করা হয়েছে ১৭৮ জনকে। হাওড়া শাখায় ৭০, আসানসোল শাখায় ৫৫, মালদা শাখায় ৩২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই চারটি শাখা মিলিয়ে মোট ৩৩৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মহিলা কামরায় যারা ঢুকে পড়েছেন এবং অশালীন আচরণের অভিযোগে অনেকের বিরুদ্ধেই মামলা দায়ের করেছে রেল পুলিশ। অনেককে জরিমানাও করা হয়েছে।

রেলের তরফে জানানো হয়েছে,

'অপারেশন উইমেন সেফটি'র অধীনে বিশেষ বাহিনী মোতায়েন করে দফায় দফায় নজরদারি চালাচ্ছেন আরপিএফ জওয়ানরা। রেল পুলিশের নজরদারিতেই ধরা পড়ছে অশ্লীল আচরণের ঘটনা। এই অপরাধের দায়ে অক্টোবর মাসের প্রথম ৬ দিনে ৩৩৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ দিকে দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে রেল স্টেশনে বাড়তি ভিড় হয়। তাই তখন মহিলাদের সঙ্গে অশ্লীল আচরণ করা হয়। আরপিএফের তরফে বলা হয়েছে, মহিলাদের সুরক্ষায় বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সাদা পোশাকের পুলিশের পাশাপাশি সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি জোরদার করা হচ্ছে।

ওয়াকফ নিয়ে জনসচেতনতা ও আন্দোলনের জন্য মঞ্চ গঠন

পুবের কলম প্রতিবেদক: কেন্দ্রীয় সরকার ওয়াকফ আইন বদল করতে চাইছে। কিছুদিন আগে তার জন্য পার্লামেন্টে বিল পেশ করে সরকার। অবশ্য বিরোধীদের প্রবল বাধার জন্য পাস করাতে পারেনি মোদি,সরকার। বর্তমানে সেই বিল জনসাধারণের মতামত গ্রহণ ও বিবেচনার জন্য রয়েছে জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি বা জেপিসি কাছে আছে। এমন অবস্থায় বিজেপিকে কেউই ভরসা করতে পারছে না। মুসলিম পার্সনাল ল' বোর্ড, জামাআতে ইসলামি হিন্দ-সহ একাধিক সংগঠন বিল নিয়ে প্রথম থেকেই আপত্তি জানাচ্ছে। কিন্তু সংসদীয় দলগুলির থেকে কোনও সদর্থক জবাব আসছে না। এমন পরিস্থিতিতে নয়া ওয়াকফ আইন রুখতে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলতে চাইছেন কিছু মানুষ।

এ নিয়ে সোমবার এক বৈঠকে মিলিত হন একাধিক সংগঠনের নেতৃত্ব। তাঁরা ঠিক করেছেন কোনও সংগঠনের নামে আন্দোলন নয়, এবার অরাজনৈতিক একটি মঞ্চের নামে ময়দানে নামা হবে। তার নাম হবে ওয়াকফ বাঁচাও মঞ্চ। কবে কীভাবে আন্দোলন শুরু হবে তা অবশ্য স্পষ্ট করে জানা না গেলেও খুব তাড়াতাড়ি শুরু হবে। আরও চূড়ান্ত রূপরেখা ঠিক করে ফের বৈঠক হবে বলে জানান মঞ্চের আহ্বায়ক ইমতিয়াজ আহমেদ মোল্লা। অন্য আর আহ্বায়ক জানান, ওয়াকফ সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে বিজেপি। কিন্তু আইন সেক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তাই আইন সংশোধন করে মুসলিমদের ওয়াকফ কেড়ে নিতে চাইছে গেরুয়া শিবির।

উল্লেখ্য, ওয়াকফ নিয়ে বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং মুসলিম সংগঠনগুলোর তরফে অভিযোগ করা হয়েছে যে, ওয়াকফ সংশোধনী বিল এনে মূলত দেশের বিপুল পরিমাণ ওয়াকফ সম্পত্তিকে কুক্ষিগত করতে চাইছে কেন্দ্র সরকার। তাছাড়া ওয়াকফ বোর্ডে দু'জন অমুসলিম প্রতিনিধি রাখার কথা বলা হয়েছে বিলটিতে। হিন্দুদের দেবোত্তর সম্পত্তি কিংবা শিখ, পাঞ্জাবি, খ্রিস্টান, বৌদ্ধদের ধর্মীয় সম্পত্তি, উপাসনালয় ইত্যাদির পরিচালন বোর্ড বা কমিটিতে দেশের কোথাও মুসলিম প্রতিনিধি রাখা হয় না। অথচ মুসলিমদের ওয়াকফ বোর্ডে কেন অমুসলিম বা হিন্দু প্রতিনিধি ঢোকানোর চেষ্টা বিজেপি বলে অভিযোগ। ওয়াকফ বোর্ডের ক্ষমতা কমিয়ে জেলার কালেক্টরের হাতে সব ক্ষমতা তুলে দেওয়া নিয়েও আপত্তি তুলেছে মুসলিম সংগঠনগুলি।

পঞ্চমীর সন্ধ্যায় সুরুচি সংঘের মণ্ডপে দর্শনার্থীদের ঢল। ছবি-খালিদুর রহিম

বদলি হওয়া শিক্ষকদের বেতন চালু রাখার দাবি

পুবের কলম প্রতিবেদক: মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের উদ্যোগে শিক্ষক বদলি প্রক্রিয়া প্রায় শেষে দিকে। শিক্ষকদের বদলি করা হলেও যাতে বেতন চালু রাখা হয়, সেদিকে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের কাছে আর্জি জানিয়েছেন মাদ্রাসায় বদলি হওয়া শিক্ষকরা। পশ্চিমবঙ্গের সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত প্রায় ছয় শতাধিক মাদ্রাসায় শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের সাধারণ বদলির সুপারিশপত্র প্রদান করছে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন। গত আগস্ট মাসের শেষের দিকে সুপারিশপত্র মোতাবেক মাদ্রাসাগুলি সেপ্টেম্বর মাসের ২৩ তারিখের মধ্যেই প্রার্থীদের নতুন মাদ্রাসায় যোগদানের জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্রদান করে এবং সেই অনুযায়ী বদলি পাওয়া শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীরা কাজে যোগদান করেন। বেশিরভাগ প্রার্থী তাদের রিলিজ নেওয়ার আগে সেপ্টেম্বরে মাসের বেতন অনলাইনে আগের মাদ্রাসা হেড থেকেই নিয়েছেন। নতুন মাদ্রাসায় যোগদানের পর নিয়ম অনুসারে তাদের নথিপত্র-সহ জেলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক কিংবা অতিরিক্ত জেলা মাধ্যমিক পরিদর্শকের দফতরে পাঠাতে হয়। সংশ্লিষ্ট দফতর সবকিছু খতিয়ে দেখে অ্যাপ্রুভাল দেওয়ার পর তবেই নতুন মাদ্রাসাতে যোগদানকারী শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মীদের বেতন অব্যাহত থাকার কথা। এই ক্ষেত্রে কিছু কিছু সমস্যা আছে, যা তড়িঘড়ি মেটানো একটু অসুবিধাজনক। যেমন যে-সমস্ত প্রার্থীদের জেলা পরিবর্তন হয়েছে তাদের লাস্ট পে সার্টিফিকেট বা এলপিসি-তে জেলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাউন্টার সাইন করা হলে তবেই তাকে গ্রাহ্য করা হয়।

শিয়ালদহ-হাওড়া স্টেশনে নামছে কুইক রিঅ্যাকশন টিম

পুবের কলম প্রতিবেদক: শহর থেকে জেলা পঞ্চমীতেই উপচে পড়া ভিড়। ঠাকুর দেখার লাইনে শামিল আট থেকে আশি। আর উৎসবের দিনগুলোতে হাওড়া, শিয়ালদহের মতো করিডরগুলোকে সুরক্ষিত রাখতে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে পূর্ব রেল। ভিড়ের মধ্যে ষড়যন্ত্রমূলক কোনও কাজ হলেই তড়িঘড়ি প্রতিরোধ ব্যবস্থা কার্যকর করা হবে। এই জন্য স্টেশনগুলোতে 'কুইক রিঅ্যাকশন আর্মড টিম' প্রস্তুত থাকবে। এক একটি দলে আট থেকে দশ জন সশস্ত্র ফোর্স থাকবে। এরজন্য আরপিএফ থেকে বাছাই কর্মী নিয়ে তৈরি করা হয়েছে টিম। এ নিয়ে পূর্ব রেলের আরপিএফ আইজি পরম শিব জানান, এই টিমগুলোতে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা শারীরিকভাবে সক্ষম, কসরতে দক্ষ, আগ্নেয়াস্ত্র চালানোয় পটু। পাশাপাশি এঁদের গোয়েন্দা নজরদারিতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার ক্ষমতা রয়েছে। এ বছর পুজোর দিনগুলোতে কেউ যাতে কোনওরকম ষড়যন্ত্রমূলক কাজকর্ম করতে না পারে, এজন্য ভিড়ের মধ্যে নজর রাখতে সিসিটিভির মাধ্যমে নজরদারি করবে আরপিএফ। বিশেষ করে স্টেশনে ঢোকা ও বেরোনোর গেটগুলোতে নজর রাখা হবে। কোনওরকম অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটলেই পৌঁছবে এই 'কুইক রিঅ্যাকশন আর্মড টিম'। জানা গিয়েছে, প্রয়োজনে সব রকমের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেবে এই টিম। ভিড়ে অসুস্থ হওয়া, চুরি, ছিনতাইয়ের মতো অপ্রীতিকর ঘটনাও প্রতিরোধ করবে এরাই। এই বিষয়ে হাওড়ার সিনিয়র ডিসিএম রাজুল রঞ্জন জানিয়েছেন, হাওড়া স্টেশনে বাড়তি সাতটি কাউন্টার খোলা হবে। ডিভিশনে তিরিশটি প্যান্ডেল লাইনের কাছে হওয়ায় সেগুলোতেও নজরদারি করবে আরপিএফ-ই।

'প্রতীকী গণ ইস্তফা'কে গুরুত্ব দিতে নারাজ নবান্ন, ডাকা হল অধ্যক্ষদের

পুবের কলম প্রতিবেদক: মঙ্গলবার দুপুরেই অনশনরত জুনিয়র ডাক্তারদের পাশে দাঁড়িয়ে 'প্রতীকী গণ ইস্তফা'র দিয়েছিলেন আরজিকর -এর প্রায় ৫০ জন সিনিয়র ডাক্তার। শোনা যাচ্ছিল, সরকার অনশনরত ডাক্তারদের সঙ্গে আলোচনায় না বসলে কলকাতা মেডিকেল কলেজসহ আরও কয়েকটি কলেজের সিনিয়র ডাক্তাররাও ইস্তফার পথে হাঁটবেন। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার নবান্নে ডেকে পাঠানো হয় আরজিকর, কলকাতা মেডিকেল কলেজ, এসএসকেএমসহ চার মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষকে ডেকে পাঠানো হয় নবান্নে। এর মধ্যে আরজিকর -এর নতুন অধ্যক্ষ মানসকুমার মুখোপাধ্যায়কে ডেকে পাঠানো ছিল যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

আরজিকর-এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে রাজ্যের সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালগুলির সিনিয়র ডাক্তাররা ইস্তফার পথে হাঁটলে ভেঙে পড়তে পারে রাজ্যের সরকারি হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবা। তবে সিনিয়র ডাক্তাররা জানিয়েছেন, তাঁরা রোগীদের চিকিৎসার দায়বদ্ধতা থেকে সরছেন না। হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা দেবেন তাঁরা।

অন্যদিকে সিনিয়র ডাক্তারদের প্রতীকী গণ ইস্তফাকে গুরুত্ব দিতে নারাজ নবান্ন। রাজ্য সরকারের বক্তব্য, গণ ইস্তফা নিয়ে তাঁদের কাছে কোনও নথি নেই। মঙ্গলবার নবান্নে অধ্যক্ষদের সঙ্গে হাসপাতালের নিরাপত্তাসংক্রান্ত বিষয় নিয়েই আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

সোনা ও রুপার দাম
পাকা সোনা (১০ গ্রা) ৭৭,৪৫০ টাকা
গহনার সোনা (১০ গ্রা) ৭১,০০০ টাকা
রুপা (প্রতি কেজি) ৯৬,০০০ টাকা

১০ অক্টোবর ইতিহাসে আগামী কাল

- বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস।
- ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ: সৈয়দ ওয়ালি উল্লাহর ইন্তেকাল।
- ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ: বিশ্বশান্তি পরিষদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'জুলিও কুরি' পদকে ভূষিত করা হয়।
- ৭১৮ খ্রিস্টাব্দ: হযরত খাজা হাসান বসরি (র.)এর ইন্তেকাল।

শিয়ালদহ স্টেশন চত্বর থেকে চুরি হচ্ছে ফোন, সুরক্ষা নিয়ে ক্ষুব্ধ যাত্রীরা

ইস্তেখাব আলম

পুজোর আগেই শিয়ালদহ স্টেশনের বিভিন্ন শাখায় বাড়ছে কেপমারি ও ছিনতাইয়ের ঘটনা। আর ছিনতাইকারীদের মূল টার্গেট হচ্ছে কায়দা করে যাত্রীর পকেট বা ব্যাগ থেকে মোবাইল হাতিয়ে নেওয়া। গত কয়েকদিনে শিয়ালদহ স্টেশন ছাড়াও মেন এবং উত্তর শাখার একাধিক স্টেশন থেকেই মোবাইল ছিনতাইয়ের ঘটনায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ রেলের যাত্রী-সহ ডেইলি প্যাসেঞ্জাররা। রেলের নিত্যযাত্রীদের অভিযোগ, রেলের যাত্রী সুরক্ষা কার্যত তলানিতে ঠেকেছে। রেল পুলিশের নজরদারি সত্ত্বেও প্রতিদিন শিয়ালদহ ডিভিশনের মেন, উত্তর এবং দক্ষিণ শাখার বিভিন্ন স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ছাড়াও চলন্ত ট্রেনের কামরা থেকে মোবাইল ফোন ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটছে। মোবাইল ফোন ছিনতাইয়ের পাশাপাশি যাত্রীদের ব্যাগের ভেতর থেকেও মানিব্যাগ, ওয়ালেট হাতিয়ে নিচ্ছে ছিনতাইবাজরা।

উল্লেখ্য, গত কয়েকদিনে শিয়ালদহ স্টেশন-সহ শহরতলির বিভিন্ন স্টেশন থেকে মোবাইল ফোন-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনা অনেকটাই বেড়েছে। বিশেষ করে অফিস টাইমে সাধারণ যাত্রীদের ব্যস্ততার সুযোগেই যে ছিনতাইবাজরা মোবাইল ফোন হাতিয়ে নিচ্ছে, তা মেনেও নিচ্ছেন রেল পুলিশের কর্তারা। এ ব্যাপারে শিয়ালদহ আরপিএফ-এর এক আধিকারিক বলেন, শিয়ালদহ মেন শাখার অন্তর্গত বিধাননগর রোড থেকে নৈহাটির মধ্যেই মোবাইল ফোন ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রেল পুলিশের ওই আধিকারিক আরও জানান, ট্রেনে কিংবা স্টেশনে চুরি রুখতে বিভিন্ন স্টেশনের প্রবেশ পথ এবং প্ল্যাটফর্মে পুলিশি নজরদারি

বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু, সকাল ৯টা থেকে বেলা ১২টা এবং বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টার মধ্যে যাত্রীদের ঠেলাঠেলি ভিড় এবং ব্যস্ততার সুযোগ কাজে লাগিয়ে ছিনতাইবাজরা ওই সময়টাকেই বেছে নিচ্ছে মোবাইল ফোন-সহ অন্যান্য দামি সামগ্রী চুরির জন্য। তবে যাত্রীদের ফোন চুরির অভিযোগ পেলে অনেক সময় আমরা তল্লাশি চালিয়ে ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দিই। পাশাপাশি স্টেশনের সিসি টিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখে অপরাধীকে চিহ্নিত করে গ্রেফতারও করা হয় বলেও জানান। কলেজে অধ্যাপনার চাকরি সূত্রে শিয়ালদহ থেকে উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসত এলাকায় নিত্যদিন যাতায়াত করেন পিয়ালী মিত্র চন্দ্র। এ দিন পিয়ালী মিত্র চন্দ্র জানান, 'গত প্রায় তিন সপ্তাহ আগেই শিয়ালদহ স্টেশন চত্বর থেকে আমার ব্যাগ থেকে মোবাইল ফোন চুরি হয়। ফোন খোয়া যাওয়ার পরেই আমি কর্তব্যরত আরপিএফ অফিসে অভিযোগ জানাই। অভিযোগ দায়ের করার পর প্রায় তিন সপ্তাহ অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও এখনও নিজের ফোন ফেরত পাইনি।' মোবাইল ফোন চুরির ব্যাপারে প্রায় একই রকম তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা জানান উত্তর চব্বিশ পরগনার গুমা এলাকার বাসিন্দা পেশায় তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী সাইফুল আলম গাজি। তিনি জানান, সন্ধ্যা নাগাদ বিধাননগর রোড স্টেশন থেকে ট্রেনে চাপার সময় তাঁরও দামি স্মার্টফোন পকেট থেকে হাতিয়ে নেন মোবাইল চোর। তাঁর অভিযোগ, রেল পুলিশের গাফিলতির কারণেই মোবাইল কিংবা ব্যাগ ছিনতাইয়ের ঘটনা দিন-দিন বাড়ছে। রেলের যাত্রী সুরক্ষার ব্যাপারে কোনও হেলদোল নেই রেল পুলিশের। শুধু শিয়ালদহ, দমদম কিংবা শহরতলির স্টেশন নয়, একই চিত্র বর্ধমান-সহ একাধিক স্টেশনে।

গোধূলির অর্ঘ্য পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশ

পুবের কলম প্রতিবেদক: রবিবার শিয়ালদহ কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হল গোধূলির মন্থন সাহিত্য পত্রিকার শারদীয়া পত্রিকা 'গোধূলির অর্ঘ্য ২০২৪'। এই মহতী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পত্রিকার সভাপতি বীরেশচন্দ্র ঘোষ। প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কবি বরুণ চক্রবর্তী। এ ছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পত্রিকার মুখ্য-উপদেষ্টা দেবনারায়ণ দাস, আনন্দম পত্রিকার সম্পাদক হারাধন ভট্টাচার্য, পত্রিকার সম্পাদিকা শুভ্রা দে, ড. সহদেব দলুই, সুব্রত দেব রায়, সাংবাদিক ও কবি শেখ সিরাজ, নীলরতন কুণ্ডু-সহ বহু বিশিষ্টজন। শান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য স্মৃতি সম্মান প্রদান করা হয় পত্রিকার বর্ষীয়াণ সভাপতি বীরেশচন্দ্র ঘোষ ও কলমের সাহিত্য সম্মাননা প্রদান করা হয় পত্রিকার সম্পাদিকা শুভ্রা দে-কে। উপস্থিত কবিদের উত্তরীয়, মেমেন্টো, বই ও পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্মানিত করা হয়। গোধূলির মন্থন সাহিত্য পত্রিকার জন্মদিন নিয়ে লেখা সেরা সাতজন কবিকে পুরস্কার

এবং আঠাশজন গুণিজনকে সম্মাননা দেওয়া হয়। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন নাসিরা বেগম, শেখ সিরাজ, নীলরতন কুণ্ডু প্রমুখ। সংগীত পরিবেশনে শিশুশিল্পী রুচিরা ঘোষ। নৃত্যশিল্পী সানিয়া ইয়াসমিন এবং কাকলি ভট্টাচার্য মৈত্র সকল দর্শক শ্রোতাকে মুগ্ধ করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন অরূপ কুমার দাস ও সঞ্জীব দত্ত।

পর্যুদস্ত পিডিপি, নিরাপদ ঘাঁটিতেও হারলেন মেহবুবা কন্যা ইলতিজা

প্রথম ভোটে দাঁড়িয়ে জয়ের মুখ দেখতে পেলেন না মেহবুবা কন্যা ইলতিজা মুফতি।

শ্রীনগর, ৮ অক্টোবর: উপত্যকার তখতে বসতে চলেছে ইন্ডিয়া জোট শরিকরা। ৩৭০ তুলে দিয়েও বিজেপির আশা পূরণ হল না। তেমনই দলের সবথেকে শক্ত ঘাঁটিতেই হারের মুখ দেখতে হল মেহবুবা মুফতির কন্যা ইলতিজা মুফতিকে। নিরাপদ আসনে তৃতীয় স্থানে নেমে যাওয়া পিডিপি-কে জোর ধাক্কা দিয়েছে। কয়েক দশক ধরে পিডিপি-র দখলে থাকা হাইপ্রোফাইল কেন্দ্র শ্রীগুফাবাদ-বিজবেহারা কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েছিলেন ইলতিজা। শেষ তিন নির্বাচনে অনায়াস জয় হাসিল করেছিল পিডিপি। এক দশক আগে শেষবার হওয়া নির্বাচনে পিডিপি জম্মু-কাশ্মীরে বৃহত্তম দল হিসেবে উঠে এসেছিলেন। সেবার ২৮টি আসন পাওয়া পিডিপি-র রাজনৈতিক অবস্থান অকহতব্য।

এ দিন গণনা শেষ হওয়ার আগেই মেহবুবাকন্যা ইলতিজা হার স্বীকার করে নেন। এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'জনগণের রায় আমি মেনে নিলাম। বিজবেহরা অঞ্চলের মানুষের কাছ থেকে যে ভালোবাসা আমি পেয়েছি তা আমার মনে মণিকোঠায় থাকবে চিরকাল ধরে রাখব।' পাশাপাশি কর্মীদের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞ। যারা নির্বাচনে কঠোর পরিশ্রম করেছেন, তাদেরকেও কৃতজ্ঞতা জানান।

এবার ৯০ সদস্যের বিধানসভায় মাত্র ২টি আসন পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে পিডিপিকে। এক দশক আগে যেখানে পিডিপি-র প্রাপ্ত ভোট শতাংশের হার ছিল ২২.৬৭। এবার তা উল্লেখজনকভাবে কমে দাঁড়িয়েছে ৮.২৯ শতাংশ। পিডিপি প্রধান মেহবুবা মুফতির মেয়ে ইলতিজা মুফতি দলের নিরাপদ আসন শ্রীগুফাবাদ-বিজবেহারা আসনে নিজের পরাজয় মেনে নিয়েছেন। মেহবুবা নিজে এবার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। মোট ৮১টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল পিডিপি।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, পিডিপির এই পরাজয় অপ্রত্যাশিত নয়। বিজেপির সঙ্গে জোট করে সরকার গড়ার মেহবুবা সিদ্ধান্তকে উপত্যকার মানুষ ভালো চোখে নেননি। যদিও গত লোকসভা নির্বাচনে পিডিপি ইন্ডিয়া জোটের শামিল হওয়ার বার্তা দিয়েছিলেন মুফতি। কিন্তু আসন ভাগাভাগি নিয়ে ন্যাশনাল কনফারেন্সের সঙ্গে মতপার্থক্যের পরে ইন্ডিয়া জোট থেকে বেরিয়ে আসেন মেহবুবা। বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল বেরোনোর আগে মেহবুবা ঘোষণা করেছিলেন, প্রয়োজনে সরকার গঠনে যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে ইন্ডিয়া জোটকেই সমর্থন করব।

পিডিপি-র রাজনৈতিক ইতিহাসে এত খারাপ ফল কখনোই হয়নি। ২০০২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ১৬টি আসন, ২০০৮ সালে ২১টি আসন এবং ২০১৪ সালে ২৮টি আসন জিতেছিল। ১৯৯৯ সালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মুফতি মুহাম্মদ সাঈদের হাত ধরে রাজনৈতিক দল হিসেবে পথচলা শুরু হয় পিডিপি-র। ২০০২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে উপত্যকায় সরকার গড়তে সক্ষম হয়েছিলেন সাঈদ। জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন মুফতি।

২০১৪-য় বিজেপির সঙ্গে জোট বেঁধে সরকার গড়ে পিডিপি। মুফতি মুহাম্মদ সাঈদ মুখ্যমন্ত্রী হন, একবছর পর মৃত্যু হয় সাঈদের। মুখ্যমন্ত্রীর পদের পাশাপাশি দলেরও দায়িত্ব নেন মেহবুবা মুফতি। বিজেপির সঙ্গে মেহবুবার অভিজ্ঞতা সুখকর হয়নি। বিজেপির সমর্থন প্রত্যাহারের পর সরকার ভেঙে যায় এবং রাজ্যে রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয়।

রশিদ ইঞ্জিনিয়ারের প্রার্থী ৩৪, জয়ী ১

শ্রীনগর, ৮ অক্টোবর: যেভাবে গর্জন হল সেভাবে বর্ষণ হল না। দিল্লির তিহার জেলে বন্দি অবস্থায় থেকে লোকসভায় লড়াই করে বিপুল ভোটে জয়ী হওয়ার পর সকলেই ভেবেছিলেন এবার কিংমেকার হতে পারে রশিদ ইঞ্জিনিয়ারের দল আওয়ামি ইত্তেহাদ পার্টি। ৩৪টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল কিন্তু জয় এসেছে মাত্র একটি কেন্দ্রে। জয়ী হয়েছেন রশিদ ইঞ্জিনিয়ারের ভাই খুরশিদ আহমদ, তাও আবার ১৬০২ ভোটে। ওমর আবদুল্লাহকে লোকসভায় হারিয়ে ছিলেন সম্ভবত সহানুভূতি ভোটে। কিন্তু তিহার জেল থেকে তাঁকে বিধানসভার ভোটে ছেড়ে দেওয়া নিয়ে বিজেপির সঙ্গে সমঝোতার গল্প শোনায় বিরোধী পক্ষ। বিজেপির 'বি' টিম তকমাও দেওয়া হয়। ব্যক্তিগত ক্যারিশমাকে গুরুত্ব না দিয়ে জম্মু-কাশ্মীরের ভোটাররা এবার বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে দূরে রাখার সিদ্ধান্ত নেয় এবং প্রধান শক্তিশালী প্রতিপক্ষ কংগ্রেস এনসি জোটকেই মেনে নেয় বিবেচক ভোটাররা। ফলে এবার আর সহানুভূতি কাজে আসেনি রশিদ সেখের জন্য। তবুও বিধানসভায় প্রতিনিধিত্ব হয়েছে এটাই তাঁর বড় লাভ। রশিদকে আবার তিহার জেলে ফিরতে হবে ১২ অক্টোবর। তাঁর জামিনের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছিল। আর এটাই তাঁর বিরুদ্ধে কাজে লাগায় বিরোধীরা। সিপিএমের মুহাম্মদ ইউসুফ তারিগামিকে হারানোর শপথ নিয়েছিল আওয়ামি প্রার্থী। কিন্তু সেই প্রার্থী আহমদ রাশিদ ৭৮০০ ভোটে হেরেছেন তারিগামির কাছে। বাকি বহু প্রার্থীর জামানত জব্দ হয়েছে। একই অবস্থা হয়েছে ১৩ জন কাশ্মীরি পণ্ডিত প্রার্থীর। হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় প্রার্থী হলেও কিন্তু পণ্ডিত প্রার্থীদের জামানত জব্দ হয়েছে। এদের মধ্যে অনুমোদিত রাজনৈতিক দলের প্রার্থীও ছিলেন, ছিলেন বিজেপির প্রার্থীও। কাশ্মীরি পণ্ডিতদের নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। ছেড়ে যাওয়া কাশ্মীরি পণ্ডিত পরিবারদের নতুন করে বসানোর উদ্যোগ নিয়েছিল কেন্দ্র। পণ্ডিতদের প্রতি ছিল সহানুভূতির হাওয়া। কিন্তু ভোটের লড়াইয়ে পণ্ডিত পরিচয় কাজে এল না।

কংগ্রেসের দখলে নুহ, এক ধাপ নেমে বিজেপি তৃতীয়

রাহুল গান্ধির সঙ্গে নুহ-এর কংগ্রেস প্রার্থী আফতাব আহমেদ।

নুহ, ৮ অক্টোবর: 'নুহ'-তে নজর ছিল সবার। ২০২৩-এর দাঙ্গার পর দেশ-বিদেশে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল নুহ। হরিয়ানায় বিধানসভা নির্বাচনে নজরকাড়া আসন হিসেবে প্রথম সারিতে ছিল নুহ। এই আসনে বিজেপিকে তৃতীয় স্থানে পাঠিয়ে কংগ্রেস প্রার্থী আফতাব আহমেদ ৪৬৯৬৩ ভোটে জয়ী হয়েছেন। দ্বিতীয় স্থান দখল করেছেন আইএনএলডি প্রার্থী তাহির হোসেন। মুসলিম অধ্যুষিত নুহে হিন্দু ভোট একজোট করতে হিন্দু প্রার্থী দাঁড় করিয়ে ছিল বিজেপি। কিন্তু নুহে বিজেপির সেই ধর্মীয় মেরুকরণের কৌশল কাজে দেয়নি। বিজেপি প্রার্থী ১৫৯০২ ভোট পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে।

নুহ বিধানসভায় প্রায় ২ লাখ ভোটার। এই আসনে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লোকদল প্রার্থী করেছে প্রাক্তন বিধায়ক জাকির হুসেনের ছেলে তাহির হুসেনকে। বিজেপির প্রার্থী ছিলেন বিদায়ী নায়েব সিং সাইনি সরকারের মন্ত্রী সঞ্জয় সিং এবং আপ-এর হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন প্রাক্তন গভর্নর আখলাক-উর-রহমান কিদওয়াইয়ের নাতনি রাবিয়া কিদওয়াই। তিনিই প্রথম মহিলা প্রার্থী যিনি নুহ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। গত ৫ অক্টোবর নুহ সহ পুরো হরিয়ানার বিধানসভা নির্বাচন হয়। কংগ্রেসের আফতাব আহমেদ মোট ৯১৮৩৩ ভোট পেয়েছেন। দ্বিতীয় স্থানে থাকা আইএনএলডি-র তাহির হোসেন ৪৪৮৭০ ভোট এবং বিজেপির সঞ্জয় সিং পেয়েছেন ১৫৯০২ ভোট। ২০১৯-এর বিধানসভা নির্বাচনেও নুহ আসনে জয়ী হয়েছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী আফতাব আহমেদ। সেবার বিজেপি প্রার্থী ছিলেন জাকির হুসেন। আফতাব আহমেদ মাত্র ৪ হাজার ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে ছিলেন জাকির হুসেনকে।

২০১৪-র হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ করে প্রথমবার সরকার গড়েছিল বিজেপি। রাজ্যে এমন অনেক আসন আছে যেগুলোতে বিজেপি কখনই দাপট দেখাতে পারেনি। তার মধ্যে রয়েছে নুহ। এই আসনটি নিজেদের দখলে আনতে চেষ্টার কোনও কসুর করেনি। এমনকী ধর্মীয় মেরুকরণের তাস খেলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি। হিন্দু কার্ড খেলতে এবার সঞ্জয় সিংকে নুহর প্রার্থী করেছিল বিজেপি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজেপির মনোবাঞ্ছা পূরণে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন নুহর আমজনতা।

উল্লেখ্য, ২০২৩-এ ৩১ জুলাই বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নুহতে ধর্মীয় শোভাযাত্রার ডাক দিয়েছিল। সেই শোভাযাত্রায় গোরক্ষক ও দুই মুসলিম যুবককে বন্ধ গাড়িতে পুড়িয়ে মারার অভিযোগে অভিযুক্ত মনু মানেসর সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন, তিনিও ওই শোভাযাত্রায় হাজির থাকবেন। এই পোস্ট ভাইরাল হওয়ার পর নুহতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়তে থাকে। তার ফলস্বরূপ নুহতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। দাঙ্গায় এক ইমাম-সহ ৬ জন নিহত হয়েছিলেন।

কংগ্রেস-বিজেপি হার-জিতের ব্যবধান ১ শতাংশেরও কম!

চণ্ডীগড়, ৮ অক্টোবর: 'আপ যতগুলি আসন চাইছে, তা দিতে গেলে কংগ্রেসের ক্ষতি হবে।' সেপ্টেম্বরের গোড়ায় এআইসিসির সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপালের সঙ্গে আপ সাংসদ রাঘব চড্ডার হরিয়ানা বিধানসভায় আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনার মধ্যেই এ কথা বলেছিলেন কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র সিংহ হুডা। মঙ্গলবার গণনার ফল বার্তা দিল, অরবিন্দ কেজরীওয়ালের দলের সঙ্গে সমঝোতা হলে হরিয়ানায় বিজেপির মোকাবিলায় সামান্য হলেও সুবিধা পেত কংগ্রেস।

২০১৯ সালের বিধানসভা ভোটে ২৮ শতাংশের বেশি ভোট পেয়ে ৩১টি আসনে জিতে দ্বিতীয় হয়েছিল কংগ্রেস। এ বার আসনসংখ্যায় বিজেপির তুলনায় পিছিয়ে থাকলেও ভোট শতাংশের হিসাবে কংগ্রেস প্রায় তুল্যমূল্য। হরিয়ানায় এবার কংগ্রেসের ঝুলিতে গিয়েছে প্রায় ৩৯.১ শতাংশ ভোট। আর বিজেপি পেয়েছে প্রায় ৩৯.৯ শতাংশ। অর্থাৎ, দু'দলের ভোটের ব্যবধান এক শতাংশেরও কম। এমনটা যে হতে পারে তা আগাম আঁচ করে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সেপ্টেম্বরের গোড়ায় দলের জাতীয় নির্বাচনী কমিটির বৈঠকে আপের সঙ্গে আসন সমঝোতার উপর জোর দিয়েছিলেন দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে সায় দিয়েছিলেন সাংসদ কুমারী শৈলজা, এআইসিসির মুখপাত্র রণদীপ সিংহ সুরজেওয়ালার মতো নেতারাও। কিন্তু একদা কংগ্রেসের 'বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী' জি-২৩-এর সদস্য হুডা কোনও অবস্থাতেই সমঝোতা চাননি। সূত্রের খবর, প্রাথমিক ভাবে ১০টি আসন চেয়েছিল আপ। শেষ পর্যন্ত আপের তরফে আটটি আসন চাওয়া হলেও তা দিতে রাজি হননি, হরিয়ানার বিদায়ী বিধানসভার বিরোধী দলনেতা হুডা। আপের ভোট যুক্ত হলে বিশেষত, দক্ষিণ হরিয়ানার গুরুগ্রাম, ভিওয়ানি-মহেন্দ্রগড়ের মতো এলাকায় কংগ্রেসের সুবিধা হত বলে মনে করছে দলের একাংশ।

লক্ষ্মীবাঈয়ের মূর্তি বসল ঈদগাহ পার্কে

মূর্তি বসানো নিয়ে দিল্লির শাহি ঈদগাহ পার্কে উত্তেজনার ছবি।

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর: দিল্লি প্রশাসনের দাবিই মান্যতা পেল হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চেও। লক্ষ্মীবাঈয়ের মূর্তি বসলে নামাযে কোনও ধরনের বাধা আসবে না প্রশাসনের এই যুক্তিতে সিলমোহর কোর্টের। উপরন্তু দিল্লি হাইকোর্ট জানাল রানি লক্ষ্মীবাঈ কোনও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব না। স্বাধীনতা সংগ্রামী। পার্কের এক কোণে তাঁর মূর্তি থাকলে অসুবিধা কেন হবে। তাছাড়া কমিটির দাবি ছিল এটা ওয়াকফ সম্পত্তি আর সেই সম্পত্তিতে জবর দখল চলতে পারে না। কিন্তু হাইকোর্ট সেই যুক্তি মানতে চাইল না। হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ ঈদগাহ পার্কে এই মূর্তি বসানো নিয়ে কোনও নিষেধাজ্ঞা দেয়নি তাই ঈদগাহ কমিটি ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করে ছিল। কিন্তু কমিটির আইনজীবী আদালতে জানান উভয় পক্ষের মধ্যে কোর্টের বাইরে সমঝোতা হয়েছে তাই এই মামলা আর চালানো হবে না। হাইকোর্ট আর্জি খারিজ করে দেওয়ায় আপাতত দিল্লির ঈদগাহ পার্ক বিতর্ক স্তিমিত হয়ে গেল। যদিও কমিটির আইনজীবী আদালতে জানিয়েছেন এই ময়দান মুঘল আমল থেকে নামায পড়ার জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কমপক্ষে ৫০ হাজার মানুষ এখানে একসঙ্গে নামায আদায় করতে পারেন। সরকারি গেজেটেও ১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয়েছে যে এটি ঐতিহাসিক ও প্রাচীন সম্পত্তি। এই বিশাল ফাঁকা ময়দানটি দাবি করতে থাকে দিল্লি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি। হাইকোর্টের মামলার পরিপ্রেক্ষিতে এবং ডিডিএ-র নির্দেশের মধ্য দিয়ে এটা প্রমাণ হয়ে গেল ওয়াকফ সম্পত্তি প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে প্রশাসন। তেমনই প্রমাণ হয়ে গেল এখানে নামাযে কোনও প্রকার বাধা সৃষ্টি হবে এমন কোনও কাজ করা যাবে না। তবে ঈদগাহ কমিটি জানিয়েছিল তারা মহারানি লক্ষ্মীবাঈকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে কিন্তু ওয়াকফ সম্পত্তি জবরদখল একটি অন্য বড় ইস্যু। ডিডিএ এই মূর্তির জন্য পার্কের মধ্যে আলাদা ব্যারিকেড করে দিয়েছে মামলা চলাকালীন। হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ স্থগিতাদেশ না দেওয়ার ফলে ঈদগাহ কমিটি আইনি লড়াই চালিয়ে যেতে চেয়েছিল কিন্তু কোনও কারণে ডিডিএ-র সঙ্গে সমঝোতা করে ঈদগাহ কমিটি বিতর্কে ইতি টানতে চাইল বলে মনে করা হচ্ছে।

অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ভালো নয়: কেজরি

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর: ভোটের ফলাফলের সবচেয়ে বড় পাঠ হল নির্বাচন নিয়ে কখনোই অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হওয়া ভালো নয়, হরিয়ানায় বিধানসভার রেজাল্ট থেকে এমনই শিক্ষা নিলেন বলে জানালেন আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। হরিয়ানায় কংগ্রেসকে টক্কর দিয়ে এগিয়ে গিয়েছে বিজেপি। খাতা খুলতে পারেনি আপ। ৯০টি আসনের মধ্যে ৫০টিতে এগিয়ে রয়েছে গেরুয়া শিবির। বুথফেরত সমীক্ষায় বলা হয়েছিল, এবারের হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস নজরকাড়া ফল করবে। কিন্তু ভোটের ফল বের হতে না হতেই সমীক্ষা উলটে গেল। বাস্তবে হরিয়ানায় বিজেপি তৃতীয়বার সরকার গঠন করতে চলেছে। খাটেনি আপের ভবিষ্যদ্বাণীও। কেজরিওয়াল হরিয়ানায় ভোট প্রচারের সময় বলেছিলেন, আপ সমর্থন ছাড়া রাজ্যে কোনও সরকার গঠন করা সম্ভব না। কিন্তু আজ আপের সেই গর্বেরই পতন হল বলা যায়। তার পরেই আত্মসমালোচনা করে হরিয়ানায় ভোটের ফলাফলের থেকে শিক্ষা পেলেন বলে জানালেন কেজরিওয়াল। আপ নেতার মন্তব্য, কোনও নির্বাচনকেই হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়। প্রতিটি নির্বাচন, প্রতিটি আসনেই লড়াই কঠিন। মঙ্গলবার আপ মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলরদের এক সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে এই বক্তব্য রাখেন কেজরিওয়াল।

উল্লেখ্য, হরিয়ানায় মুখ থুবড়ে পড়েছে আপ। কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সংখ্যা নিয়ে মতবিরোধ থাকায় হরিয়ানায় জোট গড়তে পারেনি আপ। কংগ্রেস দ্বারা ৯টি আসন দেওয়ার দাবি নাকচ করার পরে আপ রাজ্যের মোট ৯০টি আসনের মধ্যে ৮৯টি স্বতন্ত্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। গণনা শুরু হতে দেখা যায় বিজেপি আর কংগ্রেসের থেকে প্রতিটি আসনে পিছিয়ে আপ।

আবগারি দুর্নীতি মামলায় ইডি-সিবিআইয়ের গ্রেফতারিতে নাস্তানাবুদ হতে হয়েছিল দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে। দীর্ঘ কারাবাসের পর জামিনে মুক্ত হতেই হরিয়ানার নির্বাচনী প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন কেজরিওয়াল।

হিন্দু এলাকায় ভিক্ষা করার 'অপরাধ'-এ নির্মম প্রহার

বিদ্বেষের ইউপি! রেহাই নেই ভিক্ষুকদেরও

লখনউ, ৮ অক্টোবর: উত্তরপ্রদেশের আমেথিতে এক বয়স্ক মুসলিম ভিক্ষুককে নির্মমভাবে মারধর করা হয়েছে।

এই মর্মান্তিক ঘটনাটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। প্রচারিত ভিডিয়োটিতে দেখা যাচ্ছে যে, একজন বয়স্ক মুসলিম ভিক্ষুককে নির্মমভাবে মারধর করা হচ্ছে। ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, এক হিন্দু ব্যক্তি নির্দয়ভাবে ভিক্ষুককে লাঠি দিয়ে আক্রমণ করছেন। কারণ ওই দরিদ্র বৃদ্ধ ভিক্ষুক হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় ভিক্ষা করছিলেন। সাহায্যের জন্য হিন্দু ভাইদের কাছে অনুরোধ করছিলেন।

ঘটনাটিতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। সমাজের দুর্বল এক ব্যক্তির সঙ্গে এই ধরনের নির্মম আচরণে এলাকার বাসিন্দারা ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

ভিডিয়োটি, যা অনলাইনে ভাইরাল হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে মারধর করার পর বৃদ্ধ লোকটি রাস্তায় বসে কান্নাকাটি করছে। আক্রমণকারী ভিক্ষুককে গালিগালাজ করছে। যে লোকটি ওই বৃদ্ধকে মারধর করছিল সে চিৎকার করে বলছে, 'তোমার এখানে থাকার কোনও অধিকার নেই'। প্রত্যক্ষদর্শীরা হামলার নিষ্ঠুর প্রকৃতি তুলে ধরে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

সংবাদ সংস্থা সূত্রে বলা হয়েছে, ভিক্ষুকের একমাত্র দোষ ছিল, এমন একটি স্থানে ভিক্ষা চাওয়া যেখানে তার ধর্মীয় পটভূমির কারণে তাকে শত্রুতার মুখোমুখি করা হয়েছিল। স্থানীয় সংবাদ আউটলেট জি নিউজ জানিয়েছে যে, ঘটনাটি সম্প্রদায়ের অনেকের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। এলাকার মুসলিমরা ন্যায়বিচার এবং প্রতিকার চেয়েছেন।

আমেঠি পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। আমেঠি পুলিশের অফিসিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্টে বলা হয়েছে, 'মামলাটি মোহনগঞ্জ থানার। হামলার জন্য দায়ী ব্যক্তিকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, দুর্বলদের সুরক্ষার জন্য শক্তিশালী ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন এবং সহিংসতার ঘটনার নিন্দা করেছেন। একজন টুইটার ব্যবহারকারী মন্তব্য করেছেন, 'এটা অগ্রহণযোগ্য! আমরা কীভাবে আমাদের সমাজে এমন বর্বর আচরণের অনুমতি দিতে পারি? এ ধরনের অপকর্মের বিরুদ্ধে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।'

অন্য একজন ব্যবহারকারী অনুরূপ অনুভূতির প্রতিধ্বনি করে বলেছেন, 'কেউই তাদের ধর্ম নির্বিশেষে এইরকম আচরণ করতে পারেন না। এটা আমাদের মানবতার লজ্জা।' পার্শ্ববর্তী এলাকার মুসলিম নেতা ও সাধারণ মানুষজন বলেছেন, 'এই ঘটনা শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির উপর হামলা নয়; এটি গভীরভাবে বসে থাকা ধর্মীয় কুসংস্কারের প্রতিফলন, যা সমাধান করা দরকার। আমাদের অবশ্যই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বোঝাপড়া এবং সহনশীলতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করতে হবে।' তদন্ত শুরু হলেও এমন জঘন্য সহিংসতার শিকার বৃদ্ধ ব্যক্তি ন্যায়বিচার পাবেন কি না, তাতে সন্দেহ রয়েছে এলাকাবাসীর।

পরপুরুষের সঙ্গে মুসলিম যুবতীর করমর্দন শরীয়াহ বিরোধী! মামলা গড়াল হাইকোর্টে

তিরুবনন্তপুরম, ৮ অক্টোবর: মুসলিম যুবতী পরপুরুষের সঙ্গে হ্যান্ডশেক বা করমর্দন করে শরীয়াহ বিরোধী কাজ করেছে। ভিডিয়ো ছড়িয়ে এই অভিযোগ করায় অভিযুক্ত হয়ে গেলেন খোদ অভিযোগকারী। মহিলার সম্মানহানি ও উত্তেজনায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ আনা হয় পুলিশের পক্ষ থেকে এই ভিডিয়োকারীর বিরুদ্ধে। হাইকোর্টে রিলিফ চাইতে গেলে কোর্ট এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করার রায় দেয়। ঘটনাটি কেরলের। আবদুল নওশাদের মনে হয়েছে আইনের দ্বিতীয় বর্ষের ওই ছাত্রীটি স্টেজের উপর পুরস্কার নেওয়ার সময় এক মন্ত্রীর সঙ্গে করমর্দন করে শরীয়াহ আইনের বিরোধী কাজ করেছে। সেই করমর্দনের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে জানতে চেয়েছেন এটি শরীয়াহ আইন লঙ্ঘন কিনা। ছাত্রীটি পরে ভিডিয়োর খবর জানতে পারেন এবং এফআইআর দায়ের করেছেন নওশাদের বিরুদ্ধে। মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হোক এই আর্জি নিয়ে কেরল হাইকোর্টে আসেন নওশাদ। হাইকোর্টের বিচারপতি পিভি কুন্নি কৃষ্ণন বলেন, করমর্দন হচ্ছে একটি পরম্পরা। শুভেচ্ছা জানানো বা সৌজন্যের খাতিরে করমর্দন করা হয়। বন্ধুত্ব শ্রদ্ধা সম্মান ও সংহতি জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে করমর্দন একটি সামাজিক রীতি। সেই সঙ্গে শরীয়াহ আইন নিয়েও বিচারপতির অভিমত উল্লেখ্য নীয়। বিচারপতি কুন্নি কৃষ্ণান বলেন, ইসলাম ধর্মে মহিলার জন্য পরপুরুষের শরীরের কোনও অংশে স্পর্শ করার অনুমতি নেই। করমর্দনকে হারাম আখ্যা দেওয়া হতে পারে। ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী পরপুরুষের ছোঁয়া এড়িয়ে চলার উদ্দেশ্য হল মহিলার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করা। কেন-না করমর্দনের মাধ্যমেও সমাজে ফিতনা তৈরির সম্ভাবনা থাকে, নৈতিকতার সীমানা ভঙ্গ হয়ে যায় এর মধ্য দিয়ে। কিন্তু কোর্ট মনে করে কারও ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিষয়। ইসলাম ধর্মেও বাড়াবাড়ির নিয়ম নেই। আমরা কাউকে জবরদস্তি করতে পারি না আমাদের নিয়ম নীতি মানার জন্য। কেউ যদি ধর্মীয় অনুশীলন মেনে না চলে বা ইবাদাতে অংশ না নেয় সেটা তার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। সুতরাং, এই মামলায় ওই ছাত্রীটির উপর কেউ জোর খাটাতে পারে না। তার করমর্দনের ছবি ভিডিয়ো করে ছড়িয়ে দিয়ে তাকে অপমান বা হেয় করার চেষ্টা হয়েছে। তাই ভিডিয়ো পোস্ট করা ব্যক্তির উপর পুলিশের মামলা অনুচিত কাজ নয়। পুলিশ মামলা করতে পারে ওই ব্যক্তির উপর। উল্লেখ্য, ওই মুসলিম ছাত্রীটি কোঝিকোড়ের মারকাজ আইন কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিল। সে-সময়, কলেজের অনুষ্ঠানে পুরস্কার নিতে আসা ওই ছাত্রী কেরলের এক মন্ত্রীর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করেছিলেন। সেই মামলায় কেরল হাইকোর্ট জানিয়ে দিল ভারতীয় সংবিধান ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। শরীয়াহর নিয়ম সংবিধানের ঊর্ধ্বে হতে পারে না।

বিজেপি নয়, ৩৭০-এর পক্ষেই ভোট কাশ্মীরে

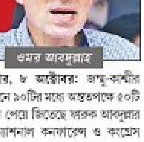

ওমর আবদুল্লাহ

শ্রীনগর, ৮ অক্টোবর: জম্মু-কাশ্মীর নির্বাচনে ৯০টির মধ্যে অন্ততপক্ষে ৫০টি আসন পেয়ে জিতেছে ফারুক আবদুল্লার দল ন্যাশনাল কনফারেন্স ও কংগ্রেস জোট। রাত আটটা পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী, ন্যাশনাল কনফারেন্স ৪২টি সিটে জয়লাভ করেছে। ফারুক আবদুল্লাহ, ওমর আবদুল্লাহদের দলের উপর আস্থা রেখেছে উপত্যকা। ২০১৯ সালে ৩৭০ ধারা রদের পর নানা সমস্যায় জর্জরিত কাশ্মীর। রাজ্যের তকমাও হারিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এই নির্বাচন তাদের কাছে আশার আলো। আদতে ৩৭০ ধারা ফিরিয়ে আনার পক্ষেই ভোট দিল উপত্যকাবাসী। এই নির্বাচনে যে দল সরকার গড়বে, তারা কাশ্মীরকে কিছুটা হলেও ভরসা জোগাতে পারবে। এক দশক পর এমন চমকপ্রদ ফলে উচ্ছ্বসিত আবদুল্লাহ পরিবার। ওমর গান্দরবল ও বুদগাম দুই আসন থেকেই জিতেছেন। ফের তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কুরসিতে বসবেন বলে শোনা যাচ্ছে। ভোটের ময়দানে দলকে জেতানোর জন্য জম্মু-কাশ্মীরের মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ফারুক। সাংবাদিকদের তিনি বলেছেন, দশ বছর পরে মানুষ তাদের রায় দিয়েছে। তাদের সমস্ত আশা পূরণের চেষ্টা করব। পুলিশ-রাজ বন্ধ হবে। নিরাপরাধদের জেল থেকে মুক্ত করা হবে। সংবাদমাধ্যম স্বাধীনতা ফিরে পাবে। হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ফিরিয়ে আনব।

বিজেপি কাশ্মীরে ভোটপ্রচারের সময় বারবার আবদুল্লাহ পরিবারের উপর তোপ দেগেছে। আবদুল্লাহ, মুফতি ও গান্ধি পরিবারের জন্য উপত্যকার মানুষ ভুগছে বলে মন্তব্য করেন মোদি-অমিত শাহ। 'পরিবার'তন্ত্রকে উচ্ছেদ করার ডাক দিয়েছিলেন তারা। কিন্তু কাশ্মীরের মানুষ তাদের কথায় কর্ণপাত করেননি। আস্থা রেখেছেন 'আপনজন' ওমর আবদুল্লাহদের উপরেই। এখনও যে উপত্যকায় ন্যাশনাল কনফারেন্সের দাপট রয়েছে তা আরও একবার প্রমাণ করল এই নির্বাচনী ফলাফল।

নাবালিকার দেহ নিয়ে বিক্ষোভ পুলিশ গাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর

পুবের কলম প্রতিবেদক, জয়নগর

কুলতলিতে পুলিশের গাড়িতে হামলা উত্তেজিত জনতার।

জয়নগরের নাবালিকা নির্যাতন ও খুনের ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা কমছে না। কৃপাখালি ও মহিষমারি এলাকায় সোমবার রাত থেকে শুরু হয়ে মঙ্গলবার সকালে বিক্ষোভ চলে। কল্যাণীতে ময়নাতদন্তের পর

নিহতের বাড়িতে সাংসদ প্রতিমা

সোমবার কৃপাখালিতে নিয়ে যাওয়া হয় নাবালিকার দেহ। সকালে মহিষমারি ফাঁড়ি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন স্থানীয়রা। পুলিশ বাধা দিতেই দেহ রেখে বিক্ষোভ এলাকাবাসীদের। দফায় দফায় মিছিল ও প্রতিবাদ চলতে থাকে এবং মঙ্গলবার শিশুকন্যার শেষকৃত্য হয়। মঙ্গলবার ভাঙচুর চলে পুলিশের গাড়িতে। এক পর্যায়ে কার্যত পালিয়ে বাঁচতে হয় পুলিশকে।

আর জি কর কাণ্ডের পর জয়নগরে ঘটে গিয়েছে নারকীয় ঘটনা। ৯ বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণ-খুনের প্রতিবাদে সোমবার রাতেও বিক্ষোভ চলল কুলতলি, জয়নগরে। কল্যাণী জেএনএম হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পর রাতে এলাকায় ফেরে দেহ। তখনই দেহ আগলে বিক্ষোভে শামিল হন পার্শ্ববর্তী প্রায় ৭- ৮টি গ্রামের বাসিন্দারা। গভীর রাত পর্যন্ত পরিস্থিতি সামাল দিতে রীতিমত বেগ পেতে হয় পুলিশকে। সকালেও শেষকৃত্যের আগে পর্যন্ত মিছিল বিক্ষোভে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়। এখনও থমথমে এলাকা।

মঙ্গলবার দুপুরে নির্যাতিতার বাড়িতে যান জয়নগরের তৃণমূল সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল। বিচার ব্যবস্থার উপরে ভরসা রেখে তিনি দোষীদের চরম শাস্তি দেওয়ার দাবি জানান। প্রতিমা বলেন, 'যার এখন পড়াশোনা করার কথা ছিল, তার গলায় মালা দিতে হচ্ছে। আমার বলার কিছু নেই। জনপ্রতিনিধি হিসাবে বলতে পারি, যে কোনও প্রয়োজনে আমি ওই পরিবারের পাশে রয়েছি।'

জয়নগরের মহিষমারি বাজারে কেনাবেচা চলছে ধীর গতিতে, তবে দফায় দফায় টহল দিচ্ছে পুলিশের গাড়ি। এলাকায় রয়েছে পুলিশ পিকেটও।

ডগ স্কোয়াড এবার আরও শক্তিশালী

পুবের কলম প্রতিবেদক, ডায়মন্ড হারবার: ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার ডগ স্কোয়াডে যুক্ত হয়েছে নতুন দুই সদস্য, যাদের নাম হেজেল এবং অ্যানি। ল্যাব্রেডর প্রজাতির কুকুর এবং ব্যারাকপুরের পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে প্রশিক্ষণ শেষ করে ডায়মন্ড হারবারে ডিউটিতে যোগ দিয়েছে। এই কুকুর দুটি অপরাধ চিহ্নিতকরণ এবং বিস্ফোরক খুঁজে বের করার

ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলা

ক্ষেত্রে বিশেষভাবে দক্ষ।

ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্থানীয় জনগণের নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। উৎসবের মরশুমে পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও উন্নত করতে এই কুকুরগুলোকে যুক্ত করা হয়। হেজেল এবং অ্যানি অপরাধী গা-ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করলে তা শনাক্ত করতে সক্ষম। এতদিন ডগ স্কোয়াডের দায়িত্বে ছিলেন লিজা এবং থেস, তবে থেস কিছুদিন আগে অসুস্থ হয়ে মারা যান। লিজার অবসরের সময় এসেছে, কিন্তু তাকে এখনও কিছু সময় কাজ করতে হবে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুর্গাপুজো মিটে গেলে লিজার অবসরের ঘোষণা করা হবে। বর্তমানে হেজেল এবং অ্যানি স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর কাজে ব্যস্ত। তাদের দক্ষতা এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও নিশ্ছিদ্র করবে, যা স্থানীয় জনগণের মধ্যে আস্থা জাগাতে সাহায্য করবে।

****

পরিবেশ কর্মীদের তৎপরতা মায়ের কোলে ফিরল ৩ ছানা বাঘরোল

মুহাম্মদ রাকিব, উলুবেড়িয়া: পরিবেশ কর্মীদের তৎপরতায় বাঘরোল শাবকরা ফিরে গেল তার মায়ের কাছে। বাগনানের খানপুরে এক গোয়ালঘরে তিন শাবক কে নিয়ে ঢুকে পড়েছিল মা বাঘরোল। বিষয়টি জানতে পেরে এলাকার বাসিন্দা পরিবেশপ্রেমী প্রদীপ প্রামানিক যোগাযোগ করেন পরিবেশ-সংস্থা গ্রীন চেন মুভমেন্টের কর্ণধার প্রদীপ রঞ্জন রীতের সঙ্গে। এরপর দুই পরিবেশকর্মী শাবকগুলিকে বন দফতরের হাতে তুলে না দিয়ে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেন। যেখান থেকে বাঘরোলশাবকগুলিকে পাওয়া গিয়েছিল তারপাশেই একটু নির্জন জায়গা দেখে তিনটি শাবককে রেখে দূর থেকে নজরদারি চালাতে থাকে পরিবেশ কর্মীরা। বেশ কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষার পর দেখা যায় মা বাঘরোল ওই স্থানে পৌঁছে এক এক করে মুখে করে তুলে নিয়ে যায় শাবক গুলিকে।

পরিবেশ কর্মী প্রদীপ প্রামানিক বলেন, 'আমি খুব খুশি এদেরকে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিতে। কুকুর হয়তো এদের মেরে ফেলতে পারত।' গ্রীন চেন মুভমেন্টের পরিচালক প্রদীপ রঞ্জন রীত বলেন, 'দীর্ঘ উদ্বেগের প্রহর কেটেছে। শাবকগুলি এত ছোট ছিল যে মা ছাড়া এদের বাঁচানো অসম্ভব ছিল।'

উদ্ধার হওয়া বাঘরোল

তিনি বলেন, 'বাঘরোল বা গোবাঘা হল ১৯৭২ সালের বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইন অনুসারে সিডিউল ওয়ান প্রাণী। অর্থাৎ এরা অস্তিত্বের নিরিখে চরমভাবে সঙ্কটাপন্ন। এদের সংখ্যা খুব কমে গেছে। হাওড়ার জলাজঙ্গলাকীর্ণ জায়গাতে এদের বেশী দেখা মেলে। এদের যত্ন সহকারে টিকিয়ে রাখা দরকার। অনেক সময় ভুল ধারণা থেকে আতঙ্কে মানুষ এদের পিটিয়ে মারে। ইদানীং গ্রামীণ সড়কগুলিতেও বহু বাঘরোল দুর্ঘটনায় মারা পড়ছে। সরকারের কাছে আবেদন বাঘরোল সহ অন্যান্য গ্রামীণ বন্যপ্রাণীগুলিকে টিকিয়ে রাখতে প্রতি ব্লকে কিছু কিছু জলাজঙ্গল অধিগ্রহণ করা হোক।'

মরহুম হাজী নুরুলের রুহের মাগফিরাতে দোয়ার মজলিশ

পুবের কলম প্রতিবেদক: গত ২৫ সেপ্টেম্বর বসিরহাটের তৃণমূল সাংসদ হাজী নুরুল ইসলাম ইন্তেকাল করেছেন। গত লোকসভা নির্বাচনে বসিরহাট কেন্দ্রে তাঁকে প্রার্থী করার পর অসুস্থতার কারণে বেশ কয়েক বার হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল নুরুলকে। তবে ২৫ সেপ্টেম্বর বুধবার নন্দপুকুরের বয়রা গ্রামে নিজের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। নুরুলের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নুরুলের পরিবারকে শোকবার্তা জানিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

মরহুম সাংসদের রুহের মাগফিরাত কামনায় সোমবার সন্ধ্যায় দোয়ার মজলিশ অনুষ্ঠিত হয় বসিরহাট আমিনিয়া মাদ্রাসা কমিটির পক্ষ থেকে। মজলিশে ছিলেন সমাজসেবী আবু ইসাহক গাজি, সভাপতি হাফেজ আবু বক্কর সিদ্দিক, সমাজসেবী মাওলানা আবদুর রহমান বিশ্বাস, মাওলানা গোলাম মোস্তফা-সহ মাদ্রাসার প্রায় এক হাজার পড়ুয়া-সহ মাদ্রাসা কমিটির কর্মকর্তারা। মজলিশে দোয়ার পাশাপাশি তাঁরা নুরুল সাহেবের জীবনের নানান দিক তুলে ধরেন।

গত লোকসভা নির্বাচনের আগে বসিরহাট কেন্দ্রের অন্তর্গত সন্দেশখালি তৃণমূলের জন্য বড় দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শাহজাহানের অনুগামীদের হাতে মার খেতে হয়েছিল ইডি আধিকারিকদের। শাহজাহান-সহ একাধিক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে

বসিরহাট

অত্যাচারের অভিযোগ তুলে গ্রামবাসীরা পথে নামেন। বিজেপি এই আন্দোলনকে হাতিয়ার করে চালাও নির্বাচনী প্রচারে নেমেছিল। আন্দোলনের ঝাঁজ যত বাড়ছিল, ততই বাড়ছিল তৃণমূলের দুশ্চিন্তাও। অনেকে মনে করেছিলেন সন্দেশখালির কারণে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্র তৃণমূলের হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। তবে শেষমেশ বসিরহাট থেকে হাজী নুরুল ইসলাম কয়েক লক্ষ ভোটের ব্যবধানে বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রকে হারিয়ে জয়ী হয়েছিলেন। নির্ঘাত বিপর্যয়ের হাত থেকে সে-সময় নুরুল ইসলাম দলকে রক্ষা করেছিলেন নিজ রাজনৈতিক ক্যারিশ্মায়।

হারিয়ে যাওয়া ৫০টি মোবাইল ফেরত পুলিশের

এম এ হাকিম, বনগাঁ: বিভিন্ন সময়ে খোয়া যাওয়া ৫০টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রাপকদের হাতে ফিরিয়ে দিল পুলিশ। মঙ্গলবার বনগাঁ পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে গাইঘাটা থানায় 'প্রাপ্তি' নামক এক অনুষ্ঠানে মোবাইল ফোন ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

মোবাইল মালিকরা বলেন, মোবাইল খোয়া যাওয়ার পরে পুলিশকে জানিয়েছিলাম। ভাবিনি যে, ফের তা ফিরে পাবো। পুজোর মধ্যে মোবাইল ফিরে পেয়ে খুব ভালো লাগছে। বনগাঁর এসডিপিও অর্ক পাঁজা বলেন, গাইঘাটা এলাকায় যেসব মোবাইল হারিয়ে গিয়েছিল, আমরা সেগুলোকে ট্র্যাক করে তাদের মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দিতে পেরেছি। বনগাঁ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার দীনেশ কুমার মোবাইল মালিকদের হাতে তা তুলে দিয়েছেন যাতে পুজোর মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা না হয়।

পুজোর ক'টা দিন রাতভর ফেরি সার্ভিস নবদ্বীপে

পুবের কলম প্রতিবেদক, নদিয়া: নবদ্বীপ, স্বরূপগঞ্জ এবং মায়াপুরের মধ্যে পুজোর দিনগুলিতে সারা রাত ফেরি পরিষেবা চলবে। নবদ্বীপ ফেরিঘাট কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে অতিরিক্ত ৫টি যন্ত্রচালিত নৌকা এবং ১টি লঞ্চ চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ষষ্ঠীর দিন থেকে দশমী পর্যন্ত, এই পরিষেবা ভোর সাড়ে ৫টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত চলবে।

ফেরিঘাট সূত্রে জানা গেছে,

নদিয়া

প্রতিদিন নবদ্বীপ থেকে স্বরূপগঞ্জের মধ্যে ৩টি, নবদ্বীপ থেকে মায়াপুরের মধ্যে চারটি এবং হুলোরঘাট থেকে স্বরূপগঞ্জের মধ্যে ২টি নৌকা চলাচল করে। এ ছাড়া নবদ্বীপ ও মায়াপুরের মধ্যে ৩টি লঞ্চও চলাচল করে। নবদ্বীপ থানা ফেরিঘাট কর্মচারী ইউনিয়নের সম্পাদক আশিস ঘোষ জানিয়েছেন, পুজোর সময় ৪টি লঞ্চ এবং ১৩টি নৌকা চলাচল করবে। নিরাপত্তার দিকে খেয়াল রাখার জন্য ঘাটে ২৩ জন কর্মী নিয়োজিত থাকবে। রাত ১১টার পর পারাপারের প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত ভাড়া দিতে হবে। নিরাপত্তার জন্য ফেরিঘাটে ১৬টি সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে, যা ঘাট কর্তৃপক্ষ মনিটরিং করে।

নবদ্বীপ জলপথ পরিবহণ সমবায় সমিতির কর্মকর্তা নারায়ণ অধিকারী জানান, পুজোর সময় সারারাত ফেরি পরিষেবা চালু রাখা হয়, তবে রাত ১১টার পর অতিরিক্ত ভাড়া দিতে হয়। সব নৌকা মিস্ত্রি দ্বারা নির্মিত এবং প্রতিটি নৌকায় খরচ হয় ৭০ থেকে ৮০ লক্ষ টাকা, যা তৈরি করতে চার থেকে ৫ মাস সময় লাগে।

মান বাড়লে বিক্রি বাড়বে বর্ধমানের সীতাভোগ, মিহিদানা ও ল্যাংচার

সফিকুল ইসলাম (দুলাল), বর্ধমান: বর্ধমানের ঐতিহ্যশালী সীতাভোগ-মিহিদানা এবং শক্তিগড়ের ল্যাংচা জিআই ট্যাগ পেলেও বর্তমানে তাদের মান ও অতিরিক্ত দাম নিয়ে মানুষের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হচ্ছে। কিছুদিন আগে শক্তিগড়ের ল্যাংচা বাজারে স্বাস্থ্য দফতরের একটি অভিযানের পর ব্যাপক ধাক্কা খায়। এরফলে সেখানে ব্যবসা অনেকটাই কমে গেছে। বাজারে অতিরিক্ত দাম এবং মানের অবনতি এ পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করেছে। যদিও তারা ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে, তবুও বাজারের হাল বেশ খারাপ।

প্রসঙ্গত, বর্ধমানের সীতাভোগ-মিহিদানার দামও বাড়তে শুরু করেছে। বর্তমানে বিভিন্ন দোকানে সীতাভোগ-মিহিদানা ২০০ থেকে ৪০০ টাকা কেজি দামে বিক্রি হচ্ছে। মানের অবনতি এবং উচ্চমূল্যের কারণে মানুষের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হচ্ছে। অনেকের মতে, শক্তিগড়ের ল্যাংচার মতো সীতাভোগ-মিহিদানারও ভবিষ্যতে বাজার পড়তে পারে। যদি এই পরিস্থিতি পরিবর্তন না হয়, তাহলে বর্ধমানের ঐতিহ্যশালী এই মিষ্টিগুলোর সুনাম ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এরফলে সংশ্লিষ্ট শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বহু মানুষ বেকার হয়ে পড়তে পারেন, যা স্থানীয় অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলবে।

কলকাতা থেকে ফেরার পথে আসানসোল-বর্ধমান-দুর্গাপুরের লোকেরা সিঙ্গুরে চা পান করত। সেই সিঙ্গুর অঞ্চলের ঐতিহ্যশালী চায়ের মানও সম্প্রতি নিম্নমুখী হয়েছে। কলকাতা ফিরে আসার পথে অনেক মানুষ এই চা পান করতেন, কিন্তু মানের অবনতি এবং অতিরিক্ত দামের কারণে এখন মানুষ সেই জায়গায় দাঁড়াতে চাইছেন না। অতিরিক্ত লোভ ও মুনাফা অর্জনের ফলে সম্ভাবনাময় রোজগারের জায়গাগুলো নষ্ট করছে ব্যবসায়ীরা। সাধারণ মানুষের তরফ থেকে আহ্বান জানানো হচ্ছে আপনারা সতর্ক হয়ে যান। আখেরে নিজেদেরই ক্ষতি। এই ব্যবসাকে নষ্ট হতে দেবেন না। অতিরিক্ত লাভ ও লোভ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন শুভাকাঙ্ক্ষী মানুষেরা।

সাতপুরুষ ধরে ডাকের সাজের ব্যবসা জজানের মালাকারদের

জৈদুল সেখ, কান্দি

পুজো মরশুমে হাসি ফোটে জজানের ডাকের সাজের কারিগরদের।

পুজো আসতেই জরি-চুমকির সাহায্যে দেবীর সোলার সাজ তৈরিতে ব্যস্ত থাকে গ্রামের পুরুষ-মহিলারা। সারাবছর গতানুগতিক কাজ চললেও প্রতিবছর দুর্গাপুজোর কয়েকমাস আগে কাজের চাপ বাড়ে। মুর্শিদাবাদের ভরতপুর ব্লকের জজান গ্রামের মালাকার পরিবার পুজো মরশুমে ব্যস্ত থাকে সাজ তৈরিতে। দেব-দেবীকে সাজাতে লাগে বিভিন্ন রকমের শোলার দ্রব্য। জজান গ্রামের জনার্দন মালাকার ও ঋণা মালাকার এখন সাজ তৈরিতে চরম ব্যস্ত। চলছে শেষ মুহূর্তের কাজ। দুর্গাপুজোর সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে অর্ডার আসে এই শোলার কাজের। ডাকের সাজে দুর্গাকে আরও ফুটিয়ে তুলতে নাওয়া-খাওয়া ভুলে ব্যস্ত থাকেন মালাকার শিল্পী দম্পতি।

এই ডাকের সাজ সাত পুরুষ ধরে করে আসছেন জনার্দন পরিবারের সদস্যরা। শুধু কান্দি মহকুমা নয় জেলার বিভিন্ন জায়গাতেই এই

ভরতপুর

হাতের তৈরি শোলার সাজ পাঠানো হয়। তবে শ্রমের তুলনায় বাজারে মূল্য পাওয়া যায় না। বর্তমানে জিনিসের দাম বৃদ্ধির কারণে শোলার কাজেরও সেভাবে দাম মিলছে না। ফলে কাজ করেও বেশি লাভবান হচ্ছেন না বলে দাবি শোলা শিল্পীদের। স্বাভাবিকভাবেই আগামী প্রজন্ম ক্রমশ এই শোলার কাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন।

শুধু কান্দি মহকুমা নয় জেলার বিভিন্ন জায়গাতেই এই হাতের তৈরি সোলার সাজ পাঠানো হয়। সোলার সাজের দাম ৫০ টাকা থেকে শুরু করে ৮-১০ হাজার টাকা বা তারও বেশি হয়ে থাকে। তবে কম দামের সাজের চাহিদা বেশি।

জনার্দন মালাকার বলেন, 'সারাবছর শোলা নিয়েই আমাদের স্বপ্ন শুরু হয়। শোলা নিয়েই শেষ। মাঝে দেবী এসে আমাদের সংসারে একটু হাসি ফুটিয়ে তোলে। আমরা আরও একটু স্বচ্ছল হই।'

ভাঙড় পরিদর্শনে সিপি মনোজ ভার্মা

মুহাম্মদ ফিরোজ, ভাঙড়: কলকাতার পুলিশ কমিশনার পদে দায়িত্ব নেওয়ার পর এই প্রথম ভাঙড়ে এলেন মনোজ ভার্মা। পঞ্চমীর দিন দুপুরে তিনি প্রথম ভাঙড় থানায় যান সেখান থেকে একে একে উত্তর কাশীপুর থানা, পোলেরহাট থানা এবং ডিসি অফিস ঘুরে দেখেন। প্রতিটি থানার পরিকাঠামো দেখার পাশাপাশি পুলিশের ব্যারাক ঘুরে দেখেন তিনি। ভাঙড়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে গিয়ে অফিসারদের কোনও সমস্যা হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারেও তিনি কথা বার্তা বলেন। কলকাতা পুলিশের দায়িত্ব নেওয়ার পর দু'বার ভাঙড়ে আসার কথা থাকলেও তিনি সময় করতে পারেননি, তবে মঙ্গলবার এলেন পূর্ব নির্ধারিত সময়ে। বছরের শুরুতে ৮ জানুয়ারি কলকাতা পুলিশের নতুন ডিভিশন হয় ভাঙড়। ৮টি থানা ও একটি ট্রাফিক গার্ড যুক্ত হয় এই ডিভিশনে। গত ন'মাসে কতগুলি করে মামলা হয়েছে সেই মামলার অগ্রগতি কী, এলাকায় কারা অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করছে সে-সবেরও খোঁজ নেন তিনি। এ দিন সিপির সঙ্গে ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (২) শুভঙ্কর সিন্হা সরকার, ভাঙড়ের ডিসি সৈকত ঘোষ-সহ অন্যান্য পদস্থ কর্তারা।

মঙ্গলবার জাঙ্গিপাড়ার বাগান্ডা হোমে আবাসিকদের হাতে শারদীয়ার উপহার তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক, জেলা সভাধিপতি, অ্যাডিশনাল এসপি, বিডিও, ওসি প্রমুখ। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন হুগলি জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ শামীম আহমেদ।

নাবালিকাকে ফুঁসলিয়ে ধৃত

সামিম আহমেদ, ঢোলাহাট: ঢোলাহাট থানা এলাকার এক নাবালিকাকে ফুঁসলিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে ঢোলাহাট থানার পুলিশ। অভিযুক্তের নাম প্রদীপ দেবনাথ (২৫)। তার বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের ১৩৮ ও ১৪০ ধারায় মামলা রুজু করে মঙ্গলবার কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। এদিন ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। জানা গিয়েছে, ঢোলাহাট থানা এলাকার ওই নাবালিকাকে গত ২০ সেপ্টেম্বর ফুঁসলিয়ে নিয়ে যায় প্রদীপ দেবনাথ। নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে ঢোলাহাট থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সোমবার গভীর রাতে সাগর থানার কোম্পানির চাড় এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে ঢোলাহাট থানার পুলিশ।

থানার উদ্যোগে দুস্থদের বস্ত্র

সফিকুল ইসলাম (দুলাল), গলসি: দুর্গাপুজোয় এলাকার দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াতে উদ্যোগ নিল গলসি থানা। থানার ওসি অরুন কুমার সোমের উদ্যোগে পাঁচ শতাধিক দুস্থ ও অসহায় মানুষকে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। দুর্গাপুজোর আনন্দকে সর্বস্তরের মানুষের জন্য আনন্দময় করে তুলতেই তাঁর এমন উদ্যোগ বলে জানা গেছে। ওসির এমন কাজের প্রশংসা করেছেন পুলিশ সুপার সায়ক দাস। উপস্থিত ছিলেন এসপি সায়ক দাস, অ্যাডিশনাল এসপি অর্ক ব্যানার্জী, ডিএসপি (ক্রাইম) সুরজিত মণ্ডল, সিআই শৈলেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়, ওসি অরুন কুমার সোম, বিধায়ক নেপাল ঘরুই সহ থানার সকল অফিসাররা। পুলিশের এমন কাজের প্রশংসা করেছেন স্থানীয়রা।

জানা গেছে, গলসি থানায় দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে অরুণবাবু মানুষের সঙ্গে মিশে কাজ শুরু করছেন। মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনতে যুক্ত হয়েছেন এলাকায় হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে।

সরকারি সাহায্য পায় না তিলপির মানসিক ভারসাম্যহীন হোসনেয়ারা

কুতুব উদ্দিন মোল্লা, ক্যানিং: মানসিক ভারসাম্যহীন হওয়া সত্ত্বেও সরকারি সাহায্য থেকে বঞ্চিত হোসনেয়ারা শেখ। জয়নগর-১ নম্বর ব্লকের ধোসা পঞ্চায়েতের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রাম তিলপির বাসিন্দা মরহুম নুরুল হুদা শেখ ও স্ত্রী মনোয়ারা শেখের ৪টি ছেলে ও ২টি মেয়ে। ৩ ছেলে ও ১ মেয়ের বিয়ে হয় গিয়েছে। শেখ পরিবারের অন্যতম মেয়ে

জয়নগর-১

মানসিক ভারসাম্যহীন হোসনেয়ারা শেখ।

হোসনেয়ারা শেখ। জন্মের পর প্রায় ৫ বছর থেকে সামান্য অস্বাভাবিক আচরণ শুরু করে সে। পরিবারের তরফ থেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে হোসনেয়ারার বয়স ৩৮ বছর, কিন্তু তার আচার-আচরণের কোনও পরিবর্তন হয়নি। সুযোগ পেলে এখানে-ওখানে পালিয়ে পাড়ার লোকজনের ক্ষতি করে সে। স্থানীয় মানুষের সহযোগিতায় উদ্ধার করা হয় হোসনেয়ারা শেখকে। অধৈর্য হয়ে নিজের সন্তানকে চোখে চোখে রাখে মা মনোয়ারা। শুরু হয় হোসনেয়ারার চিকিৎসা, কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা করিয়েও কোনও ফল মেলেনি। অর্থনৈতিকভাবে অসহায় দুর্বল পরিবারটি শেষমেশ হোসনেয়ারার চিকিৎসার জন্য সরকারি সাহায্যের দাবি জানিয়েছেন।

মনোয়ারা শেখের দাবি, '৪ ছেলে ও ২ কন্যা সন্তান নিয়ে কোনভাবে বেঁচে রয়েছি। মানসিক ভারসাম্যহীন হয়েও কোন সরকারি সুবিধা পায়নি আমার মেয়ে হোসনেয়ারা। সরকারি সুবিধা পাওয়ার আশায় বিভিন্ন দফতরে ঘুরেছি। তবে সরকারের কাছে আমার আবেদন, সরকারিভাবে আমার সন্তানের চিকিৎসার কোনও উদ্যোগ যদি নেওয়া হয় তাহলে হয়ত আমাদের মতো অসহায় পরিবার বাঁচতে পারবে। না হলে অচিরেই শেষ হয়ে যাবে।'

দু'বছর পার, চালু হল না নবনির্মিত দু'টি জেটি

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি

নতুন জেটির কাজ শুরু হওয়ার পর আশায় বুক বেঁধেছিলেন স্থানীয়রা। কিন্তু দু'বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও নদীর বুকে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই জেটিটি। ব্যবহার করতে পারছে না কেউই। কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই জেটিটি কবে ব্যবহার করা যাবে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা।

সুন্দরবনের বহু জায়গায় এখনো পর্যন্ত যোগাযোগের মূল পথ জলপথ। আর দু'বছর ধরে নদীর বুকে পড়ে নবনির্মিত জেটি, যুক্ত হয়নি স্থলভাগে। আর এই অদ্ভুত পরিস্থিতিতে সমস্যায় কুলতলি ও পাথরপ্রতিমা ব্লকের কয়েক হাজার মানুষ।

সুন্দরবন

যাতায়াতের সুবিধার জন্য তৈরি করা হয়েছে নতুন জেটি, কিন্তু সেই জেটি নদীর বুকেই পড়ে রয়েছে। তার সঙ্গে সংযোগ নেই স্থলভাগের। ফলে বাধ্য হয়ে সেই জেটি ছেড়ে জল কাদা পেড়িয়ে যেতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। এই জেটিঘাট দিয়ে সুন্দরবনের কুলতলি ব্লকের মৈপীঠ খেয়া ঘাট ও পাথরপ্রতিমা ব্লকের কুয়েমুড়ি খেয়াঘাটে স্থানীয় মানুষজন যাতায়াত করেন। প্রতিদিন গুরুত্বপূর্ণ এই জেটিঘাট ব্যবহার করেন কয়েক হাজার স্থানীয় বাসিন্দা। এ ছাড়াও এই জেটিঘাট ব্যবহার করেন স্থানীয় মৎস্যজীবীরাও।

নতুন জেটির কাজ শুরু হওয়ার পর আশায় বুক বেঁধেছিলেন স্থানীয়রা। কিন্তু দু'বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও নদীর বুকে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই জেটিটি। ব্যবহার করতে পারছে না কেউই। কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই জেটিটি কবে ব্যবহার করা যাবে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঠিকাদার সংস্থার কাজের গড়িমসির জন্য এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। এ নিয়ে জেটি দেখভাল করা এক ব্যক্তি বলেন, 'খুব শীঘ্রই কাজ আবার নতুন করে শুরু করা হবে। তবে ভাটার সময় খুব সমস্যা হচ্ছে স্থানীয়দের। জেটির আরও একশো মিটার সম্প্রসারণ করলে খুব ভাল হয়।' জেটি পার করতে আসা আসুরা বিবি বলেন, 'প্রতিদিন আমাকে কাজের সূত্রে মৈপীঠ থেকে পাথরপ্রতিমায় যেতে হয়। এই জলপথে গেলে তাড়াতাড়ি হয়। তাই এই জেটি তাড়াতাড়ি চালু হলে আমাদের সুবিধা হয়।' এ বিষয়ে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, 'পুজোর পরেই বাকি থাকা কাজ শেষ করে জেটি চালু করা হবে।'

গঙ্গাগর্ভে আরও দশটি বাড়ি

তলিয়ে যাচ্ছে বাড়ি-ঘর। মুর্শিদাবাদের চাচন্ড গ্রামে তোলা ছবি।

ভাঙনের আশঙ্কায় ঘরের আসবাবপত্র সরিয়ে ফেলছেন বাসিন্দারা। ছবি: সামিম আক্তার

মুহাম্মদ মুস্তাক আলি, ধুলিয়ান: খিদে মিটিছে না রাক্ষুসে গঙ্গার। মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত আরও দশটি সোনার সংসার গেল গঙ্গার পেটে। বাড়িঘর হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন উত্তর চাচন্ড গ্রামের তপন কুমার রবিদাস, মোহন দাস, আরতি রবিদাস, শ্যামল রবিদাস, সজল সেখের মত হতভাগ্য আদম সন্তানরা। গত কয়েকদিন গঙ্গার তাণ্ডবের মাত্রা বেড়ে গেছে। রবিবার একই এলাকার অন্তত ছয়টি বাড়ি গিলে যেন প্রাতরাশ সেরেছিল ভয়ংকরি গঙ্গা। মঙ্গলবার ঠিক সকাল থেকেই আবার ভয়াবহ ভাঙন শুরু হয়। বাড়ি হারানো অসীম রবিদাসের বক্তব্য কোনকিছু বোঝার আগের গঙ্গারপাড় ভাঙতে ভাঙতে বাড়িগুলোও তলিয়ে যায়। ভাঙনের ক্ষিপ্রতায় সব পরিবার তাদের আসবাবপত্রগুলো পর্যন্ত সরাতে পারেনি বলে জানা গেছে।

আরতি রবিদাসের বক্তব্য ভাঙনের মুখে কোনরকমে বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় উঠতেই চোখের সামনে বাড়ির সামনে গঙ্গার জলে তলিয়ে গেল। এদিন বিকেল থেকেই এলাকা জুড়ে বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। বাড়ি-ঘর হারানো প্রান্তিক স্তরের এইসব হতভাগ্য মানুষদের প্রশ্ন এখন থাকবো কোথায়? গঙ্গা সংসার গিলেছে। জমি-জিরেত গেছে। এখন কি খাবো এই প্রশ্ন ঘূর্ণিঝড়ের মত ঘুরপাক খাচ্ছে উত্তর চাচন্ডপুর জুড়ে। অবশ্য কেবলমাত্র উত্তর চাচন্ডপুর নয়, একই রকম দুর্দশার মধ্যে পড়েছে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ ব্লকের শিকদারপুর, নতুন শিবপুর, লোহরপুর সহ গঙ্গা তীরবর্তী গ্রামগুলোর বহু সংখ্যক

সামশেরগঞ্জ

মানুষরা। এইসব এলাকার মানুষদের বক্তব্য ভাঙনে মানুষ সর্বশান্ত হলেও পর্যাপ্ত ত্রাণের ব্যবস্থা নেই সরকারি স্তর থেকে। যদিও সামশেরগঞ্জের বিভিও সুবিরচন্দ্র লোধের দাবি ত্রিপল দেওয়া হচ্ছে বাড়িঘর হারানো মানুষদের। ফ্লাড সেন্টারেও কিছু সংখ্যক মানুষকে রাখার দাবি জানানো হয়েছে সামশেরগঞ্জ ব্লক আধিকারিক দফতর থেকে। প্রশাসনিক স্তরে ত্রাণের দাবি করা হলেও ভাঙন এলাকার মানুষদের বক্তব্য গঙ্গা কিন্তু একদিনেই এইভাবে আগ্রাসন চালায়নি।

তাদের দাবি বছরের পর বছর জুড়ে গঙ্গা দিক পরিবর্তন করে পূর্ব থেকে ক্রমশ পশ্চিম দিকে এগিয়ে আসছে। ভাঙনে সর্বহারা মানুষদের পাশাপাশি যারা ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে আছেন তাদের দাবি গঙ্গাভাঙন প্রতিরোধে স্থায়ী কংক্রিটের বাঁধ নির্মাণে কোন বাস্তব উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। ভাঙনের সময় কেবল বালি ফেলে এবং কাঁচা বাঁশ দিয়ে ভাঙন রোধের নামে জনসাধারণের করের দেওয়া সরকারি টাকাগুলোও হরির লুট হচ্ছে।

কয়লা খাদান বিস্ফোরণে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৮

পরিবারের পাশে রাজ্য সরকার

কৌশিক সালুই, সিউড়ি: সাংসদ ও রাজ্য সরকারের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে কয়লা খাদানে বিস্ফোরণে মৃত ব্যক্তিদের লাশের শেষকৃত্য সম্পন্ন হল। পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঘোষিত আর্থিক প্যাকেজ তুলে দেওয়া হয় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের হাতে। মঙ্গলবার সিউড়ি সুপার স্পেশালিস্ট হাসপাতালে মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করা হয়।

স্থানীয় ও জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, লোকপুর কয়লা খাদানে বিস্ফোরণে নিহত আটজন হলেন ভজরাম ঘোষ (৪৭), বাড়ি পলপই গ্রাম, কাকরতলা থানা। যুদ্ধ মারাড়ি (৪৪), বাড়ি লোকপুর থানার দেবগঞ্জ গ্রাম। রবিলাল মুর্মু (৩৪), বাড়ি লোকপুর থানার বাস্তবপুর গ্রাম। আশরাফি যাদব (৫৫), বাড়ি পশ্চিম বর্ধমানের কাজোড়া গ্রাম। মঙ্গল মারাড়ি (৩৪), বাড়ি লোকপুর থানার বাস্তবপুর গ্রাম। জয়দেব মুর্মু (৫৩), বাড়ি লোকপুর থানার বাস্তবপুর গ্রাম। সোমলাল হেমরম (৪০), লোকপুর থানার বাস্তবপুর গ্রামের বাসিন্দা। অমিত সিং (২৫), পশ্চিম বর্ধমানের কাজোড়া।

বিস্ফোরণের ঘটনার পর রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ সামিরুল ইসলাম এবং পিডিসিএল-এর চিফ ম্যানেজিং ডিরেক্টর পিবি সালিম নিহতদের শোকার্ত পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে রাজ্য সরকারের আর্থিক প্যাকেজ মোতাবেক ৩২ লক্ষ টাকা এবং সরকারি চাকরির বিষয়টি জানান। মঙ্গলবার মৃতদের ময়নাতদন্তের পর শেষকৃত্যের জন্য পরিবারের হাতে দেহ তুলে দেওয়া হয়। বিষয়টি তদারকি করেন। দুজনের দেহ শনাক্ত করা সম্ভব না হওয়ায় তাদের ডিএনএ টেস্টের জন্য দেহাংশ সংগ্রহ করে দুর্গাপুরে পাঠানো হয়েছে। সরকারিভাবে ওই দুজন মৃতের ডিএনএ টেস্টের রিপোর্ট আসার পর তাদের পরিবারকে সম্পূর্ণ ঘোষিত সহায়তা প্রদান করা হবে। যদিও এখন সেই পরিবারগুলোকে কুড়ি

নিহতদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলছেন পি বি সালিম, সামিরুল ইসলাম প্রমুখ। বীরভূমের সিউড়িতে ছবিটি তুলেছেন তথাগত চক্রবর্তী।

সামিরুল ইসলাম, পিবি সালিম, জেলাশাসক বিধান রায়, সভাধিপতি কাজল শেখ, অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার পরাগ ঘোষ সহ অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিকারা এদিন পুরো লক্ষ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে।

পিবি সালিম বলেন, 'মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা মত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে আর্থিক সহায়তা এবং চাকরির ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'

পুজোর আনন্দ নেই ভূতনীতে

সুবিদ আবদুল্লাহ

এক হাতে জ্বালানী কাঠ, অপর হাতে খুন্তি। ফুটন্ত ভাতের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে ছিল ছবি মণ্ডল। গঙ্গা-ফুলহর ভাসিয়েছে ঘর-বাড়ি। মহানন্দটোলার বাঁধে কালো ত্রিপল ঘিরে অস্থায়ী আশ্রয়ে পাতা হয়েছে তাদের সংসার। নয় ও দশ বছরের দুটি

অস্থায়ী আশ্রয়ে ঠাকুমা তরুবালার সঙ্গে আলপনা।

বাচ্চা, বয়স্ক শ্বাশুড়ি ও দুটি গরু, বাছুর নিয়ে ছবি মণ্ডলের দিন কাটছে অনাহার-অর্ধাহারে।

দুপুরের আহার নদীর মাছ ও রেশনের চালের গরম ভাত। তারই অপেক্ষায় আছে ছবির দুই মেয়ে আলপনা ও কল্পনা। পুজোর জামা পেয়েছ? প্রশ্ন শুনে ছবির উত্তর, আমাদের আবার পুজোর আনন্দ? আমাদের আনন্দ খে য়েছে ওই রাক্ষুসি ফুলহর। ভেবেছিলাম, এ বছর বন্যা থেকে রক্ষা পাব। তা আর পেলাম কই?

দূরে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনছিলেন ছবির শ্বাশুড়ি। আমার কথা কটাক্ষের দৃষ্টিতে মেপে বিচালি হাতে হন হন করে হাঁটতে শুরু করলেন তরুবালা মণ্ডল। গরুর সামনে সেগুলো ছুঁড়ে দিয়ে বলে উঠলেন, 'সবাই তেরপোল পায়, তেরান পায়, আমাদের বেলা নেই। ভোটের সময় কালামুখোরা আসুক।' কথায় আশ্বিনে রোদের তেজ। ছবি বললেন, শ্বাশুড়ি মা ছিলেন বলেই কিছু কিছু ত্রাণ পেয়েছি স্যার। ওদের বাবা (কল্পনা, আলপনা) থাকে দিল্লিতে। পরিযায়ী শ্রমিক। উনি টাকা পাঠিয়েছেন। নতুন করে ঘর তৈরির কাজ চলছে।

মালদা শহরে পুজোর ঢাকে কাঠি পড়েছে। সর্বত্র আলোর রোশনাই। চারিদিকে মানুষের ঢল। পুজোর কেনাকাটায় ব্যস্ত মানুষ। ওদিকে গঙ্গা-ফুলহর নদীর বন্যার জল সরে গিয়ে জেগে উঠেছে উঠোন। তাকে বাসযোগ্য করে তুলতে ব্যস্ত ভূতনী চরের মানুষ। ঘরহারা মানুষের আবার পুজোর আনন্দ। কোমর জলে দাঁড়িয়ে পাটের আঁশ ছাড়াতে ছাড়াতে বললেন, বিপুল দাস। তিনি জানান, ভূতনীতে এবারের গঙ্গা ভাঙন ছাড়িয়ে গেছে ২৫ বছরের রেকর্ড। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে বন্যা। নদীবাঁধে তিন মাস ধরে বসবাস করতে বাধ্য হয়েছেন মাণিকচক ব্লকের তিন পঞ্চায়েত হীরানন্দপুর এবং উত্তর ও দক্ষিণ চণ্ডিপুরের মানুষ। ভাঙন দুর্গত বাসিন্দাদের দাবি, নদীবাঁধ মেরামত হচ্ছে, তবে পাকাপোক্ত মেরামত হচ্ছে না। প্রতি বছর সরকারের বরাদ্দ অর্থ তলিয়ে যাচ্ছে গঙ্গা গর্ভে। প্রতি বছর বন্যা বিড়ম্বনা নিঃস্ব করে দিচ্ছে আমাদের। ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন হীরানন্দপুরের বিমল মণ্ডল।

অভিযোগ অস্বীকার করে রতুয়া-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আমিরুদ্দিন মাষ্টার জানালেন, ত্রাণ নিয়ে স্বজনপোষণের অভিযোগ পুরনো কথা। রাজ্য সরকার ত্রাণ দিয়েছে। কিন্তু মানুষের চাহিদা অনেক। সেটা পূরণ করা নৈতিক কর্তব্য। ত্রাণ নিয়ে কেউ রাজনীতি করে থাকলে সেটা ভুল হয়েছে।

রোগী মৃত্যু, চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ

মৃতের পরিজনকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন আত্মীয়রা। ডোমকলে।

জিশান আলি মিঞা, ডোমকল: চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগে হাসপাতালে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল রোগীর পরিবারের লোকেদের বিরুদ্ধে। মুর্শিদাবাদের ডোমকল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত রোগীর নাম সাবানা বিবি (১৮)। তার বাড়ি ইসলামপুরের বাবলাবোনা গ্রামে। সোমবার রাতে সন্তানসম্ভবা ওই তরুণীকে সন্তান প্রসবের জন্য ডোমকল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মঙ্গলবার সকালে তিনি একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। তারপর তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। বুধবার দুপুরে তার মৃত্যু হয়। পরিবারের লোকেদের অভিযোগ, বিনা চিকিৎসায় তার মৃত্যু হয়েছে। কর্তব্যরত নার্স ও ডাক্তারের শাস্তির দাবিতে সরব হন মৃতার পরিবারের লোকেরা। হাসপাতালে উত্তেজনা ছড়ালে পুলিশ আসে। হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষীরা মৃতার বাবাকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ঘটনার প্রতিবাদে হাসপাতালে ভাঙচুর চালায় পরিবারের লোকেরা। পরে ডোমকল থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

রায়গঞ্জ থেকে বিপুল শংকর বসুর সংযোজন: রোগী মৃত্যুকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। সেখানে রোগী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চিকিৎসকদের মারধরের অভিযোগ ওঠে রোগীর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনার পর দুজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তি রায়গঞ্জের বাহিন এলাকার বাসিন্দা। সোমবার সন্ধ্যায় তিনি লিভারের সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। তবে আচমকাই শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ তার মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পর চিকিৎসকদের উপর চড়াও হন রোগীর পরিবারের সদস্যরা। হাসপাতাল চত্বরে ছড়িয়ে পড়ে উত্তেজনা।

শারদোৎসবে বস্ত্র বিতরণ

জৈনুল সেখ, কান্দি: শারদোৎসব উপলক্ষ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হল কান্দির হিজল এবং পুরন্দরপুর এলাকায়। মঙ্গলবার দুপুরে মুর্শিদাবাদের কান্দি থানার অন্তর্গত হিজল পঞ্চায়েতের কয়েকশো দুস্থ পরিবারের হাতে নতুন পোশাক তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে সাংসদ ইউসুফ পাঠান ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কান্দির বিধায়ক অপূর্ব সরকার, কান্দি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পার্থ প্রতীম সরকার, কান্দি তৃণমূল শিক্ষা সেলের সভাপতি আইনাল হক প্রমুখ। কান্দির পুরন্দরপুর বাস্তাতেও অপূর্ব সরকারের নেতৃত্বে কয়েকশো দুস্থ পরিবারের হাতে নতুন পোশাক তুলে দেওয়া হয়।

বোলপুর: প্রতি বছরের মতো এবারেও শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের পক্ষ থেকে বস্ত্র বিতরণের আয়োজন করা হয়। কলেজের সভাকক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কলেজের সভাপতি মলয় পীট, অধ্যক্ষ প্রফেসর ডা. গৌতম নারায়ণ সরকার, কলেজের ডিন ডা. অরূপ গোস্বামী প্রমুখকলেজের সভাপতি মলয় পীট বলেন, উৎসব সকলের। আমাদের সহ নাগরিকদের সঙ্গে সেই উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নিতে আমাদের এই প্রয়াস। আমরা সবসময় চেষ্টা করি মানুষের পাশে দাঁড়াতে। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রায় ৮৫০ জনের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়।

ভিনেশ ফোগাট

ভোটের ময়দানেও জয় ভিনেশের

পুবের কলম প্রতিবেদক: রাজনীতির ময়দানে নেমেই জয় ছিনিয়ে নিলেন ভারতের সদ্য প্রাক্তন হওয়া তারকা কুস্তিগির ভিনেশ ফোগাট। হরিয়ানার জুলানা বিধানসভা থেকে ৬ হাজার ১৫ ভোটে জয়ী হলেন কংগ্রেসের ভিনেশ। তিনি পেয়েছেন মোট ৬৫ হাজার ৮০টি ভোট। বিজেপির যোগেশ কুমারকে তিনি হারিয়েছেন। ২০০৫ সালের পরে এই সিটে প্রথমবার জিতল কংগ্রেস। জয়ের পরে ভিনেশ বলেন, 'সত্যের জয় হয়েছে।' উল্লেখ্য, প্যারিস অলিম্পিকে নিজের বিভাগে ফাইনালে উঠেছিলেন ভিনেশ। কিন্তু সামান্য ওজন বেশি হওয়ার কারণে ফাইনালে তাঁকে নামতে দেওয়া হয়নি। দেশে অবশ্য তাঁকে বীরের মর্যাদায় বরণ করে নেওয়া হয়। তারপরে গত ৬ সেপ্টেম্বর তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন তারকা কুস্তিগির। এবং তাঁকে জুলানা থেকে টিকিট দেয় কংগ্রেস।

দ্বিতীয় টি-২০'তে তাসকিনের জায়গায় তানজিমকে খেলাতে পারে বাংলাদেশ

দিল্লিতে সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে ভারত

নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশের বিপক্ষে দ্বিতীয় টি-২০'তে মুখোমুখি হওয়ার আগে দলের সঙ্গে অনুশীলনে হার্দিক।

পুবের কলম প্রতিবেদক: গোয়ালিয়রে প্রথম টি-২০ ম্যাচে বাংলাদেশকে সাত উইকেটে সিরিজে ১-০ ফলে এগিয়ে থেকে টি-২০ অভিযান শুরু করেছে ভারত। একেবারে তরুণ একটা ভারতীয় দল বর্তমানে নিজেদের ভারতীয় দলের অপরিহার্য অঙ্গ তৈরি করার অঙ্গীকার করে ফেলেছে। বিশেষ করে ময়াঙ্ক যাদব ও অভিষেক শর্মার মতো তরুণ ক্রিকেটার বল ও ব্যাট হাতে নিজেদের চেনাচ্ছেন। গোয়ালিয়রে বল হাতে মাত্র একটি উইকেট পেলেও নিজের অভিষেক ম্যাচেই মেডেন ওভার দিয়ে ভারতীয় নির্বাচকদের মন কেড়ে নিয়েছেন ময়াঙ্ক। শুধু তাই নয়, তাঁর বলের গতির সঙ্গে প্রয়োজনীয় লাইন ও লেন্থও দারুণ। আর সেই ময়াঙ্ককে বোলিং আক্রমণে রেখেই দিল্লিতে অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে আজ দ্বিতীয় টি-২০'তে নামতে চলেছে ভারত। পাশাপাশি অভিষেক শর্মা, সঞ্জু স্যামসনদের ব্যাটিংয়েও ভরসা রেখে দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচের দলও সাজানো হয়ে গিয়েছে।

এই ম্যাচটি ভারত ও বাংলাদেশ দু'টো দলের জন্যই বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, বাংলাদেশের কাছে এই ম্যাচে জিতে সিরিজে ফেরার সুযোগ যেমন রয়েছে, ভারতের কাছে এই ম্যাচ থেকে সিরিজ জেতার সুযোগ রয়েছে। দিল্লির পিচটি অনেকটা শুষ্ক। তাই এই পিচ ব্যাটারদের কাছে খুব সহযোগী। পাশাপাশি বাউন্ডারি খুব ছোট হওয়ায় ব্যাটসম্যানরা বড় শট নিতে পারেন খুব ভালোভাবে। সেখানে ভারতীয় দলের অ্যাডভান্টেজ হল অভিষেক শর্মা, সঞ্জু স্যামসন, সূর্যকুমার যাদব, হার্দিক পান্ডিয়ার মতো পিঞ্চ হিটার রয়েছেন। কাজেই ভারত যদি প্রথম ব্যাট নেয়, তাহলে বড় স্কোর তোলার সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে ভারতীয় বোলারদের একটা অ্যাডভান্টেজ ময়াঙ্ক যাদব, অর্শদীপ, বরুণ চক্রবর্তীরা রয়েছেন।

অন্যদিকে, বাংলাদেশি ব্যাটাররা কেউই তেমন ফর্মে নেই। একমাত্র ক্যাপ্টেন নাজমুল হাসান শান্ত ও মেহেদি হাসান মিরাজ কিছুটা ছন্দে থাকলেও বাকিদের থেকে তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। দিল্লির পিচে অবশ্য বাংলাদেশি ফাস্ট বোলাররা খুব একটা সুবিধে নাও করতে পারেন। কারণ, স্পিন কিছুটা কার্যকর হতে পারে প্রথম দিকে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে বাংলাদেশি স্পিনাররা এই পিচে কিছুটা সুবিধে তুলতে পারেন। ভারতের স্কোয়াডে কোনও পরিবর্তন না হলেও বাংলাদেশের স্কোয়াডে পরিবর্তন রয়েছে। বাংলাদেশের পেসার তাসকিন আহমেদের প্রথম ম্যাচে একেবারেই সাদামাটা পারফরম্যান্স। তাঁর প্রতি খুব একটা সন্তুষ্ট হতে পারেননি বিসিবি কর্তারা। তাই দিল্লিতে তাঁকে বসিয়ে তানজিম হাসান শাকিবকে আনার পরিকল্পনা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট। একটি পরিবর্তন বাদে বাংলাদেশের বাকি দলটা একই থাকছে।

কোচ হাতুরুসিংহের সঙ্গে আলোচনায় বাংলাদেশ অধিনায়ক শান্ত।

আজ দ্বিতীয় টি-২০তে
ভারত বনাম বাংলাদেশ
নয়াদিল্লি, সন্ধে ৭টা
সম্প্রচার: স্পোর্টস ১৮

সরফরাজ খান

ইরানিতে ডবল সেঞ্চুরি করেও রঞ্জিতে মুম্বই দলে নেই সরফরাজ

মুম্বই, ৮ অক্টোবর: বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সদ্য সমাপ্ত দু'টি টেস্টে প্রথম একাদশে জায়গা পাননি ভারতের সরফরাজ খান। পরে ইরানি ট্রফিতে মুম্বইয়ের হয়ে খেলতে নেমেই রানের ফুলঝুরি ছোটান তিনি। অবশিষ্ট ভারতের বিরুদ্ধে ২২২ রানের ইনিংস খেলে মুম্বইকে ইরানি ট্রফি জেতাতে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। এ দিকে রঞ্জি ট্রফির প্রথম দু'টি ম্যাচের জন্য মুম্বইয়ের যে দল ঘোষণা করা হয়েছে, তাতে জায়গা পাননি সরফরাজ। এতে ক্রিকেট মহল অবাক হয়েছে ঠিকই, তবে মনে করা হচ্ছে, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন টেস্ট সিরিজে সরফরাজকে জাতীয় দলে নেওয়া হবে বলেই রঞ্জিতে তাঁকে রাখা হয়নি। কিউয়িদের বিরুদ্ধে রোহিত শর্মা ব্রিগেডের প্রথম টেস্ট ১৬ অক্টোবর থেকে শুরু হবে। মুম্বই দলে রয়েছেন অজিঙ্ক্য রাহানে এবং শ্রেয়স আইয়ারও। রঞ্জিতে তাঁরা যদি বড় রান করেন, তা হলে তাদের ব্যাপারে নির্বাচকেরা কী সিদ্ধান্ত নেন, সেটাও দেখার বিষয়। রাহানে যদিও অনেকদিনই জাতীয় দলের বাইরে রয়েছেন, তবে শ্রেয়স টিমে ঢোকার জন্য মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন।

আশা জিইয়ে রাখল নিউজিল্যান্ড সিরিজ

মুম্বইয়ের রঞ্জি দলে জায়গা হয়নি মুশির খানেরও। দুরন্ত ছন্দেও ছিলেন তিনি। কিন্তু গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে আপাতত মাঠের বাইরেই থাকতে হচ্ছে মুশিরকে।

জাতীয় টি-২০'তে বাংলা দলের ক্যাপ্টেন পার্ক সার্কাসের সাইকা ইশাক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: কয়েক দিনের মধ্যেই জাতীয় টি-২০ ক্রিকেট লিগ শুরু হতে চলেছে। মেয়েদের এই ক্রিকেট লিগের আগে মঙ্গলবার বাংলার দল নির্বাচন হয়ে গেল। জাতীয় মহিলা টি-২০ লিগে বাংলার ক্যাপ্টেন নির্বাচিত হলেন পার্ক সার্কাসের সাইকা ইশাক। উল্লেখ্য মেয়েদের টি-২০ লিগে বল হাতে সাইকা ইশাক গত দুটো বছরে সকলের নজর কেড়ে নিয়েছেন। মেয়েদের জাতীয় দলে এখনও সেভাবে সুযোগ না এলেও বাংলা দলের তিনি নিয়মিত সদস্য। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় থেকে শুরু করে ঝুলন গোস্বামী, প্রত্যেকেই সাইকার অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে দারুণ খুশি। গত মরশুমে বাংলার মহিলা দলের হয়ে সীমিত ওভারের সংক্ষিপ্ততম ফরম্যাটে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে সকলের নজর কেড়েছেন। তারই পুরস্কারস্বরূপ এবার জাতীয় টি-২০ লিগে বাংলার ক্যাপ্টেনসি পেয়ে গেলেন সাইকা। ১৭ অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলা এই প্রতিযোগিতায় বাংলার ভাইস ক্যাপ্টেন নির্বাচিত হয়েছেন তনুশ্রী সরকার। দলের কোচ নির্বাচিত হয়েছেন প্রবাল দত্ত। বাংলার দলের মেন্টর হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে ঝুলন গোস্বামীকে।

বাংলার মহিলা ক্রিকেটার সাইকা ইশাক।

জাতীয় টি-২০'র জন্য বাংলার দল:- *সাইকা ইশাক (ক্যাপ্টেন), তনুশ্রী সরকার (সহ অধিনায়ক), প্রিয়াঙ্কা বালা, হৃদিতা বসু, মিতা পাল, স্নেহা গুপ্তা, তিথি দাস, অর্কপ্রা বর্মন, শ্রেয়সী আইচ, সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়, প্রতিভা রানা, সুজাতা দে, ধূমিকা খাতুন, ষষ্ঠী মন্ডল, মনিকা মাল, পিয়ালি ঘোষ, ধারা গুজ্জর, তিতাস সাধু।*

ইডি দফতরে হাজিরা দিলেন আজহারউদ্দিন

পুবের কলম প্রতিবেদক: হায়দরাবাদের ফতেহ ময়দানে ইডির দফতরে হাজিরা দিলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক মুহাম্মদ আজহারউদ্দিন। দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর তিনি বেরিয়ে আসেন ইডি দফতর থেকে। হায়দরাবাদ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের কিছু আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে আজহারকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্ট। ৩ অক্টোবর তাদের দফতরে হাজির থাকার জন্য জানিয়েছিল ইডি। কিন্তু সেদিন তিনি সেখানে যেতে পারেননি। মঙ্গলবার তিনি যান ইডির দফতরে। উল্লেখ্য, আজহারউদ্দিন হায়দরাবাদ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি থাকাকালীন উপ্পল স্টেডিয়ামের জন্য ২০ কোটি টাকার সরঞ্জাম কেনা হয়েছিল। তাতে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। সেই সূত্রেই আজহারকে ডেকে পাঠায় ইডি। যদিও প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বার বার জানান, 'আমার বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ মিথ্যে। আমাকে চক্রান্ত করে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এটা একেবারেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।' যদিও এ দিন ইডির দফতর থেকে বেরিয়ে আর কোনও মন্তব্য করেননি আজহার।

নয়াদিল্লিতে টি-২০ থেকে অবসরের ঘোষণা মাহমুদুল্লাহর

পুবের কলম প্রতিবেদক: ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া শেষ টি-২০ বিশ্বকাপ থেকেই আলোচনায় ছিলেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ। তিনি আর কবে অবসর নেবেন? তাঁর ব্যাটিংও ঠিক টি-২০ সুলভ নয়, তা সত্ত্বেও ভারতের বিপক্ষে চলমান তিন ম্যাচের কুড়ি-বিশের সিরিজে তাঁকে বাংলাদেশ দলে দেখে অনেকেই অবাক হয়েছিলেন। অবশেষে এ দিন নয়াদিল্লিতে দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচের আগেরদিন টি-২০ ক্রিকেট থেকে অবসরের কথা ঘোষণা করলেন বাংলাদেশের এই অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার। দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে সংবাদিক সম্মেলনে মাহমুদুল্লাহ জানিয়েছেন, তিন ম্যাচের এই সিরিজ শেষেই তিনি আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেট থেকে অবসর নেবেন। আন্তর্জাতিক টি-২০ থেকে অবসর নিলেও ফ্র্যাঞ্চাইজি-ভিত্তিক লিগগুলোতে অবশ্য দেখা যাবে ৩৯ ছুঁইছুঁই এই অভিজ্ঞ ক্রিকেটারকে।

অনুশীলনে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ।

টেস্ট ক্রিকেট থেকে ২০২১ সালেই অবসর নিয়েছিলেন মাহমুদুল্লাহ। ফলে সীমিত ওভার ক্রিকেট থেকে তিনি কবে অবসর নেবেন, সেদিকেই ছিল সবার নজর। ভারতে টি-২০ সিরিজ খেলতে আসায় তার আন্তর্জাতিক কুড়ি-বিশের ক্রিকেট থেকে বিদায় নেওয়ার দেওয়াল লিখন আগেই স্পষ্ট হয়ে যায়। সেই মতো তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচের আগেই তিনি সাদা বলের এই ফর্ম্যাটকে বিদায় জানানো কথা ঘোষণা করলেন। বাকি থাকল শুধু ওয়ানডে ফর্ম্যাট। সাংবাদিক সম্মেলনে এসে মাহমুদুল্লাহ বলেন, 'ভারতের মাটিতে এই সিরিজের শেষ ম্যাচের পরেই আমি টি-২০ থেকে অবসর নেব। এটা আমি এই সফরে আসার আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম। এ ব্যাপারে আমি আমার পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছি। আমি মনে করি, এটাই সঠিক সময় এই সংস্করণ থেকে সরে অন্যদের সুযোগ করে দেওয়ার।'

২০০৭ সালের সেপ্টেম্বরে নাইরোবিতে কেনিয়ার বিপক্ষে টি-২০ ক্রিকেটে অভিষেক হয় মাহমুদুল্লাহর। বাংলাদেশ দলের হয়ে এখনও পর্যন্ত ১৩৯টি টি-২০ ম্যাচ খেলেছেন তিনি। ২০১৮ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৪৩টি টি-২০ ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১১৭.৭৪ স্ট্রাইক রেটে রান করেছেন ২৩৯৫। বাকি দু'টি ম্যাচ খেললে তার টি-২০ কেরিয়ার শেষ হবে ১৪১ ম্যাচ খেলে। অধিনায়ক হিসেবে জয় পেয়েছেন ১৬টি টি-২০ ম্যাচে। বাংলাদেশের অধিনায়ক হিসেবে সবচেয়ে বেশি জয়ও মাহমুদুল্লাহর। তবে এই রেকর্ডের একজন ভাগীদার রয়েছেন। তাঁর সমান ১৬টি টি-২০'তে জয় পেয়েছেন শাকিব আল হাসানও।

দ্বিতীয় টেস্টে দলে শামি!

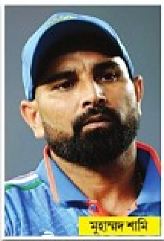
মুহাম্মদ শামি

মুম্বই, ৮ অক্টোবর: বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চলতি টি-২০ সিরিজ খেলার পরেই ভারত ঘরের মাঠে মুখোমুখি হবে নিউজিল্যান্ডের। চলতি সপ্তাহেই কিউয়িদের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজের দল ঘোষণা করবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। আর সেই দল নির্বাচনে প্রধান আকর্ষণ টিম ইন্ডিয়ার পেসার মুহাম্মদ শামিকে ঘিরে। গতবছর ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর থেকে চোটের কারণে দলের বাইরে রয়েছেন শামি। প্রসঙ্গত, ভারত-নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টেস্ট ১৬ অক্টোবর থেকে।

একটি ক্রিকেট ওয়েবসাইটের প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথমে প্রথম দু'টি টেস্টের জন্য দল ঘোষণা করতে পারেন নির্বাচকেরা। আর দ্বিতীয় টেস্টের দলে ফেরানো হতে পারে শামিকে। চলতি বছরের শেষ দিকে ভারত যাবে অস্ট্রেলিয়া সফরে। সেখানে জসপ্রীত বুমরাহর সঙ্গে পেস আক্রমণ সামলানোর দায়িত্ব দেওয়া হবে শামিকে। সেখানে যাওয়ার আগে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একটি বা দু'টি টেস্টে শামিকে খেলিয়ে দেখে নেওয়া হবে। আপাতত রিহ্যাবে থাকা শামি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন। মাঝে শোনা যাচ্ছিল, ঘরোয়া ক্রিকেটে বাংলার হয়ে শামি খেলবেন, তারপরে তাঁকে জাতীয় দলে ফেরানো হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে মনে করা হচ্ছে, সরাসরি জাতীয় দলের হয়েই মাঠে নামবেন বাংলার পেসার। পাশাপাশি কিউয়িদের বিরুদ্ধে দলে চমক হতে পারেন ২১ বছরের তরুণ তুর্কি নীতীশ রেড্ডি।

দু'শো অনাথ শিশুর দায়িত্বে সৌরভ

উৎসবের মরশুমে অনাথ শিশুদের সঙ্গে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: বেশ কিছুদিন ধরে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। আর জি কর ইস্যুতে সৌরভের মন্তব্যকে ঘিরে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। যদিও তিনি বারবার বলেছেন, তাঁর মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। এবার সেই সৌরভই অন্য ভূমিকায়। যা তিনি কোনওদিন করেন না, সেটাই তিনি করলেন মঙ্গলবার। সাধারণত বড়িষার নিজের ক্লাবের দুর্গাপুজো ছাড়া অন্য কোনও পুজো উদ্বোধনে যেতে দেখা যায় না তাঁকে। কিন্তু এবার পঞ্চমীতে হাওড়ার মন্দিরতলার পুজো উদ্বোধন হল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে। আর এই উদ্বোধনের পরেই ছিল সুরভিত চমক। ২০০টি অনাথ বাচ্চার দায়িত্ব নিলেন প্রিন্স অফ ক্যালকাটা। এই বাচ্চাদের বেশিরভাগই শারীরিক দিক থেকে বিশেষভাবে সক্ষম। এদের বাবা মায়েরা বাচ্চাদের ছেড়ে দিয়েছিলেন হাওড়া ও পার্ক সার্কাস অঞ্চলে। সেখান থেকে তাদের তুলে নিয়ে এসে হাওড়ার একটি বিশেষ হোমে 'আপনজন'-এ নিয়ে আসেন কয়েকজন। সেই হোমেও যান সৌরভ। বাচ্চাদের সঙ্গে ছবি তোলেন। আর ২০০টি বাচ্চার পড়াশুনোর দায়িত্ব নিলেন বাংলার মহারাজ। সঙ্গে বাচ্চাদের সঙ্গে ছবিও তুললেন তিনি। আগেও তিনি গিয়েছেন এই হোমে। কিন্তু এদিন সৌরভ যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে এসেছিলেন ক্রিকেটীয় কেরিয়ারের মতোই স্টেপ আউট করে ছক্কা হাঁকাবেন। ২০০টি বাচ্চার পড়াশুনোরসহ অন্য দায়িত্ব নিয়ে যেন সেই মহারাজকীয় ছক্কা হাঁকিয়ে দিলেন।

ইনিয়েস্তা ফেনোমেনন বললেন লিওনেল মেসি

পুবের কলম প্রতিবেদক: দীর্ঘ ২২ বছরের ফুটবল কেরিয়ারের অবসান ঘটালেন স্পেনের বিশ্বকাপজয়ী তারকা মিডফিল্ডার আন্দ্রে ইনিয়েস্তা। স্পেনকে ২০১০ সালে তিনি জিতিয়েছেন ফুটবল বিশ্বকাপ। এমনকী ফাইনাল জেতানো গোলটি করেছিলেন তিনি। স্পেনে একঝাঁক তারকাদের পাশাপাশি বার্সেলোনায় দীর্ঘদিন তিনি খেলেছেন কিংবদন্তি লিওনেল মেসির কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। জাতীয় দল থেকে অবসর নিয়েছেন অনেক আগেই। এতদিন চালিয়ে যাচ্ছিলেন ক্লাব ফুটবল। ৪০-এ এসে ইনিয়েস্তার থামল ২২ বছরের জমকালো ফুটবল কেরিয়ার। এবার সবধরনের ফুটবলকেই বিদায় বলে দিলেন স্পেনের এই কিংবদন্তি ফুটবলার।

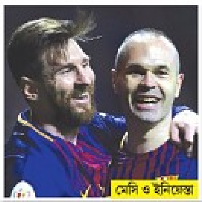
মেসি ও ইনিয়েস্তা

ইনিয়েস্তার অবসর ঘোষণায় আবেগঘন বার্তা দিয়েছেন তার প্রাক্তন সতীর্থ লিওনেল মেসি। বার্সেলোনায় ইনিয়েস্তার লম্বা সময়ের সতীর্থ ছিলেন মেসি। দু'জনের সম্পর্কও ছিল বেশ মধুর। তাই তো ত্রেনিদাদে আর্জেন্টিনা দলের অনুশীলনের ফাঁকে সোশ্যাল মিডিয়ায় আবেগঘন এক বার্তার পাশাপাশি ইনিয়েস্তার সঙ্গে বার্সেলোনার জার্সিতে নিজের একটি ছবি দিয়ে মেসি লিখেছেন, 'আমার অন্যতম জাদুকরি সতীর্থ এবং যাদের সঙ্গে খেলাটা সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেছি, তাদের একজন। বল তোমাকে মিস করবে এবং আমরাও তোমাকে মিস করব। সর্বদা তোমার জন্য শুভকামনা, তুমি ফেনোমেনন।'

মাস্টার লিগের উদ্বোধনে মর্গ্যান, লারা, শচীন, জন্টি, কালু ও ওয়াটসনরা।

৫ কোটি, সঙ্গে ফ্ল্যাট চাই! আজব দাবি অলিম্পিকের পদকজয়ী স্বপ্নিলের বাবার

স্বপ্নিল

পুবের কলম প্রতিবেদক : অলিম্পিকে পদক জয়ী ছেলের জন্য 'অবাক' দাবি করলেন বাবা। প্যারিস অলিম্পিয়ে শুটিংয়ে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিলেন ভারতের স্বপ্নিল কুশলে। তারপরে কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি হয় তাঁর। মহারাষ্ট্র সরকার স্বপ্নিলের জন্য ২ কোটি টাকা আর্থিক পুরস্কারও ঘোষণা করে। তাতে অবশ্য সন্তুষ্ট না হয়ে স্বপ্নিলের বাবা, মহারাষ্ট্র সরকারের থেকে ৫ কোটি টাকা ও একটি ফ্ল্যাটের দাবি করে বসলেন।

স্বপ্নিলের বাবা সুরেশ কুশলে বলেন, 'হরিয়ানা সরকার তো সব পদক জয়ীদের ৫ কোটি টাকা করে দিচ্ছে। স্বপ্নিলেরও ৫ কোটি টাকা পুরস্কার পাওয়া উচিৎ। সেই সঙ্গে পুণের বালেওয়াড়ির স্পোর্টস কমপ্লেক্সের কাছে একটা ফ্ল্যাট চাই। যাতে সেখান থেকে ও সহজে প্র্যাক্টিসে আসতে পারবে।' একই সঙ্গে সুরেশ প্রশ্ন তুলেছেন, 'স্বপ্নিল মহারাষ্ট্রের দ্বিতীয় অ্যাথলিট, যে অলিম্পিকে ব্যক্তিগত ইভেন্টে পদক জেতার কৃতিত্ব অর্জন করেছে। তা হলে ওকে কেন এত কম টাকা দেওয়া হবে?' তাঁর এই দাবির পরে অবশ্য এখনও পর্যন্ত মহারাষ্ট্র সরকার কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি।

প্রয়াত কিংবদন্তি জোহান নিসকেন্স

পুবের কলম প্রতিবেদক: চলে গেলেন ডাচ ফুটবলের অন্যতম কিংবদন্তি জোহান নিসকেন্স। ১৯৭৮ বিশ্বকাপের ফাইনালে আর্জেন্টিনার কাছে হেরে গেলেও কিংবদন্তি জোহান ক্রুয়েফের সঙ্গে তিনিও কিংবদন্তি হয়ে গিয়েছিলেন। একটা সময় আয়াক্স ও বার্সেলোনায় খেলেছেন তিনি। বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি আলজেরিয়ায় কোচিং করাচ্ছিলেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। তবে কীভাবে মারা গেলেন নিসকেন্স তা জানা যায়নি। ১৯৭৪ ও ১৯৭৮ পর পর দু'টি বিশ্বকাপ ফাইনালে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয় নেদারল্যান্ডসের। দু'টি বিশ্বকাপেই ডাচ দলের অন্যতম তারকা ছিলেন নিসকেন্স। তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে ফিফা।

পুবের কলম
CLASSIFIED
বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন
☎ : 033-3508 4574/3508 2963
: 6290174305
Call us between 12PM-8PM
e-mail us:
puberkalom.advt@gmail.com
BRIDE & GROOM | NAME CHANGE
TUTION | RENT | JOBS

কোরিয়ান ফুটবলারকে 'জ্যাকি-চ্যান' বলায় ১০ ম্যাচ নিষিদ্ধ

পুবের কলম প্রতিবেদক: প্রতিপক্ষ দলের দক্ষিণ কোরিয়ান ফুটবলারকে হি-চ্যানকে 'জ্যাকি-চ্যান' বলায় আগামী ১০ ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা পেলেন ইতালির তারকা ডিফেন্ডার মার্কো কুর্তো। মাঠের মধ্যে এই বর্ণবিদ্বেষী কাণ্ড ঘটানোয় তাঁকে নিষেধাজ্ঞার শাস্তি বহন করার পাশাপাশি সামাজিক সেবামূলক কাজ করতে হবে, ফিফা অনুমোদিত কোনও সংস্থায় ট্রেনিং নিয়ে শিক্ষামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে হবে। এর আগে গত জুলাইয়ে প্রাক্-মরশুমের এক ম্যাচে ইতালিয়ান ক্লাব কোমোর সঙ্গে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্সে ম্যাচ চলাকালীন ঘটে যায় এই বর্ণবিদ্বেষী ঘটনা। ম্যাচটির দ্বিতীয়ার্ধে উলভারহ্যাম্পটনের হোয়াংকে নিয়ে কিছু একটা বলেন কোমোর কুর্তো। সেটির সূত্র ধরে তাৎক্ষণিকভাবে মাঠেই গন্ডগোল লেগে যায়। তখনই ঘটে এই বর্ণবিদ্বেষীমূলক ঘটনাটি।

Printed & Published by Ahamed Hassan on behalf of Puber Kalom Publications Pvt. Ltd., Printed at Saraswati Print Factory Pvt. Ltd., 789 Chowbhaga West, Kolkata-700105 • Published at 1, Samsul Huda Road, Kolkata-700017, Editorial Office: 5B, Rawdon Street, Kolkata-700017. • **Editor: Ahamed Hassan** • Phone No.: 033 3508-4574/2693 • E-mail: puberkalom@gmail.com • **RNI NO.- WBBEN/2014/55316**